বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি
সমৃদ্ধ দেশ
উন্নত আগামী

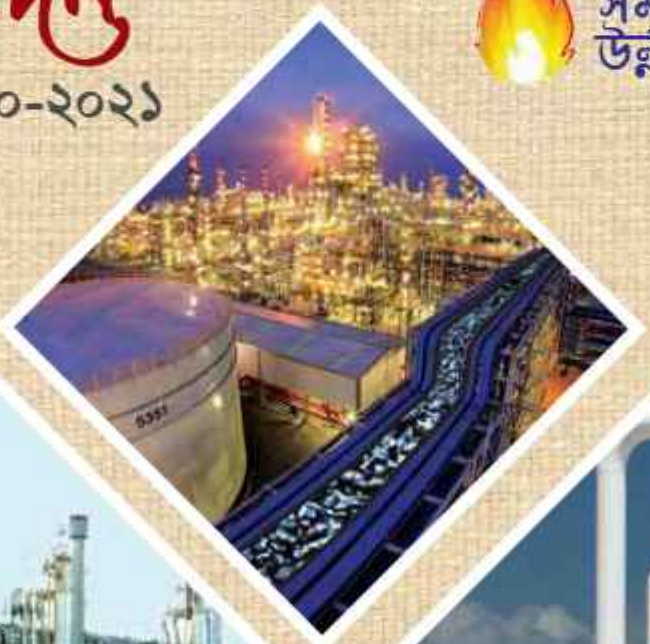

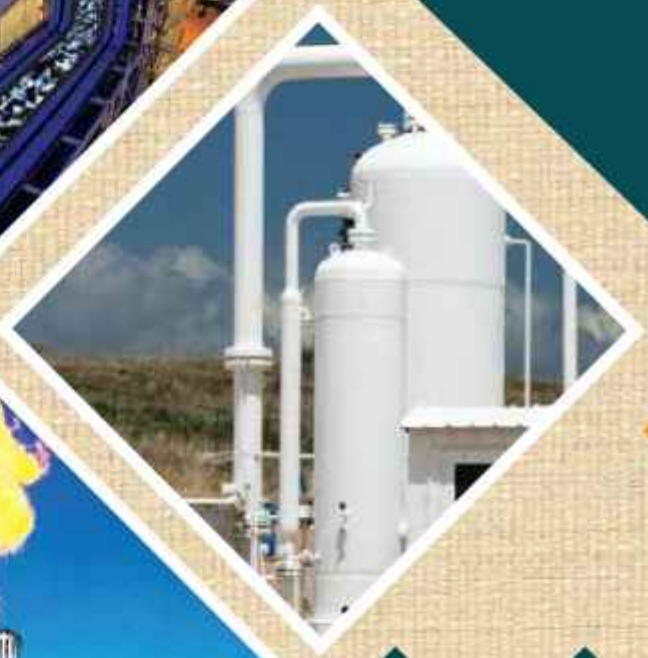

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975, এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.- কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল কার্যক্রম। বিশেষ করে গ্যাস অফুরন্ত নয়। তাই দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে অমূল্য জাতীয় সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।

-শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, বাখরাবাদ-এই পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র বিদেশি কোম্পানি হতে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অর্ন্তভুক্ত করেন। ৬৪ বৎসর পরও এই পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্র মোট গ্যাস উ'পাদনের এক-তৃতীয়াংশ যোগান দিয়ে জ্বালনি নিরাপত্তায় অতুলনীয় অবদান রেখে চলেছে। জ্বালানি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা-গবেষণা, প্রাথমিক জ্বালানির অনুসন্ধান ও উত্তোলন বৃদ্ধিসহ জ্বালানি খাতকে বেগবান করার জন্য ২০১০ সাল থেকে ৯ আগস্ট 'জাতিয় নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর জ্বালনি নীতি অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের জ্বালনি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান, জ্বালনি সমৃদ্ধ দেশসহ আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বাত্মক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য জ্বালানি চাহিদাও বৃদ্ধ পেয়েছে। চাহিদা-সরবরাহের ভারসাম্য রক্ষায় সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন, অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে তরলিকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করছে।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার জন্য সাধুবাদ জানাই।

জয়, বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বালাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern.-কে সরকারি অধিগ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে চলছে।

কক্সবাজারের মহেশখালিতে প্রতিটি দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (Floating Storage Re-gasification Unit; FSRU) স্থাপন করে জাতীয় গ্রীডেআরএলএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রশিদপুরে ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও অকটেন তৈরীর জন্য ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় ৩ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে সকল আবাসিক গ্যাস গ্রাহককে প্রিপেইপড গ্যাস মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্ত জ্বালানি সেক্টর ও মডেল পেট্রোল পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উৎপাদিত সমুদয় কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, উৎপাদন এবং তা সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

ওয়াসিকা আয়শা খান

সংসদ সদস্য

৩০৭ মহিলা আসন-৭, চট্টগ্রাম

সভাপতি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

সদস্য, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

সদস্য, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ব্রিটিশ তেল কোম্পানি "শেখ অয়েল" এর নিকট হতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিনে নেয়ার দুরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশজ জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতির সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানা নেয়ার পর থেকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালনির উৎপাদক হিসেবে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জ্বালনি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সময়ের সাথে সাথে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলোসহ পরবর্তীতে আবিষ্কৃত অন্যান্য গ্যাসক্ষেত্র দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আর্ন্তজাতিক সংস্থা বাংলাদেশকে এশিয়ার বাঘ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্র সময় ২৪ নভেম্বর ২০২১ স্বল্পোন্নত দেশেল (এলডিসি) ক্যাটাগরি থেকে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের উত্তরণের ঐতিহাসিক রেজুলেশন গৃহীত হয়েছে যা বর্তমান সরকারের অসামান্য সাফল্য। রেজুলেশনটি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ এলডিসি ক্যাটাগটি থেকে পরবর্তী ধাপ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এক যুগে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমান সরকার। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আহরণের পাশাপাশি জ্বালানি তেল আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের নিরবচ্ছিন্নতা বয়জায় রাখতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের সময়ে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে গ্যাসসহ সকল জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীব হোক।

(জনাব ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজারের মহেশখালিতে প্রতিটি দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমএসসিএফডি) ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল অর্থাৎ ঋষভধঃরহম ঝঃড়ৎধমব জব-মধংরভরপধঃরড়হ টহরঃ (ঋঝজ্ট) স্থাপন করে জাতীয় গ্রীডে আরএলএনজি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। বিগত এক দশকে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১,০০৬ এমএমএসসিএফডি এবং নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপিত হয়েছে ১,১৫৯ কিলোমিটার। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় ৩ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে সকল আবাসিক গ্যাস গ্রাহককে প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত এক দশকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২ গুণের বেশী এবং এলপিজি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২২ গুণ। আমদানিকৃত জ্বালানি তেল দ্রুত আনলোড ও অপচয় রোধে ঝরহমষব চড়রহঃ গড়ড়ৎরহম (ঝচগ) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, এতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত জ্বালানি তেল পাইপলাইনে সরবরাহ এবং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শাহআমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উড়োজাহাজে জেট-এ-১ তেল পাইপলাইনে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে। জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণে বর্তমানে ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৫০% তেল জি টু জি (এ ঃড় এ) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ হতে ক্রয় করা হচ্ছে। বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ৩টি ব্লকে এবং গভীর সমুদ্রের ১টি ব্লকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক/যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮; বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ এবং বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি নীতিমালা, ২০১৯, দেশজ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯, খোলা বাজার থেকে প্রিপেইড গ্যাস মিটার সংগ্রহ ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, উৎপাদন করে তা সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ আনিছুর রহমান)

সূচিপত্র

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমে সারসংক্ষেপ	০১
ব্লু-ইকোনমি সেল	০৫
পেট্রোবাংলা এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম	০৮
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	১২
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	১৩
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড	১৪
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১৫
কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড	১৬
জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	১৭
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	১৭
সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	১৮
রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	১৮
গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	১৯
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	১৯
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	২০
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	২২
খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম	২৫
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন	১০৩
যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১১২
পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)	১২০
ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড	১৩২
এলপি গ্যাস লিমিটেড	১৩৯
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১৪২
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	১৪৬
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউড	১৫০
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৫৮
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন	১৬৬
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)	১৭৪
বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো	১৭৭

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫ টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSo Undertaking Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc. -কে সরকারিভাবে গ্রহন করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহন করেন। জাতির পিতা এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নতী হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৮.১৩-এ উন্নীত হয়, যা বর্তমান মহামারীর কারণে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। করোনা পরিস্থিতিতে প্রথমদিকে জ্বালানি চাহিদা কমে গেল ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে মার্চ, ২০২০ থেকে করোনা পরিস্থিতির কারনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হলেও প্রতিষ্ঠিত অনেক দেশের তুলনায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো রয়েছে ।

গত ১২ বছরের জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিবরণ	২০০৯	২০২১	বৃদ্ধি
দৈনিক প্রাকৃতি গ্যাস সরবরাহ	১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট	৩৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট	১৫৫৬ মিলিয়ন ঘনফুট
এলএনজি আমদানি সক্ষমতা	০	১০০০ এমএমসিএফডি	১০০০ এমএমসিএফডি
গ্যাসক্ষেত্র	২৩ টি	২৮ টি	৫টি
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মান	২০২৫ কিঃ মিঃ	২৮৮৭ কিঃ মিঃ ক্রয়	৮৬২ কিঃ মিঃ
খনন রিগ সংগ্রহ	-----	৪টি ক্রয় ও ১টি পুর্নবাসন	৫৬টি
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ	২,৬৮০ লাইন কিঃ মিঃ	২৮,৪৩৬৬লাইন কিঃ মিঃ	২৫,৭৫৬ লাইন কিঃ মিঃ
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ	৭৬৬ বর্গ কিঃ মিঃ	৪, ৯৮৬ বর্গ কিঃ মিঃ	৪,২২০ বর্গ কিঃ মিঃ
ভূতাত্বিক জরিপ	৫৫৭ লাইন কিঃ মিঃ	১৯,৪৮৬ লাইন কিঃ মিঃ	১৮,৯৩০ লাইন কিঃ মিঃ
জ্বালানি তেল সরবরাহ	৪০.৪৩ লক্ষ মেঃ টন দিন	৮৬.৩২ লক্ষ মেঃ টন দিন	৪৫.৮৯ লক্ষ মেঃ টন
জ্বালানি তেল মজুত ক্ষমতা	৩০ দিন (৯ মেঃ টন)	৪০দিন (১৩.২৮লক্ষ মেঃ টন)	১০দিন(৪.২৮ লক্ষ মেঃ টন)
এলপিজি সরবরাহ	৪৫ হাজর মেঃ টন	১৩ লক্ষ মেঃ টন	৯.৫৫ লক্ষ মেঃ টন
এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি	৫ টি	১৮ টি	১৩ টি
এলপিজির মূল্য (১২ কেজি)	১৪০০ টাকা	৯৭৫ টাকা	মূল্য হ্রাস ৪২৫ টাকা

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে দেশজ গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমূখী উদ্যোগ গ্রহন ও সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট উন্নতি হয়েছে। এদিকে আগস্ট, ২০১৮ থেকে ১ম এফএসআরইউ এবং এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ২য় এফএসআরইউ কমিশনিং এর ফলে বর্তমানে গ্যাস সরবরাহের পরিমান দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,৩০০ এমএসসিএফডি। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বানিজ্য বর্ধিত হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে ।

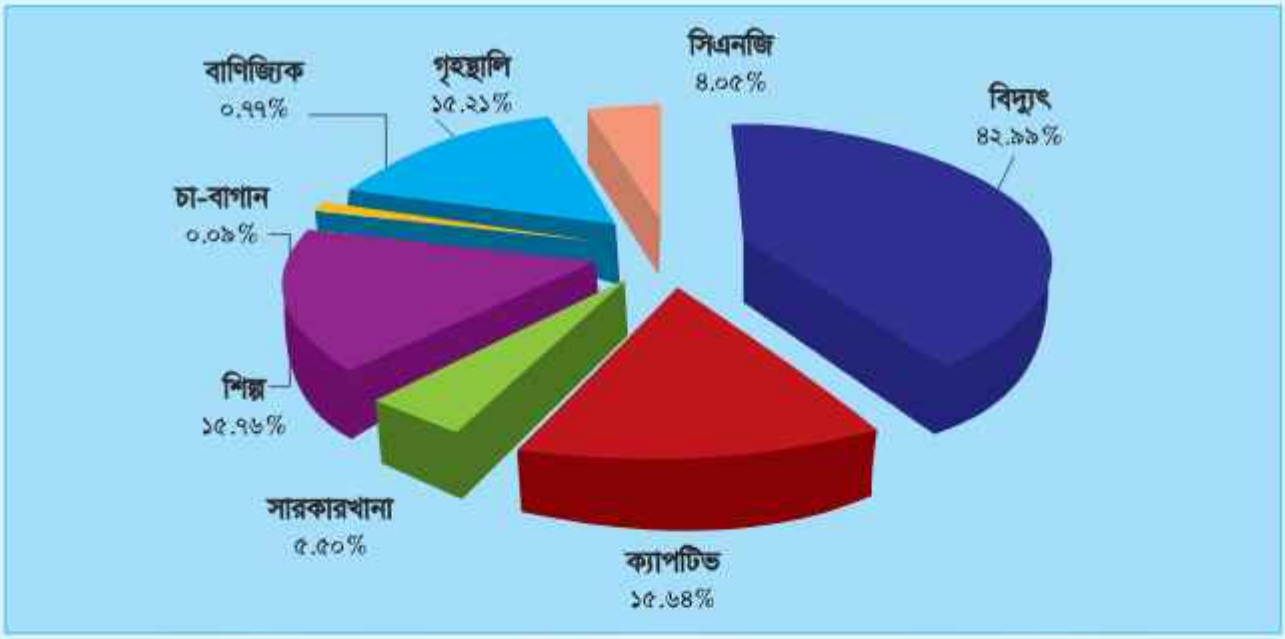

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার চিত্রঃ জুন ২০২০

গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম

- বর্তমান সরকারের সময় (২০০৯-২০২১) সুন্দরপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ নামে মোট চারটি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে।
- বাপেক্স- এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় হয়েছে।

গ্যাস সঞ্চালন কার্যক্রম

- ২০০৯-২০২১ সময়ে ১২২৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৬২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- আরও ৩৫৭ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- গ্যাস সঞ্চালন পাইপলপাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)।
- গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সারাদেশে সম্প্রসারণ এবং আমদানিকৃত এলএনজি সরবারহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও ৮টি প্রকল্পের অধীনে মোট ৭৫৫ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এলএনজি যুগে বাংলাদেশ

- কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল Folating Storage Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন করে আগস্ট, ২০১৮ হতে জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে।
- ২০১৯ সালে এপ্রিল মাস থেকে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন আরও একটি ঋঝজট স্থাপনের কাজ শেষ করে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট আর-এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করার সক্ষমতা হয়েছে।

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

- বর্তমান অগভীর সমুদ্রে ৩টি বকে এবং গভীর সমুদ্রে ১টি বকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক ও যৌথভাবে তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

- ৩টি অগভীর বকের জন্য ৩টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে:
- Santos-Kris Energy-Bapex-এর সাথে বক SS-১১ এর জন্য ১টি পিএসসি
- ONGC Videsh Ltd. (OVL)-Oil India Ltd. (OIL)-Bapex এর সাথে বক SS-০৪ এবং SS-০৯ এর জন্য ২টি পিএসসি
- মার্চ ২০১৭ এ গভীর সমুদ্রে বক DS-১২ এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সাথে ১টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হয়।
- উৎপাদিন সম্পূর্ণ কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। ফলে উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্রাবের ব্যবহার

- মধ্যপাড়া খনির পাথর/কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্রাব হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পাদন করা হয়েছে।

তরল জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রম

- ২০০৯-২০২১ সময়ে দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি তরল জ্বালানি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে ২০০৯ সালে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল ৪০.৪৩ লক্ষ মেঃটন।
- ২০২১ সালে দেশে মোট ৮৬.৩২ লক্ষ মে.টন জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়।
- জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে ৫০% তেল জিটুজি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে।
- দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনার থেকে বাংলাদেশের পাবর্তীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে।
- গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট থেকে দেশের পেট্রোল এবং অকটেনের অধিকাংম চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।
- মংলায় ১ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের স্টোরেজ ট্যাংক নিমার্ণ সম্পন্ন হয়েছে।

সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম)

- বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অপরিশোধিত/পরিশোধিত জ্বালানি তেল বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের মাদার ভেসেল থেকে ছোট ছোট জাহাজের (লাইটারেজ) মাধ্যমে খালাস করা হয়। ফলে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হয়।
- এ প্রেক্ষাপটে আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রের ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপলাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল'র শোর ট্যাংকে এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করার জন্য 'সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২২০ কি.মি. পাইপলাইনের মধ্যে ১৭৮ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। মহেষখালিতে ৬টি ট্যাংক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধি

- জানুয়ারি ২০০৯ এ লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মোট সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেঃ টন বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ৩০ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে।

- বর্তমান সরকারের জনবান্ধব এবং সময়োপযোগী এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তায়নের ফলে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ১৮টি কোম্পনি এলপিজি আমদানি ও বাজারজাত করছে এবং গ্রাহক সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় ৩৮ লক্ষ।
- ১২ কেজি এলপিজি'র মূল্য ১৪০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৯৭৫ টাকায় নেমে এসেছে। সম্প্রতি বিইআরসি একটি ১২ কেজি সিলিন্ডারের মূল্য ৯৭৫ টাকা নির্ধারণ করেছে।

উল্লেখযোগ্য চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

- এলএনজি থেকে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ:
- মহেশখালি থেকে আনোয়ারা : ৭৯ কিঃ মিঃ
- বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর ১১৫ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ
- চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ: ১৮১ কিঃ মিঃ
- আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল দ্রুত এবং সহজে খালাসের জন্য ২২০ কিঃমিঃ পাইপলাইন ও ট্যাংক ফার্ম সহ এসপিএম স্থাপন।
- উড়োজাহাজের জ্বালানি 'জেট ফুয়েল' সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কাঞ্চন ব্রীজ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডেপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ।
- ১৩১.৫০ মিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপন।
- কূপ থেকে যথাযত চাপে গ্যাস উত্তোরনের লক্ষ্যে ১৩টি ওয়েল গেড কম্প্রেসর স্থাপন।
- ৩টি তেল কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে প্রায় ৫ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।
- ধনুয়া-এলেঙ্গা ৬৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম ২৪৬ কিঃ মিঃ তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন।
- গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ।
- ২০২২ সালের মধ্যে সকল আবাসিক গ্রাহকে প্রিপেট মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিঃ ইউনিট-২ স্থাপন ।
- মংলা-দৌলতপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।
- পার্বতীপুর-রংপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।
- পার্বতীপুর-বগুড়া তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।

ব্লু-ইকোনমি সেল
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল (International Tribunal of the Law on the Sea) কর্তৃক ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ে (United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারত এর সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই বিশাল সমুদ্র অঞ্চলের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সমুদ্র সংক্রান্ত দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য গত ২৯ জুন, ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অস্থায়ী ব্লু-ইকোনমি সেল গঠনের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেন। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ব্লু-ইকোনমি সেল এর লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে ব্লু-ইকোনমি সেল গঠন করা হয়।

সেলের কার্যপরিধি

ক) ব্লু-ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

খ) প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিয়ে সভা করা;

গ) প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা;

ঘ) স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা; এবং

ঙ) একটি পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী সেল গঠনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

জনবল কাঠামো

১। অতিরিক্ত সচিব	- ১ জন
২। যুগ্ম-সচিব	- ১ জন
৩। কমডোর পর্যায়ের কর্মকর্তা	- ১ জন
৪। উপসচিব	- ২ জন
৫। ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা	- ১ জন
৬। উপ-পরিচালক, জিএসবি	- ১ জন
৭। প্রশাসনিক কর্মকর্তা	- ৪ জন
৮। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	- ৩ জন
৯। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	- ৪ জন
১০। অফিস সহায়ক	- ৭ জন

গত ৫ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, ব্লু-ইকোনমি সেলের অফিসের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সেলে বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে, একজন যুগ্মসচিব, বাংলাদশে নৌবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, একজন উপসচিব, জিএসবি'র একজন উপ-পরিচালক, বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড হতে একজন ডিজিএম, একজন সহকারী ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য পদে মোট ১৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

(২) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সমন্বয় সভা:

এ সেল সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি তিন মাস অন্তর ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে নিয়মিত ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ড় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক তাদের প্রাধিকার/প্রাধান্য বিবেচনাপূর্বক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় এই কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়।

ছবি ১: কক্সবাজার এর নুনিয়াছাড়া এলাকার বাকখালী নদীর মোহনায় (ক) সীউইড এবং (খ) ওয়েস্টার চাষ।

নিম্নে ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

* ব্লু-ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সমন্বয় সভাঃ ব্লু-ইকোনমি সেল ব্লু-ইকোনমি সংশ্লিষ্ট ১০ টি সমন্বয় সভা আয়োজন করেছে।

* ব্লু-ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মশালাঃ এ অর্থ বছরে ব্লু-ইকোনমি সেল ০৩ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মশালা পরিচালনা করেছে। এসকল সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মশালার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, অংশীদারদের নিকট সরকারের ব্লু-ইকোনমি পলিসি ও তৎপরতা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিসরে এই নতুন দিগন্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা ও অংশগ্রহনের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, ব্লু-ইকোনমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর-এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে।

* ব্লু-ইকোনমি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে বিভিন্ন মতবিনিময় সভা এবং প্রতিবেদেন প্রণয়নঃ ব্লু-ইকোনমি সেল এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। এ সকল সভায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্লু-ইকোনমির বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নের জন্য অবদান রাখছে।

* ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পঃ অদ্যাবধি ব্লু-ইকোনমি সেল ০২ টি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।

* ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাঃ ০৩টি প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে।

* ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটি/প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় অংশগ্রহনঃ একাদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর-এর ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় গৃহীত সকল প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটি/প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছে।

(৩) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক প্রকল্পঃ

ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক	প্রকল্পরে নাম	অগ্রগতি
1	Development of the Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
2	Estimation of blue carbon sequestration in the Bay of Bengal and the Coastal region. শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	সমীক্ষা প্রকল্পের খসড়া ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
3	"বঙ্গবন্ধু সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন ফান্ড"	"বঙ্গববন্ধু সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন ফান্ড" গঠনের বিষয়ে একটি খসড়া ধারণাপত্র জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮. ব্লু-ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

ব্লু-ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হল:

* নিয়মিতভাবে ব্লু-ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার তৈরী করা;

* বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমির টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা স্থাপন করা;

* নিয়মিতভাবে সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

* জাতীয় স্বার্থে ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য অস্থায়ী ব্লু-ইকোনমি সেলকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

* ব্লু-ইকোনমি সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, সেল, অধিদপ্তর, দপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

- বাংলাদেশ, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
  - বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)
  - বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড
  - সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
  - গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড
  - তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
  - বাখরাবাদ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
  - জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড
  - পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
  - কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
  - সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
  - রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
  - বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
  - মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
- ব্র ইকোনমি সেল
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিআইআরসি)
- বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)
- খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
- বিস্ফোরক পরিদপ্তর
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)
  - পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
  - মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড
  - যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
  - ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড
  - এল পি গ্যাস লিমিটেড
  - ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডারস লিমিটেড
  - স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

PETROBANGLA

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১

অর্থবছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার পরিচিতি:

১। ১৯৭২ সালের 'রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-২৭'-এর ক্ষমতাবলে পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত। ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে তৎকালীন সরকারের পুণর্গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (নম্বর-২১/২০০৫) এবং পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের (সংশোধিত) আইন নম্বর ১১ অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী পেট্রোবাংলার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) বাংলাদেশ সরকারের নীতি অনুযায়ী দেশের তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন সঞ্চালন, পরিচালন ও বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা;

(খ) করপোরেশনের আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কাজের সুষ্ঠু তদারকি করা;

(গ) দেশে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, জ্বালানি তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিপণন এবং এলএনজি (Liquefied Natural Gas) আমদানী ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করা;

(ঘ) তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের নিমিত্ত গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঙ) তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানির সহিত উৎপাদন বন্টন চুক্তি সম্পাদন এবং স্বাক্ষরিত উৎপাদন বন্টন চুক্তি অনুযায়ী কার্যাদি তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা;

(চ) গ্যাস ও খনি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক সরকারি তহবিল, বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

(ছ) পেট্রোবাংলার অধ্যাদেশ অনুযায়ী, বর্তমানে পেট্রোবাংলার কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম, আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিসমূহের (আইওসি) সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) পরিচালনা ও তদারকি করা; এবং

(জ) পেট্রোবাংলার কাজের ধরণ ও পরিধি বর্তমানে বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে। তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, সঞ্চালন, পরিচালন ও বিতরণ ব্যবস্থা নির্দিষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলা বিশেষায়িত কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে পেট্রোবাংলার আওতাধীনে নিম্নবর্ণিত ১৩টি কোম্পানি পরিচালিত হচ্ছে :

পেট্রোবাংলা-এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানিসমূহ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

কোম্পানির পরিচিতি:

বাপেক্স গঠন	:	১ জুলাই ১৯৮৯
বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানি হিসেবে)	:	২৩ এপ্রিল, ২০০২
রেজিস্টার্ড অফিস	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৭ ইমেইল: secretary@bapex.com.bd ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd
স্থায়ী জনবল	:	মোট ৬৩৫ জন (কর্মকর্তা ৩৪৮ জন এবং কর্মচারী ২৮৭ জন)
মোট অনুসন্ধান কূপ	:	১৬ টি
মোট উন্নয়ন কূপ	:	১৭ টি (বাপেক্স মালিকানাধীন ১১ টি, অন্যান্য কোম্পানির অধীন ৬ টি)
মোট ওয়ার্কওভার কূপ	:	৪৪ টি
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	:	১০ টি
উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র	:	৮ টি (ভোলা নর্থ এখনও জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়নি)
মোট গ্যাস মজুদ	:	২৫৫৯.৩৫ বিসিএফ
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	:	১৪২.৫(+/-) মিলিয়ন ঘনফুট
মোট ভূতাত্ত্বিক জরীপ	:	৩,২৬৪ লাইন-কিলোমিটার
মোট দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	১৩,৭২৩ লাইন-কিলোমিটার
মোট ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	৪০৭০ বর্গ কিলোমিটার
খনন রিগের সংখ্যা	:	৪ টি (২ টি রিগ একইসাথে ওয়ার্কওভার কাজের উপযোগী)
ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা	:	২ টি
মাড ল্যাবরেটরি	:	৪ টি
মাডলগিং ইউনিট	:	৩ টি
সিমেন্টিং ইউনিট	:	২ টি

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান পরিদপ্তর বিলুপ্তির মাধ্যমে গঠন করা হয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন কোম্পানি (বাপেক্স)। এর মূল কার্যক্রম ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। মূলত বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে ওজিডিসি অব পাকিস্তান এর মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওজিডিসি (বাংলাদেশ) ও তৈল সন্ধানী এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৭৪ সালে বিওজিএমসি (পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান পরিদপ্তরের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাপেক্স। উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাপেক্স তার পূর্বসূরি পেট্রোবাংলার প্রেষণে নিযুক্ত জনবল, যন্ত্রপাতি ও ক্ষতির দায়ভার নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিগত ২০০০ সালে সরকার বাপেক্স-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রমও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল মূল কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ/সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বাপেক্স তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপসহ উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, পূর্ত উন্নয়ন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ, খনন, ওয়ার্কওভার এবং অন্যান্য আনুষাংগিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

বাপেক্স আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে পিএসসি বক-৯ এর অপারেটর ক্রিস এনার্জি'র অধীন উন্নয়ন কূপ চুক্তিভিত্তিতে খননের কাজ লাভ করেছে। বর্তমানে বাপেক্স সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সালদানদী, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, শাহাজাদপুর-সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১০৫.৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে। শাহবাজপুর কূপ থেকে উৎপাদিত গ্যাস পিডিবি'র পাওয়ার প্লান্টসহ অন্যান্য গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে।

বাপেক্স ইতোমধ্যে ১৬ টি অনুসন্ধান কূপ খনন করেছে যার মধ্যে ১০টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাপেক্স সৃষ্টির পর হতে এ যাবত অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের পাশাপাশি ৪০ টি কূপে সফলতার সাথে ওয়ার্কওভার কার্য সম্পাদন করেছে। বিগত ৩০ বছরের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা পেট্রোলিয়াম সেক্টরে বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান খনন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন গ্যাসের আধার আবিষ্কৃত হলে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে সহায়ক হবে।

বিগত ৩০ বছর ধরে বাপেক্স তেল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কাজ চালিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপেক্স সীমিত সম্পদ এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও স্বকীয় কর্মযজ্ঞ দ্বারা দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে প্রভুত অবদান রেখে চলেছে। বিশেষায়িত এ কর্মকান্ড পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নাগরিক সুবিধার বাইরে থেকে দিন-রাত পালাক্রমে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত কর্মকান্ডে অন্যান্য সকল কাজের চেয়ে অনেক বেশী ঝুঁকি বিদ্যমান। বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও তেজষক্রিয় দ্রব্যাদি ব্যবহার, ভারী মালামাল স্থাপন-বিয়োজন, উচ্চ চাপযুক্ত গ্যাস/পানি, উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ, দুর্ঘটনা ও বোআউট জনিত অগ্নিকান্ডসহ যে কোন ধরণের দুর্ঘটনার ঝুঁকি সার্বক্ষণিক বিদ্যমান। এতসব প্রতিকূলতার মাঝেও বিপুল কর্মযজ্ঞ দ্বারা দেশের চলমান জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বাপেক্স কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রতিনিয়ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরটি সার্বিক কর্মকান্ডের আলোকে বাপেক্সের জন্য প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে সফলতা অর্জনের প্রচেষ্টার বছর। যদিও করোনা প্রাদুর্ভাব কারিগরি কার্যক্রমে কিছুটা প্রভাব বজায় রেখেছিল। প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে পৃথক পৃথক প্রকল্পের সম্ভাব্য মেয়াদসহ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাপেক্সের একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাপেক্সকে কারিগরি ও আর্থিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা আগামীতে বাপেক্স এর কার্যক্রমকে বেগবান করবে এবং বাপেক্স-কে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং পেট্রোবাংলার অধীনস্থ সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এ কোম্পানি ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন ব্রিটিশ কোম্পানি শেল অয়েল বা পিএসওসি এর উত্তরসূরী। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের দায়িত্ব এ কোম্পানির ওপর ন্যস্ত। পাশাপাশি এ কোম্পানি গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে উৎপাদিত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করছে।

বিজিএফসিএল বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের স্মৃতিময় অংশীদার। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে শাহাদত বরণের মাত্র ৬ দিন আগে ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ কোম্পানি শেল অয়েল এর নিকট হতে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাসটিলা এ ৫টি গ্যাস ফিল্ডসহ তাদের সকল শেয়ার নামমাত্র মূল্য ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ১৭.৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসেন। জাতির পিতার এ সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে দেশিয় গ্যাস সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় সম্পদে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত রচিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পিএসওসি-এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড' নামকরণ করা হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

বিজিএফসিএল প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। এ প্রতিষ্ঠান দৈনিক প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের ২৭% এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস উৎপাদনের ৭৫%। তাছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারিভাবে নির্মিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কোম্পানি ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পিপিএল নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

- এসজিএফএল-এর অধীনে বর্তমানে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১০টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে ৮৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড অধিভূক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হয়।

- কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সাথে সহজাত হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট আহরিত হয়। আহরিত কনডেনসেট নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়, যা বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

- কোম্পানির অধীনস্থ কৈলাশটিলা ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্লান্টের মাধ্যমে এনজিএল আহরণ করা হয় যা পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট সরবরাহ করা হয়। উক্ত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট রশিদপুরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট এবং ৩৭৫০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের উৎপাদিত পেট্রলকে রূপান্তর করে অকটেন এবং এলপিজি উৎপাদনের জন্য রশিদপুরে ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালিটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে। প্ল্যান্টেটি মে, ২০২১ এর শেষ সপ্তাহ থেকে উৎপাদনে এসেছে এবং ইপিসি ঠিকাদার ২ জুন ২০২১ এ প্ল্যান্টেটি হস্তান্তর করেছে। সিআরইউ প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য বিপিসিতে বিক্রয় করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মৌলভীবাজার ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেটসহ বিবিয়ানা ও জালালাবাদ ফিল্ডের উদ্বৃত্ত কনডেনসেট এসজিএফএল-এর মাধ্যমে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের নিকট চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। দীপ্যমান

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এমনকি প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্যমান।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের ওপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

(ক)	কোম্পানির নাম	:	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)।
(খ)	কোম্পানি প্রতিষ্ঠার তারিখ	:	০৭ জুন, ১৯৮০ খ্রিঃ।
(গ)	রেজিষ্টার্ড অফিস	:	চাঁপাপুর, কুমিল্লা-৩৫০০।
(ঘ)	নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
(ঙ)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
(চ)	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ শুরু	:	২০ মে, ১৯৮৪ হতে শুরু করে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ/বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

জিটিসিএল ও টিজিটিডিসিএল-এর সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস অত্র কোম্পানির নিম্নোক্ত ফ্রাঞ্চাইজ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক যথা- বিদ্যুৎ, সার, কেপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিক গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা:

(ক) কুমিল্লা জেলা সদর, লাকসাম, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা, বরুড়া, বুড়িচং এবং চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।

(খ) চাঁদপুর জেলা সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, কচুয়া, এবং শাহরাস্তি উপজেলা।

(গ) ফেণী জেলা সদর, দাঁগণভূঞা, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী এবং ফুলগাজী উপজেলা।

(ঘ) নোয়াখালী জেলা সদর, বসুরহাট, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি এবং চাটখিল উপজেলা।

(ঙ) লক্ষীপুর জেলা সদর।

(চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর, আশুগঞ্জ, কসবা এবং বাঞ্ছারামপুর।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদনুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিতকরণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড"

(কেজিডিসিএল) নামে কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

"কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা এ কোম্পানির প্রধান দায়িত্ব। গ্যাস সরবরাহ করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও কেজিডিসিএল অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এবং দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। কোম্পানি কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) খাত হতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল, জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল, অসুস্থতা জনিত রোগির সুচিকিৎসার জন্য এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এতিম ছাত্রদের মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নত খাবার পরিবেশনসহ সর্বমোট ১০.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেজিডিসিএল গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেটে ১৯৫৫ সালে প্রথমে হরিপুরে এবং ১৯৫৯ সালে ছাতকে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে এবং ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) পেট্রোবাংলার অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

কোম্পানির আওতাধীন সিলেট বিভাগে অবস্থিত সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলাধীন বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা কোম্পানির মূল কাজ। এ লক্ষ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও আইওসিভুক্ত প্রতিষ্ঠান জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানপূর্বক গ্যাস বিক্রয় ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ২৯ নভেম্বরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল), বাংলাদে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন পেট্রোবাংলা)-এর একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০০০ সালের ২৪ এপ্রিল বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানিটি ইতোমধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ, বাঘাবাড়ী, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহজাদপুর, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, রাজশাহীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করে পিজিসিএল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা পালন করছে। "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২২/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কোম্পানি কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন/গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে:

* গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত সেবা;
* জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ সেবা;
* গ্যাস বিল সংক্রান্ত সেবা;
* গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সেবা;
* ভিজিল্যান্স কার্যক্রম;
* মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ;
* পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
* গ্যাস ব্যবহারে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম;
* গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট গ্যাস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
* সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০০০ (এক কোটি)। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পাঁচজন জন পরিচালক এবং সচিবসহ মোট ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের ০৭ (সাত) টি এবং বাকী ৯৯,৯৯,৯৯৩ (নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত তিরানব্বই) টি শেয়ার পেট্রোবাংলার রিপ্রেজেনটেটিভ চেয়ারম্যান এর নামে বরাদ্দ আছে। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-G Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন। Memorandum and Articles of Association-এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বর্তমানে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এ কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকা। অধিভুক্ত এলাকায় গ্যাস বিতরণ, পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

বায়ুদূষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। একনজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলো:

কোম্পানির নাম	:	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	:	০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা	:	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড পট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২ খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন	:	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
প্রশাসনিক দপ্তর	:	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)।
কোম্পানির ধরণ	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
পরিশোধিত মূলধন	:	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন-২০২১ পর্যন্ত)।
কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	:	(কর্মকর্তা-১৩২ (প্রষেণ/সংযুক্তসহ), কর্মচারী-৫২) জন এবং ১১০ জন ভাড়ায় নিয়োজিত কর্মচারী।
পরিচালকমন্ডলীর সংখ্যা	:	০৯ জন।

কোম্পানির কার্যক্রম:

* সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম অনুমোদন ও তদারকি।
* এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন।
* আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম।
* এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত ডেলিভারি পয়েন্ট দ্বারা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের অধিভুক্ত এলাকায় যথাক্রমে ১৫৯৬.৬৪, ২৬৩.৮১, ৩১৬.৮৩, ১৭০.৫৯, ১৫৮.৯৬ ও ৫২.৮৯ কোটি ঘনমিটার অর্থাৎ সর্বমোট ২,৫৫৯.৭২ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ১.২৭% বেশী। অপরদিকে উল্লিখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র হতে ৩,৬১৩.৩০ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৫৪.৬৩% বেশী। জিটিসিএল প্রধান কার্যালয়স্থ মাস্টার কন্ট্রোল সেন্টার (এমসিসি) এবং আশুগঞ্জস্থ অক্সিলারি কন্ট্রোল সেন্টার (এসিসি) হতে স্কাডা সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সমগ্র দেশে সরবরাহকৃত গ্যাসের তথ্য-উপাত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করা হচ্ছে। আগারগাঁও, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা স্কাডা কন্ট্রোল সেন্টারের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র গ্যাসের লোড ব্যালান্সিং কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। স্কাডা সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ স্কাডা এন্ড টেলিকম ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পন্ন করা হচ্ছে। মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় উক্ত পাইপলাইনের মহেশখালী, আনোয়ারা এবং ৩টি মেইন লাইন ভাল্ব স্টেশনে নতুন সিটিএমএস এ স্কাডা সিস্টেম স্থাপনের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী	বর্ণনা
১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)
২	কোম্পানির রেজিস্টার্ড হেড অফিস	গ্রাম: চৌহাটি, থানা: পার্বতীপুর, জেলা: দিনাজপুর।
৩	কোম্পানির লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ৩, কাওরানবাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
৪	কোম্পানি গঠনের তারিখ ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮, তারিখ: ০৪ আগস্ট ১৯৯৮
৫	ব্যবসায়িক পরিচিতি নং (BIN)	০০০০৯১৩২২
৬	টিআইএন সার্টিফিকেট	৪৪৫-২০০-৪১১৫ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯
৭	ই-টিআইএন	১৬৪২ ৬৬৭৮ ৬৩৪৮
৮	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল	প্রকৌঃ মোঃ কামরুজ্জামান খান
৯	চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ	আবুল বাশার মোহাম্মদ আব্দুল ফাত্তাহ
১০	কোম্পানি সচিব	মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার
১১	অডিটর	এম. জে. আবেদীন চার্টার্ড এ্যাকাউন্টটেন্টস, ন্যাশনাল পাজা (৪র্থ তলা), ১০৯, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২১৫

১২	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
১৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ অক্টোবর-১৯৯৮
১৫	কোম্পানির ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ ফেব্রুয়ারি-২০০০
১৬	বড়পুকুরিয়ায় কয়লা আবিষ্কার হয়	১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় ১১৮ থেকে ৫০৯ মিটার গভীরতায় কয়লা আবিষ্কার হয়।
১৭	বড়পুকুরিয়ার কয়লার গুণগত মান	উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা
১৮	খনি উন্নয়ন কার্যক্রম	২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়
১৯	কোম্পানি কর্তৃক প্রথম কয়লা উৎপাদন ফেইস	২৬০ মিটার গভীরে অবস্থিত ১১০১ লংওয়াল ফেস
২০	কোম্পানি কর্তৃক বাণিজ্যিক ভাবে কয়লা উৎপাদন শুরুর তারিখ	১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সাল
২১	খনি উন্নয়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি)
২২	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	৭ (সাত) জন।
২৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	৩৫০,০০,০০,০০০.০০ টাকা
২৪	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	১৭৫,০০,০০০.০০ টাকা
২৫	কোম্পানির ওয়েবসাইট ঠিকানা www.bcmcl.org.bd	
২৬	কোম্পানির ফেসবুক পেজ	www.facebook.com/bcmcl
২৭	কোম্পানির ভিশন ও মিশন	ভিশন: বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কয়লা উৎপাদন।

মিশন:

দেশের প্রাথমিক জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প কয়লা সম্পদ উন্নয়ন। কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ। কয়লা উৎপাদনে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ঠ থাকা।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলি:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ। ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১২৮ মিটার গভীরতায় গ্রানাইট পাথর আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ণ-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে দুটি শ্যাফট নির্মাণ করে ৫টি স্টোপ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫/০৫/২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারির মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটি হতে উৎপাদন কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন স্টোপ উন্নয়নের জন্য কোম্পানির আর্থিক সংগতি ছিল না।

ফলে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মধ্যেমে মেসার্স জার্মানীয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬ (ছয়) বছর মেয়াদী Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ গত ২০/০২/২০২০ তারিখে শেষ হয়ে যায়। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে ২৬ মার্চ ২০২০ হতে সরকারি নির্দেশনার আলোকে খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত Side Letter Agreement এর আলোকে সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১৩ আগস্ট ২০২০ থেকে ১ শিফটে, ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে ২ শিফটে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ হতে ৩ শিফটে পাথর উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দৈনিক পাথর উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন। গ্রানাইট পাথর উৎপাদনসহ স্টোপ উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত সংখ্যা		সর্বমোট
			কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১।	পেট্রোবাংলা	৬৫২	১৬১	২২৫	৩৮৬
২।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	১৮৬৬	৩৪৮	২৮৭	৬৩৫
৩।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	১৩৯০	৩১০	৪৪৬	৭৫৬
৪।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৯৪০	২৬৩	২৭৭	৫৪০
৫।	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৩৭৩৬	৮১৭	১১২৩	১৯৪০
৬।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	৯২০	২৪২	১৮৩	৪২৫
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	১১০৬	২২৭	২৭৮	৫০৫
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	১১৬১	২৬৭	১৪৩	৪১০
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩৭৭	১৪৪	১৪	১৫৮
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৫২২	৭৭	০	৭৭
১১।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	৯০৭	৪৪৩	১৩৭	৫৮০
১২।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৪২৯	১৫৫	২৯	১৮৪
১৩।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৫১৫	৭৯	১৯৪	২৭৩
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৪৪৭	১৩০	৪৯	১৭৯
	সর্বমোট =	**১৪,৯৬৮**	**৩,৬৬৩**	**৩,৩৮৫**	**৭,০৪৮**

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বাংলাদেশ তেল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

ক) গত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদনের চিত্র:

গ্যাস: বিসিএফ, এবং কয়লা ও কঠিন শিলাঃ মেট্রিক টন।

গ্যাস	৮৯২.৩৭৮
কয়লা	৭,৫৩,৯৭২.৮৩
কঠিন শিলা	১০,১৭,০০০.০০

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

ভূতাত্ত্বিক বিভাগের কার্যক্রম:

ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড ভূগঠনে সর্বমোট ৯৮ লাইন কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সীতাকুন্ড ভূগঠনের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। সীতাকুন্ড ভূগঠন হতে সংগ্রহকৃত শিলা, গ্যাস এবং পানি নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণপূর্বক ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে সীতাপাহাড় ভূগঠনের ওপর পরিচালিত ভূতাত্ত্বিক জরিপের প্রেক্ষিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে বাপেক্সে বিদ্যমান ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্ত, গ্যাসক্ষেত্রে বিদ্যমান কূপসমূহের খনন উপাত্তসহ অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে শ্রীকাইল নর্থ-১ এ অনুসন্ধান কূপ, শ্রীকাইল-৫ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ ও সেমুতাং-৭ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ-এর লোকেশনসহ কূপ সংক্রান্ত অন্যান্য কারিগরি বিষয়াদি বাপেক্সের স্থায়ী জিএন্ডজি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সুন্দলপুর-৩, বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) ও শ্রীকাইল নর্থ-১ এ কূপের লোকেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর এলাকায় বিদ্যমান দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ, বিদ্যমান কূপসমূহের খনন উপাত্তসহ অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে সুন্দলপুর-৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ-এর প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ ও শ্রীকাইল নর্থ-১ এ অনুসন্ধান কূপের প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপটির খনন কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত রিভিউ করা হয়েছে।

দেশব্যাপী করোনা মহামারীর মধ্যেও এসজিএফএল এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় সিলেট-৯ এবং বাপেক্স এর জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ সমূহে বাপেক্স এর নিজস্ব মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। উভয় কূপে বাণিজ্যিক গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উভয় কূপের অনুমোদিত কূপ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে Geological Technical Order (GTO) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও শরীয়তপুর-১ এবং এসজিএফএল এর আওতাধীন কৈলাশটিলা-৮ ও সিলেট-১০ এর GTO প্রণয়নের কাজ চলছে।

খননকৃত জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের ওপেন হোল সেকশন এবং কেসড হোল সেকশনে পরিচালিত ওয়্যারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহিত মাডলগ ও ওয়্যারলাইন লগ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্বব্যাপী পেট্রোলিয়াম সেক্টরে ব্যবহৃত টেকলগ সফটওয়্যার ব্যবহার করে গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ করে মজুদ নির্ধারণ/মূল্যায়ন করাহয়েছে। পরবর্তীতে একটি জোনে সফল ডিএসটি সম্পন্ন করে কূপটি থেকে দৈনিক (ক) ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে এবং জকিগঞ্জকে দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীকাইল ইস্ট-১ ও জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধানকূপের সফলভাবে খনন কার্যক্রম শেষে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে লগ ইন্টারপ্রিটেশন এবং প্রাথমিক মজুদ মুল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের প্রাক্কলিত মজুদ ৬৮ বিসিএফ নির্ধারণ করা হয়েছে তন্মধ্যে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ৪৮ বিসিএফ। শ্রীকাইল-৪ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ কূপসমূহের ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে পরিচালিত ওয়্যারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং পারফোরেশান করে সফলভাবে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এ ওয়ার্কওভার কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রীকাইল-৪ কূপ হতে দৈনিক (ক) ২০ মিলিয়ন ঘনফুট ও ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ কূপ হতে দৈনিক (ক) ১০ মিলিয়ন ঘনফুট জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনাক্রমে দেশের নয়টি জেলার দশটি গ্যাস নির্গমণ স্থান সরেজমিন পরিদর্শনকরত সংগৃহীত তথ্যউপাত্ত এবং গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণের ফলাফলসহ প্রতিবেদন পেট্রোবাংলা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজিক্যাল সাইন্স ডিপার্টমেন্টের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম অনলাইনে তত্ত্বাবধান করা হয়েছে।

বাপেক্স অপারেশন প্রসিডিউর ম্যানুয়াল উন্মোচন অনুষ্ঠান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তিতাস কূপ এলাকা পরিদর্শন

ভূ-পদার্থিক বিভাগের কার্যক্রম:

তেল/গ্যাস অনুসন্ধান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত দেশের একটি। বাংলাদেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম মূলত দেশের পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইতঃপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এবং সম্প্রতি পরিচালিত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, দেশের মধ্যাঞ্চল তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা ভূতাত্ত্বিকভাবে বেঙ্গল ফোরডিপ ও হিঞ্জজোন নামে পরিচিত। রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে ৫০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

শ্রীকাইলইস্ট-১ কূপ এলাকা পরিদর্শন

পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রম:

পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গ্যাস, কনডেনসেট, তেল, পানি, রক, কোর, আউটক্রপ, সীপ গ্যাস, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনার ভূতাত্ত্বিক, ভূ-রাসায়নিক ও পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ করে থাকে।

বিগত অর্থবছর (জুলাই, ২০-জুন, ২১) সময়ে পরীক্ষাগার বিভাগ থেকে বাপেক্সের সাতটি গ্যাসক্ষেত্র (সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, শ্রীকাইল, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ ও শাহজাদপুর-সুন্দলপুর) থেকে সংগৃহীত রুটিন গ্যাস-কনডেনসেট-পানি নমুনা এবং উৎপাদন বিভাগের জন্য ক্রয়কৃত গাইকল নমুনার ভৌত ও রাসায়নিক বিশ্লেষন শেষে প্রতিবেদন উৎপাদন বিভাগ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া হতে ২০২০-২১ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত শিলা নমুনাসমূহের জিওকেমিক্যাল বিশ্লেষণের লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুতির কাজ চলছে। ফেঞ্চুগঞ্জ #৪ ওয়ার্কওভার কূপে সিমেন্ট স্কুইজ জব এবং সিমেন্ট পাগ জব, এবং জকিগঞ্জ #১ খনন কূপে ২০" এবং ৯৫/৮" কেসিং সিমেন্টেশন জব এর জন্য প্রেরিত সিমেন্ট নমুনা বাপেক্স পরীক্ষাগার বিভাগে বিশ্লেষণ শেষে প্রতিবেদন টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।

চার্জের বিনিময়ে নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (এনডবিউপিজিসিএল) এর ভেড়ামারা ৪১০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনা, জিটিসিএল এর আশুগঞ্জ গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন থেকে সংগৃহীত ও প্রেরিত কনডেনসেট নমুনা এবং সিলেট #৯ খনন কূপে প্রেসারাইজড MDT Chamber থেকে সংগৃহীত ও প্রেরিত গ্যাস ও লিকুইড নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যার ফলে বাপেক্স ৭,৪২,৬৬৩.০০ টাকা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।

শ্রীকাইল ইষ্ট#১ অনুসন্ধান কূপ হতে সংগৃহীত ৪৫টি কাটিং নমুনার সেডিমেন্টোলজিক্যাল/সিভ এ্যানালাইসিস শেষে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সেমুতাং সাউথ # ১ হতে সংগৃহীত ১৮টি কোর নমুনার মাইক্রোপ্যালিওন্টোলজিক্যাল এ্যানালাইসিস এবং ১৭ টি কোর নমুনার সেডিমেন্টোলজিক্যাল এ্যানালাইসিস এর কাজ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

নির্ধারিত সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে তাল্লো বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রেরিত ০১টি সেডিমেন্ট নমুনার এক্সআরডি এ্যানালাইসিস ও গ্রেইন সাইজ এ্যানালাইসিস এবং বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট এলাকায় প্রাপ্ত লৌহের আকরিকের ১৫ টি নমুনার এক্সআরডি এ্যানালাইসিস এর প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রীকাইল # ৩ কূপ থেকে সংগৃহীত আটষট্টি (৬৮) টি কাটিং নমুনার গ্রেইন সাইজ ডিসট্রিবিউশন/সিভিং ও ২৩ টি কাটিং নমুনার মিনারেলজিক্যাল এ্যানালাইসিস এর কাজ চলছে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক প্রেরিত ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে সংগৃহিত ৪৬ টি শেল নমুনার মিনারেলজিক্যাল এ্যানালাইসিস এবং ২৫ টি স্যান্ড নমুনার সেডিমেন্টোলজিক্যাল এ্যানালাইসিস এর কাজ চলছে।

পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণের জন্য ০৩ (তিন) টি যন্ত্র যথাঃ Trimming Mechine, Automatic Saturator I Dean Stark ক্রয় প্রক্রিয়া শেষে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্সটলেশন ও কমিশনিং করা হয়েছে। গত অর্থবছরে মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এর পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং (পিএমই) বিভাগে অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা ল্যাব পরিদর্শনসহ বিভাগের বিশ্লেষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রাম পরীক্ষাগার বিভাগে সম্পন্ন করেন।

পরীক্ষাগার বিভাগের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ল্যাবরেটরি সার্ভিস প্রদানসহ বাপেক্সের নমুনা বিশ্লেষণ কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয়।
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাপেক্সের অনুসন্ধান কার্যক্রমে সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক গবেষণ কার্যক্রমের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ল্যাবরেটরি সার্ভিস প্রদানের জন্য বিভাগের বিশ্লেষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গবেষণা কার্যক্রমসহ শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- পরীক্ষাগার বিভাগের সমস্ত বিশ্লেষণ তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি Software ক্রয়/ প্রণয়ন

খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম:

খনন কার্যক্রম

সিলেট-৯ অনুসন্ধান কূপ:

বাপেক্স ও এসজিএফএল এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৯ রিগ স্থানান্তরপূর্বক রিগ আপ, কমিশনিং ও টেষ্টিং কার্যক্রম মার্চ, ২০২০ মধ্যে সম্পন্ন করাসহ জনবল প্রস্তুত রাখা হয়। কিন্তু করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর কারণে এসজিএফএল এর বৈদেশিক পরামর্শক ও তৃতীয় পক্ষীয় সেবা বাংলাদেশে আগমন না করায় উক্ত কূপে খনন কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ২য় দফায় তঔ৫০ উইঝ (ইরলড়ু-১২) রিগ দ্বারা ০১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সিলেট-৯ কূপ খনন শুরু করে ২১/০১/২০২১ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে।

শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্ল্যান্ট

ওয়ার্কওভার কার্যক্রম

তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার কূপ:

বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এর মধ্যে চুক্তির আওতায় তিতাস-১৩ কূপের ওয়ার্কওভার ৫/৯/২০১৯ তারিখ হতে well kill করে operation শুরু করা হয়। কিন্তু কূপে উদ্ভূত কারিগরি পরিস্থিতির কারনে বিজিএফসিএল এর বৈদেশিক পরামর্শকের program/ নির্দেশনার আলোকে বিষষ protection সহ কূপ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ZJ 40 DBT (Bijoy-11) রিগ তিতাস-১৩ কূপে সংযোজনপূর্বক গত ২৬/০৬/২০২১ইং তারিখে ২য় দফায় ওয়ার্কওভার কাজ শুরু করা হয়েছে।

তিতাস-৭ ওয়ার্কওভার কূপ:

ZJ 40 DBT (Bijoy-11) রিগ দ্বারা বিজিএফসিএল এর তিতাস-৭ কূপ ওয়ার্কওভার কাজ ০৫ মার্চ, ২০২০ তারিখে শুরু করা হয়েছে এবং ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সরকারের ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির কারণে (করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত) অপারেশন বন্ধ ছিল। তিতাস-৭ ওয়ার্কওভার কাজটি ছিল বাপেক্সের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাপেক্স এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সমস্যাসংকুল এ কূপে অপারেশন পরিচালনা করতে গিয়ে প্রতি পদে পদে বাপেক্সের কর্মীদেরকে অপ্রত্যাশিত হরেক রকম জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। বিজিএফসিএল এর খনন বিশেষজ্ঞ (বিদেশি) উপস্থিত ব্যতিরেকে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশিয় বিশেষজ্ঞ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে ওয়ার্কওভার কাজ ২য় দফায় ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ থেকে শুরু করে ৩০ মে, ২০২১ তারিখে সফলভাবে ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করে, ২২ সসপভফ এর Gas Flow Testing সম্পন্ন করা হয়েছে। চঞ্চখ এর কাজ সম্পন্ন করত গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হয়েছে।

শাহবাজপুর-৩ ওয়ার্কওভার কূপ:

বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও রিগ GARDNER DENVER E-1100 (IPS) রিগ দ্বারা বাপেক্স এর শাহবাজপুর-৩ কূপ ০৯ আগষ্ট ২০২০ তারিখ থেকে Well killing শুরু করে ২২ আগষ্ট ২০২০ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। অতঃপর ৩০ আগষ্ট ২০২০ তারিখে 4¼" Tubing Pulling out সম্পন্ন করা হয়েছে। Packer Test এর লক্ষ্যে নতুন 4¼" Tubing কূপে ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে Run করা হয়েছে। Slice line operation করে Packer এর Tail pipe clean করা হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সফলভাবে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটি গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রমের উপযোগী অবস্থায় রয়েছে।

শ্রীকাইল-৪ কূপ ওয়ার্কওভার:

বাপেক্স এর XJ650T (Workover Rig) রিগ দ্বারা শ্রীকাইল-৪ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ২২/১১/২০২০ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূপ ওয়ার্কওভার:

বাপেক্স এর বিজয়-১০ রিগ দ্বারা পর্যায়ক্রমে ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূপের ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে ১০ সসপভফ গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হয়েছে এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপের পূর্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু করা হবে।

জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ খনন:

ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ খনন কাজ ০১-০৩-২০২১ তারিখ হতে শুরু করে ইতোমধ্যেই কূপ খননের মূল কাজ শেষ করা হয়েছে। বর্তমানে কূপের ২টি DST শেষে ৩য় DST এর কাজ চলমান রয়েছে।

উৎপাদন বিভাগের কার্যক্রম

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) উৎপাদনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরিণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	গ্যাস (এম.এম.সি.এম)	৯১৭.৩৭	১০০৮.৩৮	১০৯.৯২	৪.১৪%	১০৩১.৭৩
	কনডেনসেট (হাজার লিটার)	৭৭১০.২৪	৮৪১০.৯২	১০৯.০৯	১.৮২%	৫৫০৮.০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড উৎপাদনে রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস প্রক্রিয়াজাত করার জন্য গাইকল ডিহাইড্রেশন, সিলিকাজেল, এলটিএস ও এলটিএক্স টাইপসহ মোট ২৯টি গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট রয়েছে। কোম্পানির ফিল্ডসমূহের তথ্যাদি নিম্নরূপ :

ক) ফিল্ডসমূহের সার্বিক তথ্য:

ক্রঃ নং	ফিল্ড	প্রসেস প্ল্যান্ট	ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট	গ্যাস সরবরাহ	কনডেনসেট সরবরাহ	মন্তব্য
১।	তিতাস	গাইকল ডিহাইড্রেশন - ১০টি এলটিএস-৬টি	২ টি	টিজিটিডিসিএল জিটিসিএল	-	উৎপাদিত কনডেনসেট সুপার পেট্রোলিয়াম লিঃ-এ সরবরাহ করা হয়।
২।	বাখরাবাদ	সিলিকাজেল-৪টি	১ টি	জিটিসিএল	-	উৎপাদিত লাইট কনডেনসেট এ্যাকুয়া পেট্রোলিয়াম লিঃ-এ এবং ভারী কনডেনসেট সুপার পেট্রোলিয়াম লিঃ-এ সরবরাহ করা হয়।
৩।	হবিগঞ্জ	গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন-৬টি	-	টিজিটিডিসিএল জেজিটিডিএসএল জিটিসিএল	-	উৎপাদিত কনডেনসেট সুপার পেট্রোলিয়াম লিঃ-এ সরবরাহ করা হয়।
৪।	নরসিংদী	গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন - ১টি	-	টিজিটিডিসিএল	-	উৎপাদিত লাইট কনডেনসেট এ্যাকুয়া পেট্রোলিয়াম লিঃ-এ এবং ভারী কনডেনসেট সুপার পেট্রোলিয়াম লিঃ-এ সরবরাহ করা হয়।
৫।	মেঘনা	এলটিএক্স-২টি	-	জিটিসিএল	-	
৬।	কামতা	-	-	-	-	১৯৯১ সালের আগস্ট হতে এ ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

খ) ফিল্ডসমূহের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সার্বিক তথ্য:

ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	গ্রাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)		কনডেনসেট উৎপাদন		
			দৈনিক গড়	মোট	(লিটার)	(ব্যারেল)	মন্তব্য
তিতাস	২৭	২৫	৩৯৮	১৪৫,১৪৯.৩২৭	১৭৫,৫২,৯৬৪	১১০,৪১৪	উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারীভাবে নির্মিত ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট সুপার পেট্রোলিয়াম লিঃ এবং এ্যাকুয়া পেট্রোলিয়াম লিঃ-এ সরবরাহ করা হচ্ছে।
হবিগঞ্জ	১১	০৮	১৭৮	৬৫,০৩৪.৮৮৪	৭,৬১,৯০০	৪,৭৯৩	
বাখরাবাদ	১০	০৬	৩৮	১৩,৮৬৪.২১৪	২৫,৯৬,৮৩০	১৬,৩৩৫	
নরসিংদী	০২	০২	২৭	৯,৭৭৩.৬৪০	২১,৫০,৭৭৫	১৩,৫১৯	
মেঘনা	০১	০১	৭	২,৭০১.৩৪৩	৯,৭৩,৩৮৩	৬,১২৩	
কামতা	০১	অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে কামতা ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।					
মোট:	**৫২**	**৪২**	**৬৪৮**	**২৩৬,৫২৩.৪০৮**	**২৪০,৩৫,৮৫২**	**১৫১,১৯৪**	

গ) গ্যাসের মজুদ:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিয়োজিত Gustavson Associates, USA কর্তৃক ২০১০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলন যোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৮,৮০২,৮২৩.৬৩৬ মিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নের সারণীতে কোম্পানির ৬টি ফিল্ডের গ্যাস উত্তোলন ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

ফিল্ড	মোট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত উত্তোলন (মিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (%)
তিতাস	৭,৫৮২,০০০	৫,০৪৩,২৩৫.৫০৩	২,৫৩৮,৭৬৪.৪৯৭	৩৩.৪৮
হবিগঞ্জ	২,৭৮৭,০০০	২,৫৮৯,৫২০.০৮০	১৯৭,৪৭৯.৯২০	৭.০৯
বাখরাবাদ	১,৩৮৭,০০০	৮৪৮,৫০৪.১৫৫	৫৩৮,৪৯৫.৮৪৫	৩৮.৮২
নরসিংদী	৩৪৫,০০০	২২৩,৮৫৪.৫২৬	১২১,১৪৫.৪৭৪	৩৫.১১
মেঘনা	১০১,০০০	৭৬,৬০৮.৩৭২	২৪,৩৯১.৬২৮	২৪.১৫
কামতা*	৫০,০০০	২১,১০১.০০০	২৮,৮৯৯.০০০	৫৭.৮০
মোট	**১২,২৫২,০০০**	**৮,৮০২,৮২৩.৬৩৬**	**৩,৪৪৯,১৭৬.৩৬৪**	

* অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে কামতা ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোম্পানির অর্জন/সাফল্য :

- ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর (তিতাস লোকেশন-সি তে দৈনিক ৯০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি ও নরসিংদী ফিল্ডে দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি) এর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- তিতাস ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্নকরতঃ বর্তমানে কূপটি হতে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৬.৩০% সাফল্য অর্জিত হয়েছে;
- তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি তে স্থাপিত দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্ল্যান্টের Glycol-Glycol Heat Exchanger এর পেট ফেটে Heat Exchanger টি ব্যবহার

অনুপযোগী হয়ে পরায় কোম্পানির নিজস্ব কারিগরি সুবিধাদি ও লোকবলের মাধ্যমে তৈরিকৃত নূতন একটি Heat Exchanger দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এতে কোম্পানির আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।

- তিতাস ফিল্ড হতে সর্বোচ্চ হারে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তিতাস লোকেশন-সি তে কূপ নং-৮ হতে উৎপাদিত গ্যাস প্রবাহের জন্য পূর্বে ব্যবহৃত ৪ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় ৪০০ ফুট দীর্ঘ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন ৬ ইঞ্চি ব্যাসের নূতন গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

- বিজিএফসিএল এর খননকৃত কূপসমূহের ওয়ার্কওভার পরবর্তী সময়ে এবং নূতন খননকৃত কূপসমূহ হতে পরীক্ষণের সময়ে উৎপাদিত গ্যাসের সাথে উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত পানি ও কনডেনসেট পরিমাপের কাজে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির নিজস্ব কারিগরি সুবিধাদি ও লোকবলের মাধ্যমে ১৮০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পরীক্ষণ ট্যাংক তৈরি করা হয়েছে। এতে কোম্পানির আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।

- হবিগঞ্জ ফিল্ডের রিবয়লার-৪ এর Steel Column Gi Bodz ও অভ্যন্তরের Coil লিক এবং Steel Column ও রিবয়লার-৪ এর সংযোগকৃত Flange Gi Collar ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় রিবয়লারটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। Steel Column এবং Collar সহ Flange টি অপসারণ করে কোম্পানির নিজস্ব workshop এ নূতন করে তৈরিকৃত Steel Column এর ভিতরের Coil এবং Steel Column ও রিবয়লারের সংযোগকৃত Collar সহ Flange প্রতিস্থাপন করা হয়। বর্তমানে রিবয়লারটি স্বাভাবিক অবস্থায় চালু আছে। এতে কোম্পানির আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।

- নরসিংদী ফিল্ডের কূপ নং-২ এর গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইনে ওয়েলহেড থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে এবং সারফেস থেকে প্রায় ১৫ ফুট গভীরে পুকুরের মধ্যে গ্যাস লিক দেখা দেয়। পাইপলাইন উন্মুক্ত করার পর Long distance bend এ একটি লম্বালম্বি ফাটল দেখা যায় এবং উক্ত স্থান হতে গ্যাস লিকেজ পরিলক্ষিত হয়। ফাটলকৃত Long distance bend অপসারণ করে Argon welding এর মাধ্যমে নূতন একটি Long distance bend স্থাপন করার মাধ্যমে কূপটি থেকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। বর্তমানে কূপটি থেকে স্বাভাবিকভাবে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত আছে।

- জরুরি গ্যাস উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় এ কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনায় সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ২৫টি জেনারেটর এবং ৭ কিলোমিটারব্যাপী ১১ কেভি ওভারহেড লাইন রয়েছে। এগুলোর সিডিউল্ড/ইমার্জেন্সি/প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স ও ওভারহোলিং এবং এর পাশাপাশি লিফ্ট, ফায়ার হাইড্রেন্ট পাম্প, ওয়েল্ডিং জেনারেটর, পানির পাম্প, কেপিআই এলাকার লাইটিং ও প্রসেস প্ল্যান্টের সকল যন্ত্রপাতির বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। তাছাড়া, কোম্পানির সকল প্রকার এসি, ফ্রিজ, মোটর, ফটোকপিয়ার ও অন্যান্য ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ও ইলেকট্রিফিকেশন প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত কাজসমূহ কোম্পানির নিজস্ব রিসোর্স দ্বারা সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রসেস প্ল্যান্টের সকল যন্ত্রাংশ/স্থাপনাসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আর্থিং রেজিস্ট্যান্স প্রতি বৎসর পরিমাপ করাসহ বজ্রপাত হতে রক্ষার্থে আর্থ রেজিস্ট্যান্স যথাযথ রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ সকল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্ক কোম্পানির ব্যবস্থাপনাধীনে সম্পাদনের মাধ্যমে আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসন হচ্ছে।

- কোম্পানির সকল প্রকার হালকা ও ভারি যানবাহনের ত্রুটি নিরুপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত কাজসমূহ কোম্পানির ওয়ার্কশপে নিজস্ব জনবল দ্বারা সম্পাদন করা হচ্ছে। ফলে, কোম্পানির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয়;

- চট্টগ্রামের সিলিমপুরস্থ সাঙগু প্ল্যান্টের জেনারেটরগুলোর রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। সাঙগু অফশোর পাটফর্ম এলাকায় নিরাপদে নৌ চলাচলের স্বার্থে পাটফর্মে পূর্বের স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ চালিত বিকনলাইট ও সিসি ক্যামেরা সক্রিয়করণ বা পুনঃস্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

কোম্পানি ভ্যাট, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি ভ্যাট বাবদ ৪৫৪.৮০ কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ৪৮.৯৪ কোটি এবং আয়কর বাবদ ৫৪.৯৯ কোটিসহ সর্বমোট ৫৫৮.৭৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

প্রাকৃতিক গ্যাস:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ১০০৪.০৫৪ এমএমএসসিএম গ্যাস উৎপাদিত হয়।

কনডেনসেট/এনজিএল:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৩৭৫২৮.৬৭২ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। এছাড়া আলোচ্য অর্থবছরে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টে উৎপাদিত মোট ৩২১২.০০ কিলোলিটার এনজিএল রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির এলপিজি প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়।

পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানী কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ৫৩২০০.৩১২ কিলোলিটার পেট্রোল (RON ৮১)ও ১৩৬২৮.৮৬২ কিলোলিটার পেট্রোল (RON ৮৯) এবং ৫৩৯৬.৮৪২ কিলোলিটার ডিজেল ও ৭১৬৬.১৫১ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

সাফল্য:

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ , ২০১৪-১৫ , ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় ও সিস্টেম (লস)/গেইন	:	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্যাস ক্রয়ের বাজেটে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ৩০৯৮.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে কোম্পানি ৩০৯৫.৮০ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করে এবং গ্যাস বিক্রির বাজেটে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ৩০৯৮.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩১৭৩.২০ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রি করে। ফলে আলোচ্য সময়ে সিস্টেম গেইন এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭.৪০ এমএমসিএম অর্থাৎ ২.৫০%।
কোম্পানির মার্জিন ও নীট মুনাফা	:	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানির অন্যান্য পরিচালন আয়সহ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২৫৮৫.২০ কোটি টাকা। উক্ত রাজস্ব আয় হতে গ্যাস ক্রয় খাতে ভ্যাটসহ ১৯৯০.৬৮ কোটি টাকা, জিটিসিএল এবং টিজিটিডিসিএল এর হুইলিং চার্জ খাতে ১২৫.২৫ কোটি টাকা, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল খাতে ৯২.০০ কোটি টাকা, এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ড মার্জিন বাবদ ১০১.৭১ কোটি টাকা, আরপিজিসিএল অপারেশনাল চার্জ খাতে ৪.৪৫ কোটি টাকা ও পেট্রোবাংলা মার্জিন খাতে ১৭.১১ কোটি টাকা সর্বমোট ২৩৩১.২০ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর কোম্পানির মার্জিন দাঁড়িয়েছে ২৫৪.০০ কোটি টাকা। এ সময়ে কোম্পানির করপূর্ব নিট মুনাফা হয়েছে ১৪৯.০৯ কোটি টাকা এবং কর পরবর্তী নীট মুনাফা হয়েছে ১০০.৬৪ কোটি টাকা।

ই- টেন্ডারিং প্রক্রিয়া চালুকরণ	:	কোম্পানিতে উন্মুক্ত দরপত্র ব্যবস্থায় ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চালু রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় ১৩ (তের) টি দরপত্র আহ্বান করা হয়।
হট লাইন স্থাপন	:	গ্রাহক সেবার উন্নয়ন ও জরুরী গ্যাস দূর্ঘটনাজনিত তথ্যাদি প্রদানের মাধ্যমে দুর্ঘটনার প্রতিকার সংশ্লিষ্ট কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কোম্পানিতে হট লাইন চালু রয়েছে। গ্রাহকগণ জরুরী দুর্ঘটনার তথ্য পাঠানোর সাথে সাথে তাদের অন্যান্য সমস্যা, যেমন-গ্রাহকদের বিল সংক্রান্ত, বিল বই সংক্রান্ত, সেবা গ্রহণের নিয়মাবলীসহ গ্যাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চেয়ে থাকেন। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কল সেন্টারে গ্রাহকদের নিকট হতে আগত কলের সংখ্যা মোট ৩,২৪৩ টি।
স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম	:	বিজিডিসিএল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে ০২ জন সার্বক্ষণিক চিকিৎসক, ০১ জন মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ও ০১ জন নার্স রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য স্থাপনায় ০২ জন রিটেইনার চিকিৎসক রয়েছে। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য সার্বক্ষণিক একটি এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে সরকার অনুমোদিত ২০৯ প্রকার ঔষধ এর ব্যবস্থা রয়েছে। কোম্পানির চিকিৎসকগন বর্তমান covid-19 pandemic সচেতনতা বৃদ্ধি, টিকা গ্রহণের উপদেশ, আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও কোভিড পরবর্তী জটিলতাসমূহের চিকিৎসা নিরবচ্ছিন্ন সেবাদান করছেন। এছাড়া প্রতি ২ বছর অন্তর চিকিৎসকদের নির্দেশমত বিকিরণ কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশুনায় উৎসাহী করার লক্ষ্যে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় ২০২০-২১ অর্থ-বছরে মোট ২৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ২২.০৩ লক্ষ টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম	:	সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি সম্মানার্থে নির্মিত "কোল্লাপাথর সমাধিস্থল-১৯৭১" এর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, ০১ জন কিডনী রোগীর চিকিৎসা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান বাবদ মোট ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

গ্রাহক সংযোগ:

সরকারি নির্দেশনার আলোকে ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে নতুন গৃহস্থালী সংযোগ বন্ধ রয়েছে। গৃহস্থালী সংযোগ বন্ধ থাকায় আবাসিক ব্যতীত বিভিন্ন শ্রেণিতে ৯৩টি (শিল্প-৩৭, ক্যাপটিভ পাওয়ার-০৯, বাণিজ্যিক-৪৭) নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ৪৬০টি (শিল্প-৯, আবাসিক-৪২৪, বাণিজ্যিক-২৭)। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিভূক্ত গ্রাহক সংযোগের বিবরণ নিম্নে প্রদর্শন করা হলো :

শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক সংযোগ বিবরণী

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ সংখ্যা
বিদ্যুৎ	০৫
সার	০৪
শিল্প	১১৬৪
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৯৯
বাণিজ্যিক	২৯০৯
চা-বাগান	০২
সিএনজি	৭০
গৃহস্থালি	৫৯৭৯৮৫
মোট	৬০২৩৩৮

গ্যাস ক্রয়:

কোম্পানি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩,২১২.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,১৪১.২৭ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করেছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ থেকে ৮.২৫ মিলিয়ন ঘনমিটার, উৎপাদন-বন্টন চুক্তির আওতায় আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি কর্তৃক পরিচালনাধীন বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে ৩০.১৯ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ৩,১০২.৮৩ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি ক্রয় করা হয়েছে। সরকারি, উৎপাদন-বন্টন চুক্তির আওতায় আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি কর্তৃক পরিচালনাধীন গ্যাস ক্ষেত্র এবং এলএনজি থেকে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত যথাক্রমে ০.২৬ : ০.৯৬ : ৯৮.৭৮।

গ্যাস বিক্রয়:

কোম্পানি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩,২১২.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,১৮৯.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করেছে। গ্যাস বিক্রয়ের মাধ্যমে ৩,৪৪৪.৫৩ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,৪৪২.৫৭ কোটি টাকা আয় করেছে। উক্ত অর্থবছরে ৩,১৪১.২৭ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয়ের বিপরীতে ৩,১৮৯.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয়ের ফলে পরিমাণগত ঘাটতি না হয়ে ১.৫৫ শতাংশ গেইন হয়েছে।

কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম:

অবৈধ গ্যাস সংযোগ, অবৈধ পাইপ লাইন নির্মাণ, অননুমোদিত সরঞ্জামে গ্যাস ব্যবহার ও গ্যাস কারচুপি রোধকল্পে অত্র কোম্পানিতে ১২টি বিক্রয় জোন ভিজিল্যান্স টিম, ৩টি রাজস্ব ডিপার্টমেন্টের আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টিম এবং ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের ২টি পরিদর্শন টিমসহ সর্বমোট ১৭টি টিম কার্যকর রয়েছে।

কেজিডিসিএল এর আওতাধীন এলাকায় অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের তথ্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তা বিচ্ছিন্ন/উচ্ছেদ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর/জিডি করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানির জনবল/ঠিকাদারের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেলে নিয়মানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারী কর্তৃক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার

জন প্রতিনিধিগণের সহায়তায় গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ গ্রহণের ঝুঁকি, পরবর্তীতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এবং 'বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০' অনুযায়ী শাস্তির বিধান সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রম:

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া হলেও বিশেষ সংযোগ বিচ্ছিন্ন টিম গঠনের মাধ্যমে খেলাপী ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারকারীদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বকেয়া গ্যাস বিল, অনিবন্ধিত গ্যাস বিল ও জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে প্রদান করা হল :

সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ বিবরণী

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্ন সংখ্যা			পুনঃসংযোগ			
					আদায়কৃত অর্থ (কোটি টাকায়)		
	বকেয়া	অবৈধ কার্যক্রম	মোট	সংখ্যা	বকেয়া বিল	অনিবন্ধিত গ্যাস বিল/জরিমান/অন্যান্য খাতে আদায়	মোট
শিল্প/ক্যাপটিভ	৩৩	০১	৩৪	১৫	৯.৩৮	০.৬০	৯.৯৯
সিএনজি	০২	--	০২	০৪	৪.৯৫	০.০২	৪.৯৭
বাণিজ্যিক	১৩৭	১০	১৪৭	৬২	০.৫৩	০.৬৪	১.১৭
গৃহস্থালি	৭২৪০	২৫০৮	৯৭৪৮	৭৩৪৮	৯.৫৬	১.৯৩	১১.৪৯
মোট	৭৪১২	২৫১৯	৯৯৩১	৭৪২৯	২৪.৪২	৩.১৯	২৭.৬১

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

পাবলিক সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্মক্ষমতার গুণগত ও পরিমাণ গত দক্ষতা পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রবর্তিত Government Performance Managment System (GPMS) এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা Annual Performance Agreement (APA) চালু করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য গত ২৯-০৭-২০২০খ্রি. তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে চুক্তির ৯৬.০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় ৯ (নয়) টি শিল্প শ্রেণির গ্রাহক বরাবর গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যাসের (৬"-১১৮০ মিটার, ৪"-৫০০ মিটার, ৩"-১৮৭০ মিটার ও ২"-১৮১৩ মিটার) মোট ৫,৩৬৩ মিটার বা ৫.৩৬৩ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।

গ্রাহক সংযোগ:

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭টি। আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১টি বিদ্যুৎ, ৪টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ৯টি শিল্প, ২টি চা-বাগান এবং ১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ মোট ১৭জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১৪২.৮৬% বেশী। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২২১৪৫৯ টি।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলো:

খাত	২০২০-২০২১ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২০২১ প্রকৃত সংযোগ	৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
সারকারখানা	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	১	১	১৯
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	২	৪	১২৫
সি এন জি	-	-	৫৯
শিল্প	২	৯	১১৮
চা-বাগান	১	২	১০০
ক) হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	-	-	৮০৩
খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১	১	৪৫৯
আবাসিক	-	-	২,১৯,৭৭৫
মোট	**৭**	**১৭**	**২,২১,৪৫৯**

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রম:

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩টি শিল্প, ১টি সিএনজি, বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতায় ৬৩টি হোটেল ও রেস্টরেন্ট, ৪২টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ৩৪৬৪টি আবাসিকসহ মোট ৩৫৭৩টি গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যেখানে বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৬০৯৪.০৪ লক্ষ টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের নিকট হতে ২১৬৫.৮২ লক্ষ টাকা আদায়পূর্বক ১টি শিল্প, ১টি সিএনজি, বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতায় ৪২টি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, ২৪টি ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প এবং ২৯৫১টি আবাসিকসহ সর্বমোট ৩০১৯ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

গ্রাহক শ্রেণি	অর্থ বছর ২০২০-২০২১			
	সংযোগ বিচ্ছিন্ন		পুনঃসংযোগ	
	সংখ্যা	পাওনা অর্থের পরিমাণ	সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
শিল্প	৩	৩১৩৯.৯৩	১	১৫৫০.০০
সিএনজি	১	৯৩.২২	১	৪৮.২২
বাণিজ্যিক;				
ক. হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৬৩	৬২.৪৮	৪২	৪৬.৭৬
খ. ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প	৪২	২২১২.৭৩	২৪	৩৫.১৬
আবাসিক	৩৪৬৪	৫৮৫.৬৮	২৯৫১	৪৮৫.৬৮
মোট =	**৩৫৭৩**	**৬০৯৪.০৪**	**৩০১৯**	**২১৬৫.৮২**

গ্যাস ক্রয়:

কোম্পানি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্যাস ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪০৩০,০০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৪১১৭.৭৭৮ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করেছে। এ অর্থ বছরে সরকারী মালিকানাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬২.৯৯১ ও ৪৪৫.৭১৪ এমএমসিএম অর্থাৎ জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ১১০৮.৭০৫ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডস ও বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডস থেকে যথাক্রমে ১২৮২.১৫১ ও ১৭২৬.৯২২ এমএমসিএম অর্থাৎ মোট ৩০০৯.০৭৩ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। জাতীয় গ্যাস

ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি (আইওসি) হতে সর্বমোট ৪১১৭.৭৭৮ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারী মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিসমূহের নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২৭ : ৭৩, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

পরিমাণ: এমএমসিএম

সরকারি/আইওসি	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	
		প্রকৃত ক্রয়	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ক্রয়
সরকারি	বিজিএফসিএল	৬৯৮.০৬৮	৬৩১.০০	৫৬২.৯৯১
	এসজিএফএল	৬৯৪.৭৪১	৬২৯.০০	৫৪৫.৭১৪
	মোট	**১৩৯২.৮০৯**	**১১৬০.০০**	**১১০৮.৭০৫**
আইওসি	জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড	১২১৭.৩৬৮	১২২২.৯১৭	১২৮২.১৫১
	বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড	১১৮৫.৪১১	১৬৪৭.০৮৩	১৭২৬.৯২২
	মোট	**২৪০২.৭৭৯**	**২৮৭০.০০**	**৩০০৯.০৭৩**
	সর্বমোট	**৩৭৯৫.৫৮৮**	**৪০৩০.০০**	**৪১১৭.৭৭৮**

ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি (আইওসি) হতে সর্বমোট ৪১১৭.৭৭৮ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারী মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিসমূহের নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২৭ : ৭৩, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

গ্যাস বিক্রয়:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪০২৫.৫৮০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৪১১৭.৭৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করে ৪০৯১.৩১৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৮২৬.০০ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ২৮২৮.৫৯ কোটি টাকা, যার খাতওয়ারী বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো:

পরিমাণ: এমএমসিএম ও মূল্য: কোটি টাকা

গ্রাহক শ্রেণি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকৃত বিক্রয়		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রকৃত বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	২৫৭৫.৭৫১	১১৪৬.২১	২৭৯৭.০৭০	১২৪৪.৭০
সার কারখানা	৩৬৯.৬১৮	১৬৪.৪৮	৩৮৪.৩৩৯	১৭১.০৩
শিল্প	২৩৮.১৪৩	২৫৪.৮১	২৮৮.৭৬৪	৩০৮.৯৭
চা বাগান	৩১.৫৬৭	৩৩.৭৮	২৭.২৭৮	২৯.১৯
বাণিজ্যিক:				
ক) হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৯.৮৯৯	২২.৭৭	৯.৩০৭	২১.৪১
খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৮.৩৭৫	৩১.৩১	১১.৪৩৩	১৯.৪৮
আবাসিক	২০০.৫০৯	২৫২.৬৪	২০৫.১৪৯	২৫৮.৪৮
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২১০.০৯৫	২৯০.৯৮	২৪২.৩৬৫	৩৩৫.৬৮
সি এন জি	১২০.৭৪৪	৪৪২.৬০	১২৫.৬১৪	৪৩৯.৬৫
মোট	**৩৭৭৪.৭০১**	**২৬১৯.৫৮**	**৪০৯১.৩১৯**	**২৮২৮.৫৯**

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ১.৬৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের মূল্য ০.০৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাফল্য:

মোবাইল গ্যাস লিক ডিটেকশন সিস্টেম-এর মাধ্যমে পাইপলাইনে লিকেজ সনাক্তকরণ কার্যক্রম:

কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকায় গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ মোবাইল গ্যাস লিক ডিটেকশন সিস্টেম-এর আওতায় মোবাইল কারের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক কোম্পানি Zicom Equipment Pte. এর সহায়তায় লিক সনাক্তের কাজ শুরু হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন মোবাইল কারটি প্রতিদিন ১০ কিলোমিটার চলবে। এ সময় প্রথমে ডানে-বামে ১০০ মিটারের মধ্যে মিথেন ডিটেকটরের মাধ্যমে কোথায় কোথায় গ্যাস আছে তা সনাক্ত করা হবে। এরপর জিপিএস সিস্টেমের মাধ্যমে পাইপলাইনের কোথায় কোথায় লিকেজ রয়েছে সেটা চূড়ান্তভাবে শনাক্ত করার পর লিকেজ মেরামত করা হবে। ভ্রাম্যমান এই লিক সনাক্ত কাজের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ গ্যাস পাইপলাইন মেরামত করা হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসের অপচয় রোধ, গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা হ্রাস এবং জান-মালের নিরাপত্তায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কোম্পানির সঞ্চালন পাইপলাইনের উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম:

কোম্পানির সঞ্চালন পাইপলাইনের উপর নির্মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অবৈধ স্থাপনাসমূহ অপসারণের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং নোটিশ প্রদানের পর অনেকেই নিজস্ব উদ্যোগে তাদের অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নিয়েছেন/ভেঙ্গে ফেলেছেন। তবে, যারা নিজ উদ্যোগে এখনও অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করেননি বা ভাঙ্গেননি তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬১টি টীনসেড বিল্ডিং, ১৮টি ২, ৩ ও ৪ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং, ৩০টি দোকান ২টি মার্কেট, ১৫টি টিনের ঘর, ৫টি সীমানা প্রাচীর অর্থাৎ সর্বমোট ১৩১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ:

উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পিজিসিএল কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১০.৪১২ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১৪.৬১০ কি.মি.গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

গ্রাহক গ্যাস সংযোগ:

বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রদত্ত গ্যাস সংযোগসহ কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা ১,২৯,৩৯১ টি। তন্মধ্যে আলোচ্য অর্থবছরে ১২ টি শিল্প, ০৫ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ৭ টি সরকারি মিটারযুক্ত আবাসিক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস বিক্রয়:

বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পিজিসিএল সর্বমোট ১,৫৫৫.৯২৩ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করেছে। গত অর্থবছরে মোট গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছিল ১,৭১১.০২৭ এমএমসিএম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫৫.১০৪ এমএমসিএম গ্যাস কম বিক্রয় করা হয়েছে, যা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের তুলনায় ৯.০৬% কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানির ফলে গ্যাস প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয় বেশি হবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ:

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও গ্রাহক কর্তৃক গৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনের পাশাপাশি একটি ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের তথ্য প্রাপ্তির পর উক্ত ডিপার্টমেন্টের তাৎক্ষণিক অভিযানের ফলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অবৈধ ও খেলাপী গ্রাহকদের মোট ২,২২১টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের জন্য প্রয়োজনে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন:

দেশব্যাপী জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক আঙিনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত মোট ৫৩ টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি:

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ফলাফল ও ভবিষ্যতে আরো শিক্ষা অনুরাগী করার অভিপ্রায়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় দিবস উদযাপন:

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে।

ক্রীড়া, বার্ষিক বনভোজন, পহেলা বৈশাখ ও উন্নয়ন মেলা:

পিজিসিএল পূর্বের অর্থবছরগুলোর ন্যায় বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, পহেলা বৈশাখ পালন ও উন্নয়ন মেলা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন:

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপনকরা হয়েছে, যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি, বক্তব্য, ছবি সম্বলিত তথ্য, অর্থনীতিতে জ্বালানি খাতের অবদান, বর্তমান সরকারের সাফল্য, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদির ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর বিভিন্ন সময়ের ছবি সম্বলিত একটি মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়সহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নসহ বনায়ন কর্মসূচী সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

এসজিসিএল কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে ভোলাস্থ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক ও ক্যাপটিভ খাতে এবং জাতীয় গ্রীড হতে ভেড়ামারা ৪১০ মে:ও: বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এ কোম্পানির ভোলাস্থ আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়-এ গৃহস্থালি শ্রেণিতে মিটারবিহীন ৬৪৫৫ টি চুলা ও মিটারযুক্ত ২৬টি গ্রাহক, ০২টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ০৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে জুলাই'২০ হতে জুন'২১ পর্যন্ত মোট ২৬.০২৫১৬০ মিলিয়ন ঘন মিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এগ্রিকো ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ভোলা ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বমোট ৯৫২.৫১৪০৪৭ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

পেট্রোবাংলা ও এসজিসিএল এর মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আওতায় বকেয়া আদায়, নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও

বাস্তবায়ন, পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা, ব্রডসীট জবাব প্রেরণ, স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদকরণ, বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন, ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি কার্যক্রমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অধীনে বাস্তবায়িত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আওতায় জুন'২০২১ পর্যন্ত গ্যাস বিক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩১ বিসিএফ এর বিপরীতে বিক্রয়ের পরিমাণ ৩৩.৬৩৩৯ বিসিএফ, বকেয়া আদায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩.৫ মাসের বিপরীতে ১.৩৪ মাস, নতুন সংযোগ সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ০২টি (বিদ্যুৎ ০১টি, শিল্প ০১ টি) এর বিপরীতে ০১টি ,গ্যাস সংযোগ বিছিন্নের সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১০টি এর বিপরীতে ৩৭টি,কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪৫ জন এর বিপরীতে ১৩৯ জন।

মুজিববর্ষ উৎযাপন উপলক্ষ্যে অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্ত বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ০৮/০৩/২০২০ হতে ১৫/০৩/২০২০ তারিখ পর্যন্ত একটি মূল কমিটি ও আটটি উপকমিটির মাধ্যমে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালনা করে অত্র কোম্পানির সকল গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শনপূর্বক ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহারকারী এবং অনুমোদিত গ্যাস সরঞ্জামাদি ব্যবহারকারী ১৬টি আবাসিক শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ অস্থায়ী বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে এসজিসিএল আওতাধীন ভোলা জেলাকে অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্ত বিতরণ ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে এসজিসিএল এর অধিভূক্ত এলাকায় কোন অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন ও সংযোগ নেই। এছাড়া, এসজিসিএল এর ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মুজিববর্ষ উৎযাপন উপলক্ষ্যে ২০০টি গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করে গ্যাস ডিটেক্টরের মাধ্যমে রাইজারে লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতকরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন-২০২১ মাস পর্যন্ত ২০০টি গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করে ৩৭টি লিকেজ সনাক্ত ও মেরামত করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

রাজধানীর খিলক্ষেতে বাংলাদেশের প্রথম সিএনজি স্টেশন হিসেবে আশির দশক হতে চালু আছে। বর্তমানে ২৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা (ক্যাসকেড স্টোরেজ ২০৪০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা) ক্ষমতার একটি কম্প্রেসর এবং ৪৬০ ঘনমিটার/ঘন্টা (ক্যাসকেড স্টোরেজ: ২০৪০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা) ক্ষমতার একটি কম্প্রেসর স্টেশন চালু আছে। এ স্টেশন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিএনজি স্টেশন থেকে ২.০৭৯৬ এমএমসিএম সিএনজি সরবরাহ করা হয়েছে।

কোম্পানির খিলক্ষেতস্থ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সিএনজি রূপান্তর কারখানা ১৯৮৪ সালে ও সিএনজি সিলিন্ডার পুণঃপরীক্ষণ কেন্দ্র ১৯৯৬ সালে চালু করা হয়। এর পর ২০১০ সালে কোম্পানির দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে সিএনজি রূপান্তর ও মেরামত কারখানা এবং সিএনজি সিলিন্ডার পুণঃপরীক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ০৯ টি গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর/পুণঃরূপান্তর এবং ৭৩৯ টি এনজিভি সিলিন্ডার পুণঃপরীক্ষা করা হয়েছে। অপরপক্ষে, জোনাল ওয়ার্কশপে ২৪ টি যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর এবং ৩৯৬টি এনজিভি সিলিন্ডার পুণঃপরীক্ষা করা হয়েছে। কোম্পানির দুটি ওয়ার্কশপে সিএনজি চালিত যানবাহনের টিউনিং, সিলিন্ডার সার্ভিসিং/পূর্ণাঙ্গ কিটওয়াশ, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কাজে সরকারি, আধাসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন যানবাহনসমূহে নির্ধারিত ফির বিপরীতে বর্ণিত গ্রাহক সেবাসমূহ প্রদান অব্যাহত আছে। এছাড়াও, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসেবে বর্তমানে আরপিজিসিএল হতে রূপান্তরিত যানবাহনে ফ্রি টিউনিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কোম্পানির শুরু জুন-২০২১ পর্যন্ত সিএনজি অপারেশনাল কার্যক্রমের চিত্র নিম্নরূপ:

বছর ভিত্তিক কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও রিফুয়েলিং স্টেশন হতে সিএনজি বিক্রয় এবং সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও জোনাল ওয়ার্কশপ হতে যানবাহন রূপান্তর এবং সিলিন্ডার পুণঃপরীক্ষণ/রি-টেস্ট সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অর্থবছর	সিএনজি সরবরাহ/ বিক্রয়ের পরিমাণ (এমএমসিএম)	যানবাহন রূপান্তরের সংখ্যা	আরপিজিসিএল-এর সিলিন্ডার রি-টেস্ট (সংখ্যা)
শুরু হতে জুন, ২০১৫	২৪.০০০	৮২২৫	৩,৮০০
২০১৫-২০১৬	২.০৩৪	১০৩	১,৮৩৬
২০১৬-২০১৭	১.৬৪	৭৮	১,৭৬০
২০১৭-২০১৮	১.৯৭৯৭	৮৫	১১৫৬
২০১৮-২০১৯	২.১৭৩০	৯৩	১৬৮৩
২০১৯-২০২০	১.৭৩৬৯	৩৩	১৬৯২
২০২০-২০২১	২.০৭৯৬	৩৩	১১৩৫
মোট	৩৫.৬৪৩	৮,৬৫০	১৩,০৬২টি

সিএনজি বিক্রয় ও সিলিন্ডার পুণ:পরীক্ষণ কার্যক্রমে অনলাইন ব্যবস্থাপনা:

সিএনজি বিক্রয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কোম্পানির সিএনজি ফিলিং স্টেশনে ১টি অটোবিলিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়, যা বর্তমানে সাফল্যজনকভাবে চালু আছে। এ সিস্টেমে বিক্রিত সিএনজি'র বিপরীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল তৈরী হয়। ফলে, সিএনজি বিক্রয়ে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে সিএনজি অটোবিলিং এ Point of Sale (POS) সফটওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে নগদ বিল গ্রহণের পাশাপাশি ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড দ্বারা সিএনজি ও অন্যান্য সেবা বিক্রয়ে ক্যাশলেস বিল গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে নগদ গ্রহণ ও জমাকরণের ঝামেলা নিরসনের পাশাপাশি অনলাইনে বিক্রয় মনিটর ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সহজতর হয়েছে।

বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ৫(পাঁচ) বছর পর পর সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণের বিধান রয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ সিএনজি সিলিন্ডার ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ। গ্রাহক সেবা সহজীকরণের উদ্দেশ্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছর হতে সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণে অনলাইন সফওয়ার চালু করা হয়েছে। এতে গ্রাহকগণ সরেজমিনে না এসে কোম্পানির যে কোন পুনঃপরীক্ষণ কেন্দ্রে তাঁর সুবিধামত সিলিন্ডার পূণঃপরীক্ষণের আবেদন করতে পারেন এবং তাঁরা মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে সিলিন্ডারের মেয়াদ উত্তীর্ণের সময় জানতে পারেন। তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তি সহজতর হওয়ায় বেশী সংখ্যক সিএনজি সিলিন্ডার পূণঃপরীক্ষণের আওতায় আনা যাবে। যানবাহন ও সিলিন্ডারের সকল তথ্যাদি অনলাইনে ডাটাবেজ অন্তর্ভূক্ত করায় পুণঃপরীক্ষিত সিলিন্ডারের স্টিকার স্কানিং এর মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিআরটিএ সিলিন্ডার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হালনাগাদ তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে যাচাই করতে পারবেন। এতে মেয়াদোত্তীর্ণ সিএনজি সিলিন্ডার সনাক্তকরতঃ নিরাপদভাবে সিএনজি ব্যবহার নিশ্চিত করে জননিরাপত্তায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আরপিজিসিএল কর্তৃক সিএনজি সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

আশি'র দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০০২ সাল হতে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সিএনজি সম্প্রসারণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ কোম্পানি বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। সারাদেশে সিএনজি কাজের সম্প্রসারণ এবং নিরাপদ ও মানসম্মত সিএনজি ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল-এর ভূমিকা নিম্নরূপ:

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন:

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২০০২ সালে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে জারিকৃত সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ অনুযায়ী বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন আরপিজিসিএল প্রদান করে থাকে। এই অনুমোদন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন পরিচালনা করে।

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন:

০৫টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন সাপেক্ষে সারাদেশে ৬০৩টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা করা হয়েছে। বছরভিত্তিক সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনার বিবরণী নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	অনুমোদিত সিএনজি ফিলিং স্টেশন	মন্তব্য
১৯৮৩ থেকে জুন, ২০১৫	৫৯০	* মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে অনুমোদন প্রদান ।
২০১৫-২০১৬	০১*	
২০১৬-২০১৭	০৫*	
২০১৭-২০১৮	০৩*	
২০১৮-২০১৯	-	
২০১৯-২০২০	০৩*	
২০২০-২০২১	০১*	
সর্বমোট	**৬০৩**	

এ সকল সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫.০৫২ লক্ষ যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলা ও গ্যাস বিতরণ কোম্পানির এমআইএস প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী চলমান সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনসমূহে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাসিক গড়ে প্রায় ৮২.৭১ এমএমসিএম সিএনজি ব্যবহৃত হয়েছে, যা দেশের মোট গ্যাস ব্যবহারের প্রায় ৩.৫১ শতাংশ।

আরপিজিসিএল এর খিলক্ষেতস্থ সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে স্থাপিত অটোবিলিং সিস্টেম-এর ন্যায় বাংলাদেশের অন্যান্য সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে অটোবিলিং সিস্টেম চালু করা হলে গ্যাস ক্রয়/সিএনজি বিক্রয়ের তথ্য এবং গ্রাহক সেবার মান কেন্দ্রিয়ভাবে মনিটর করা যাবে। এতে দেশেরে সকল সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষ সিএনজি গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদান সম্ভবপর হবে।

যানবাহন রূপান্তর কারখানা:

আরপিজিসিএল এর অনুমোদন নিয়ে বর্তমানে (জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত) ৫৯টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ থেকে জুন'২০১৫ পর্যন্ত ১৮০টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হলেও অনুমোদনের পর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করায় অনুমোদনপত্রের শর্তানুযায়ী এ পর্যন্ত ১২১টি সিএনজি রূপান্তর কারখানা এর অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে।

বছরভিত্তিক সারাদেশে রূপান্তরিত যানবাহনের তথ্য নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	রূপান্তরিত যানবাহন	মোট সিএনজি চালিত যানবাহন (সংখ্যা)	মন্তব্য
শুরু হতে জুন'২০১৫	২,২০,৯২০	২,৫৯,০৫০	* বিআরটিএ'র ২০১৬ খ্রি: এর তথ্যমতে ১,৯৩,২৪২টি সিএনজি থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা রয়েছে।
২০১৫-২০১৬	৩২,২৮৯	৩৪,৫৪২	
২০১৬-২০১৭	১০,৯১৬	২,০৪,১৫৮	
২০১৭-২০১৮	৫৩৮১	৫৩৮১	
২০১৮-২০১৯	১১৬২	১১৬২	
২০১৯-২০২০	৩৬৮	৩৬৮	
২০২০-২০২১	৫১৪	৫১৪	
সর্বমোট	**২,৭১,৫৫০**	***৫,০৫,১৭৫**	

সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালের ছাড়করণে প্রত্যয়নপত্র প্রক্রিয়াকরণ :

অনুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন এবং রূপান্তর কারখানা কর্তৃক সেইফটি কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক মানের মালামাল আমদানি হচ্ছে কিনা তা আমদানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরীক্ষার মাধ্যমে আরপিজিসিএল হতে যাচাই করা হয়। আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ সরকারের জারীকৃত এসআরও-এর আওতায় শুল্ক সুবিধায় কাস্টম হাউজ হতে ছাড়করণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের বিষয়টি পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আরপিজিসিএল হতে প্রক্রিয়া করা হয়।

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও সিএনজি রূপান্তর কারখানা মনিটরিং:

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনসমূহ 'বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০' ও 'সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫' এবং আরপিজিসিএল-এর অনুমোদনপত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি-না সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানাসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের জন্য গ্রাহককে পত্র ও SMS Utility System এর মাধ্যমে নিয়মিত তাগাদা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ৮০টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানার মনিটরিং কার্যক্রমের চিত্র :

অর্থ বছর	সিএনজি স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা মনিটরিং-এর সংখ্যা
প্রারম্ভ হতে জুন'২০১৫	৬০
২০১৫-২০১৬	১০০
২০১৬-২০১৭	৮৬
২০১৭-২০১৮	১০০
২০১৮-২০১৯	১০০
২০১৯-২০২০	১০১
২০২০-২০২১	৮০
সর্বমোট	৬২৭

সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা পরিদর্শন:

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন এবং সড়ক ও মহাসড়কে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা আরপিজিসিএল কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক দুর্ঘটনা রোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ ও মতামত সংবলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়। আরপিজিসিএল কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিএনজি সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই)টি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে।

সিএনজি সংক্রান্ত অবৈধ কার্যক্রম মনিটরিং:

অননুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ পরিচালনা, অবৈধ ও অননুমোদিত সিএনজি সিলিন্ডার ব্যবহার এবং বিপজ্জনকভাবে ভ্যান, কাভার্ডভ্যান ও অন্যান্য অননুমোদিত যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ ও পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে কোম্পানি কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

নিরাপদ সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি:

জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rpgcl.org.bd) নিয়মিত আপলোড করা হয়। আরপিজিসিএল-এর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা অনুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানায় নিয়োজিত কর্মচারীদের শ্রেণিকক্ষে এবং হাতে কলমে সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে এলইডি মুভিং ডিসপ্লে ও বিল বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করা হয়।

অপারেশনাল কার্যক্রম (কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট):

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার কারিগরিভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরপিজিসিএল-এর অধীনে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে সিলেটস্থ গোলাপগঞ্জে কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যান্ট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ও কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-২) টার্ন-কী ভিত্তিতে স্থাপন ও কমিশনিংপূর্বক চালু করা হয়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টে এনজিএল হতে এলপিজি ও পেট্রোল (এমএস) এবং কনডেনসেট হতে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন হয়। উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান 'এলপি গ্যাস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে এবং উৎপাদিত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) মাধ্যমে বিপণন করা হয়। তবে, উৎপাদিত পেট্রোল অফস্পেক হওয়ায় ০১/০৯/২০২০ তারিখ হতে পেট্রোল বিপণন বন্ধ আছে। ফলে, কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টের উৎপাদন ০২-০৯-২০২০ তারিখ হতে বন্ধ রয়েছে।

এলপিজি, পেট্রোল (এমএস)ও ডিজেল (এইচএসডি) উৎপাদন এবং বিপণনের তুলনামূলক বিবরণ:

কোম্পানির কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে অর্থ বছর ভিত্তিক কাঁচামাল ক্রয় এবং এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণনের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ :

অর্থ বছর	কাঁচামাল ক্রয়		উৎপাদন			বিপণন			প্রসেস লস (%) (ভর)
	এনজিএল (লিটার)	কনডেনসেট (লিটার)	এলপিজি (মে. টন)	পেট্রোল (লিটার)	ডিজেল (লিটার)	এলপিজি (মে. টন)	পেট্রোল (লিটার)	ডিজেল (লিটার)	
২০১৫-১৬	২,৫৭,৬৪,০০০	১,৫৪,৮১,৮৬৫	৬,০৮০	২,৩৭,৬৮,৩৮৮	৫০,০৬,৪৪৮	৬,১১১	২,২৭,০৭,০০০	৫৪,৯০,০০০	২.১১
২০১৬-১৭	২,৪৮,৮১,০০০	৩,০৩,৭৬,২৭৩	৫,৯৩৬	৩,৫১,৮২,৩২৯	৮৬,৫৬,৭০৫	৫,৭৪৯	৩,৬২,৭৯,০০০	৮২,৮০,০০০	২.৬১
২০১৭-১৮	২,৪৭,২০,০০০	৪,০৪,৫৯,৭২৪	৫,৫১৭	৪,২২,৫৪,৫২৯	১,১৭,১৫,৫৫৪	৫,৫৫৩	৪,১৬,৫২,০০০	১,১৬,৯১,০০০	২.৪১
২০১৮-১৯	২,৭৩,০৫,০০০	৩,০৬,৩২,৫৬০	৬,৫৪৮	৩,৫১,৫৭,৭০৬	৯৯,০২,২৪৪	৬,৬৮৫	৩,৫২,৩৫,০০০	১,০২,৪২,০০০	২.১৮
২০১৯-২০	২,২১,১০,০০০	২,৪৫,২২,০৪২	৫,১১৯	৩,০৩,৯২,২৪৪	৫৯,৩৪,২৩০	৪,৯৬০	৩,০৪,২০,০০০	৫৬,৫২,০০০	১.৪৪
২০২০ - ২০২১	৩২,১২,০০০	৫৫,৫৯,৯৪৫	৬৭০.০৮৮	৬৩,৮৬,১৬৯	৭,৯৮,৪৬৭	৮৫০	৫৪,০৯,০০০	১১,৭৯,০০০	১.২৬

* জুলাই ২০২০ ও আগস্ট ২০২০ - এ দু'মাসের গড় প্রসেস লস।

উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম:

আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে ২০২০- ২০২১ অর্থবছরে মাত্র ৬৪ দিন প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০১ দিনই প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

কাঁচামাল এনজিএল ও কনডেনসেট হতে উৎপাদিত পেট্রোল - এর অকটেন নম্বর (Research Octane Number (RON) 80-82) বিএসটিআই নির্ধারিত সর্বনিম্ন মান ৮৯ এর চেয়ে কম। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপিসি অফস্পেক পেট্রোল ও ডিজেল উত্তোলন ০১/০৯/২০২০ তারিখ হতে বন্ধ করেছে। ফলে, পেট্রোল বিপণন সমস্যার কারণে কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম গত ০২-০৯-২০২০ তারিখ হতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। কোম্পানির কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট ইউনিট ২-এর উৎপাদন চালুকরণ বিষয়ে আরপিজিসিএল-এর একটি প্রস্তাব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের জন্য পেট্রোবাংলাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম চালুর বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গৃহীত হতে পারে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম প্রায় ১০ (দশ) মাস বন্ধ ছিল। তবে, প্ল্যান্টের যন্ত্রাংশ সচল রাখার লক্ষ্যে নিজস্ব দক্ষ প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান এর মাধ্যমে শিডিউল ও রেগুলার রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয়েছে।

কোম্পানির কৈলাশটিলা প্লান্টে গৃহীত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল-এর মজুদ পরিমাণ সরেজমিনে নির্ণয় করার জন্য মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি প্রতিবছর ১ জানুয়ারি এবং ১ জুলাই কাঁচামাল ও উৎপাদিত পন্যসমূহের মজুদ সরেজমিনে নির্ণয়পূর্বক রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। এছাড়া, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে আকস্মিকভাবে প্লান্ট সাইট পরিদর্শন করে থাকেন। ২০২০- ২১ অর্থবছরেও যথারীতি ইনভেনটরি হয়েছে।

প্রসেস লস:

২০২০ - ২১ অর্থবছরের গৃহিত কাঁচামাল এনজিএল ও কনডেনসেটের পরিমাণ, এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেলের উৎপাদন, মজুদ ও বিপণন এবং মাসিক/বাৎসরিক প্রসেস লস ও বাস্পীয় লসের পরিমাণ ৩ (তিন) মাস অন্তর নিয়মিতভাবে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করা হয়েছে।। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টের প্রসেস লস ভরের ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০ ও আগস্ট ২০২০ এ দু মাসের) গড়ে ১.২৬% এবং উৎপাদন বন্ধকালীন সময়ে (সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ১০ মাস) ওভারঅল বাস্পীয়ভবনজনিত লসের মোট পরিমাণ ১,১৬,৬৯০ লিটার। কৈলাশটিলা প্লান্টের প্রসেস লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি প্রসেস লসের কারণসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

নিরাপদ প্ল্যান্ট অপারেশন:

কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টটি নিজস্ব জনবল দ্বারা নিরাপদভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের কৈলাশটিলা এলপিজি পান্টে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

অপারেশনাল কাযর্ক্রম (আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা):

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথা: আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন কর্তৃক পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, ট্যাংক লরীর মাধ্যমেও বিভিন্ন স্থাপনা/গ্যাস ফিল্ডসহতে আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় কনডেনসেট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

কোম্পানির আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রায় ১৮,৮৫০ ব্যারেল (নিরাপদ মুজদ ১৫,২০০ ব্যারেল) ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুদপূর্বক সেখান থেকে বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানি (যমুনা) এবং অনুমোদিত বে-সরকারি রিফাইনারিসমূহের (সুপার, পেট্রোম্যাক্স ইত্যাদি) নিকট জাহাজ যোগে কনডেনসেট সরবরাহের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানি যমুনা অয়েল কোম্পানি ও কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বরাদ্দপ্রাপ্ত বেসরকারি রিফাইনারিসমূহের নিকট কনডেনসেট সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানি যমুনা অয়েল কোম্পানির মাধমে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড ও সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড-কে কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে।

কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কনডেনসেট গ্রহণের জন্য আরপিজিসিএল-এর নিকট অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করার পর কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

কনডেনসেট বিপণন পরিমাণ ও রাজস্ব আয়:

ক) সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট কনডেনসেট বিপণন: ২০২০-২১ অর্থবছরে বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানি যমুনা অয়েল কোম্পানি-এর মাধ্যমে ইআএলকে ৩,৯৩,০৭,৬৫৩ লিটার কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে। এর বিপরীতে ৫৮,৯৬,১৪৮ টাকা হ্যান্ডলিং চার্জ পাওয়া গেছে।

খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কনডেনসেট বিপণন: ২০২০-২১ অর্থবছরে মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড-কে ১৮,৬৭,৮৫,১৫১ লিটার ও মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড-কে ১৩,২১,০৫,২৮৯ লিটার কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ৩১,৮৮,৯০,৪৪০ লিটার কনডেনসেট সরবরাহের বিপরীতে ৩১,৮৮,৯০,৪৪০ টাকা প্রিমিয়াম /হ্যান্ডলিং চার্জ পাওয়া গেছে।

আশুগঞ্জ স্থাপনা হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে মোট ৩২,৪৭,৮৬,৫৮৮ টাকা প্রিমিয়াম/হ্যান্ডলিং চার্জ পাওয়া গেছে।

আশুগঞ্জ স্থাপনায় বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ও স্থাপনা হতে সরবরাহকৃত কনডেনসেটের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

সময়কাল	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং (লক্ষ লিটার)	
	গ্রহণ	সরবরাহ
প্রারম্ভ হতে ২০১৪	১৬,৫৫৮	১৬,৫৭৭*
২০১৪ - ২০১৫	৮৫০	৮৪৪
২০১৫ - ২০১৬	২,১৫৪	২,১৪৫
২০১৬ - ২০১৭	৩,৩২১	৩,৩৩৩*
২০১৭ - ২০১৮	৩,৪৩১	৩,৪১৭
২০১৮ - ২০১৯	২,৫৪০	২,৫৪৯*
২০১৯-২০২০	২,৩৭৭	২,৩৬০
২০২০-২০২১	৩৫৬৫	৩৫৮২

বি: দ্র: অতিরিক্ত কনডেনসেট প্রারম্ভিক মজুদ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কক্সবাজারের মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ভিত্তিতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে ১৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও EEBL এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্নের পর ১৯ আগস্ট ২০১৮ হতে বাণিজ্যিকভাবে MLNG টার্মিনাল থেকে জাতীয় গ্রিডে Regasified LNG (RLNG) সরবরাহ শুরু হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে ৯২,২১১.১ MMCF (২,৬১১.১৩ MMCM) RLNG সরবরাহ করা হয়েছে।

কক্সবাজারের মহেশখালীতে BOOT ভিত্তিতে Summit LNG Terminal Co.(Pvt.) Ltd কর্তৃক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন FSRU স্থাপনের লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্নের পর ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্রিডে RLNG সরবরাহ শুরু হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে ১২৩,৮৮৭.৭৯ MMCF (৩,৫০৮.১১ MMCM) RLNG সরবরাহ করা হয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদি এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে কাতারের Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd (৩) এর সাথে ১৫ বছর মেয়াদী ১.৮-২.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তির আওতায় Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. (Ltd) (3) (Qatar Gas) হতে ৪০টি কার্গোর মাধ্যমে ২.৪৬৩ Million Metric Ton (127.38 Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

দীর্ঘ মেয়াদি এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে Oman Trading International (পরিবর্তিত নাম OQT) এর সাথে ১০ বছর মেয়াদি ১.০-১.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২১ টি কার্গোর মাধ্যমে ১.২৯৯ Million Metric Ton (৬৭.৬৯ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি আমদানির সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৪ টি প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার সাথে MSPA স্বাক্ষর করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্পট মার্কেট হতে মোট ১১ টি কার্গোর মাধ্যমে ০.৬৯৯ Million Metric Ton (৩৬.৩৬ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

কয়লা উৎপাদন ও ভূগর্ভস্থ রোডওয়ে উন্নয়ন:

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫,৬০,০০০ টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৭,৫৩,৯৭২ টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে যা আলোচ্য অর্থবছরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ বেশী। অপরদিকে ভূগর্ভের ১,৮০০ মিটার রোডওয়ে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ২,৩১০ মিটার উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ বেশী। বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যেও ভূতাত্ত্বিক, কারিগরি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিসিএমসিএল তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

চলমান চুক্তি শেষে নতুন চুক্তির কার্যক্রম:

চলমান ৩য় এমপিএমএন্ডপি চুক্তির মেয়াদ শেষে পরবর্তী ৬ বছর মেয়াদী ৪র্থ চুক্তি প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৩য় চুক্তির সময়সীমা ১০ আগস্ট ২০২১ তারিখে শেষ হওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে চলমান ফেইস (১৩১০)-এর অবশিষ্ট অংশ হতে কয়লা উত্তোলন ও অত্যাবশকীয় স্থাপনা পরিচালনার স্বার্থে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করে কনসোর্টিয়ামকে ভ্যারিয়েশন অর্ডার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তির ক্যাপিট্যাল ইনভেস্টমেন্ট ইক্যুইপমেন্ট আইটেম-এর অনিষ্পন্ন কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা:

কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারি পরিস্থিতির কারণে সরকার কর্তৃক সাধারণ ছুটি ঘোষণার প্রেক্ষিতে গত ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম তাদের অধীনে নিয়োজিত সকল (১,০৪৯ জন) স্থানীয় শ্রমিকদের কাজ থেকে বিরত রাখে। ফলে ভূ-গর্ভ থেকে কয়লা উত্তোলন কার্যক্রমসহ সকল কর্মকান্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধাপে কোভিড টেস্ট ও কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন করে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ হতে স্থানীয় শ্রমিকদেরকে কাজের জন্য কনসোর্টিয়ামের নিকট হস্তান্তর কার্যক্রম শুরু হয়, ফলে ক্রমান্বয়ে খনির কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই মধ্যে চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য খনি এলাকায় ৪১ কক্ষ বিশিষ্ট (সংযুক্ত টয়লেট সুবিধাসহ) কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নির্মাণসহ কোয়ারেন্টাইন পরবর্তী শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী কোভিড পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টাইন শেষে ১৪ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৫৮ জন স্থানীয় শ্রমিককে কাজের জন্য কনসোর্টিয়ামের নিকট হস্তান্তর করা হলেও বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে নিজ বাড়িতে চলে গেলে জুলাই ২০২১ এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪৬০ জন শ্রমিক কনসোর্টিয়ামের অধীনে কাজে নিয়োজিত ছিল। কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় অর্জিত হওয়াসহ স্থানীয় শ্রমিকগণ দীর্ঘদিন একটানা খনির ভিতর অবস্থান করে কাজ করার প্রেক্ষিতে কর্মরত

৪৬০ জন শ্রমিকের প্রায় সকলেই স্ব-ইচ্ছায় নিজ বাড়িতে চলে গেলে ২৫ জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে ১৩১০ ফেইসের কয়লা উৎপাদন বন্ধসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজও সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কনসোর্টিয়ামের অধীনে খনিতে অবস্থানরত চীনা জনবলের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। মোট ২৯৪ জন চীনা জনবলের মধ্যে বর্তমানে ১২ জন কোভিড পজেটিভ রোগী ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং সদ্য নেগেটিভ/সুস্থ হওয়া ৯৩ জনসহ মোট ১৪৭ জন আইসোলেশনে/কোয়ারেনটাইনে রয়েছে। অবশিষ্ট ১৩৫ জনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভে এবং সারফেসের জরুরি স্থাপনা পরিচলিত হচ্ছে। খনিতে অবস্থানরত চীনা জনবলের মধ্যে কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়াসহ ভূগর্ভের জিওলজিক্যাল পরিবেশ অনুকূলে থাকা সাপেক্ষে তাদের মাধ্যমে সীমিত আকারে কয়লা উত্তোলন শুরু হওয়াসহ স্থানীয় শ্রমিকদের পুনঃনিয়োজিতকরণের কার্যক্রম শুরু হবে বলে কনসোর্টিয়াম সূত্রে জানা যায়।

ভূতাত্ত্বিক ও ভূজলীয় রিপোর্ট:

ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি থেকে সংগৃহীত ভূতাত্ত্বিক, ভূজলীয় তথ্য এবং ম্যাটেরিওলজিক্যাল তথ্য (যেমন: রেইন ফল ডাটা, আর্দ্রতার ডাটা ও তাপমাত্রার ডাটা) এবং সারফেসের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান পিজোমেট্রিক বোরহোল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে মাসিক ভূতাত্ত্বিক ও ভূজলীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ভূগর্ভ হতে অপসারিত পানির পরিমাপ:

বিসিএমসিএল এবং চাইনিজ কনসোর্টিয়ামের সাথে যৌথভাবে মাসে তিনবার খনির ভূগর্ভ হতে অপসারিত পানির পরিমাপ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খনির ভূগর্ভ হতে অপসারিত পানির পরিমাণ ২৩২৫ ঘনমিটার/ঘন্টা।

মূল্যবান কোরবক্স সংরক্ষণের জন্য আধুনিক কোর হাইজ নির্মাণ:

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ফিজিবিলিটি স্টাডি, উন্নয়ন ও উৎপাদন চলাকালিন বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত কোর সমূহ এবং এর উত্তর-দক্ষিণাংশের সম্প্রসারণ প্রকল্পসহ দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রায় ৫৭৭২ টি কোরবক্স সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক কোর হাইজ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উৎপাদন করা হয় এবং উক্ত সময়ে খনির ৪২১৪.৪০ মিটার নতুন রোডওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে উৎপাদিত পাথরের বিপরীতে মোট ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার মেট্রিক টন শিলা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্ধ ২৯৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা কোম্পানির কোষাগারে জমা হয়েছে। যা ছিল বিগত ৫ বৎসরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ:

(কোটি টাকায়) (সাময়িক)

ক্রমিক নং	সংস্থা/কোম্পানির নাম	খাত ভিত্তিক সরকারী কোষাগারে পরিশোধিত টাকার পরিমান						সর্বমোট
		এসডি/ভ্যা	ডিএসএল	ডিভিডেন্ড	কর্পোরেট ট্যাক্স	সিডি ও অন্যান্য	রয়্যালটি	
১।	পেট্রোবাংলা	৬১.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৭৪.০০	০.০০	১৬৩৫.৪১
২।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ	৪১৭.১৩	১৮৮.৩৪	৬২.৬৭	২৭.৫৭	০.০০	০.০০	৬৯৫.৭১
৩।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৯৪.৬৩	১৬.০৮	১২৫.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	২৪৩.৭১
৪।	বাপেক্স	৮৬.০৩	৪.৩৫	.৫০	৩.৬৯	০.০০	০.০০	৯৪.৫৭

৫।	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ	০.০০	১০.১৭	১৫৪.৩২	৩৪৬.০০	৬.৬১	০.০০	৫১৭.১০
৬।	জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি সিস্টেমস লিঃ	০.০০	৬.১৬	৮৬.৭৫	৫০.১০	১০.৭৯	০.০০	১৫৩.৮০
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	৪.২৭	২০.০০	৯.৫০	১.৪৪	০.০০	৩৫.২১
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	০.০০	১৬৫.০০	২৫.০০	২.৮৬	০.০০	১৯২.৮৬
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	৬৫.০০	৭.৪৭	১৬.৫০	৬.৭১	১.১৯	০.০০	৯৬.৮৭
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	০.০০	১৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৫০
১১।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ	৩২.৩৪	০.০০	২৩.০০	২২.০৭	২৫.০১	৬৩.৭১	১৬৬.১৩
১২।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ	১৪.৮৬	০.০০	৩.২৫	১৩.৩২	৫.৩৪	৪.০৭	৪০.৮৪
১৩।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ	০.০০	৩৫৩.৮৪	৫০.০০	২২.১৬	২১৯.৮৪	০.০০	৬৪৫.৮৪
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	০.০০	৬.৪২	১১.০০	২.৪৫	৫.০৮	০.০০	২৪.৯৫
	সর্বমোট =	৭৭১.৪০	৫৯৭.১০	৭৩১.৪৯	৫৩৬.৫৭	১৮৫২.১৬	৬৭.৭৮	৪৫৫৬.৫০

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

পেট্রোবাংলা ও এর আতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নযনমূলক কর্মকান্ড:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

- বৈদেশিক পরামর্শক ছাড়াই বাপেক্স-এর নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শাহবাজপুর-৩ কূপের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন করে বাপেক্স দক্ষতা ও যোগ্যতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। উক্ত কূপ হতে ঝুঁকিমুক্তভাবে দৈনিক (ক্ক)২০ এমএমএসসিএফ গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা যাবে।
- শ্রীকাইল ইস্ট-১ এ কূপের খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে ৫০ বিসিএফ গ্যাসের মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ কূপ হতে দৈনিক ১০-১২ এমএমএসসিএফ গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা যাবে।
- সমস্যাসংকুল তিতাস-৭ কূপে ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করায় উক্ত কূপ হতে কম বেশী দৈনিক প্রায় ১৫-২০ এমএমএসসিএফ গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা যেতে পারে।
- এসজিএফএল-এর সিলেট-৯ অনুসন্ধান কূপের খনন কাজ শুরু হয়েছে এবং উক্ত কূপের সফল সমাপ্তিতে সুসংবাদ বয়ে আনবে বলে বাপেক্স আশা পোষণ করে।
- বাপেক্স এর বিজয়-১০ রিগ দ্বারা পর্যায়ক্রমে ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূপের ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনার আওতায় নেয়া হয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে ১০ mmcfd গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হয়েছে

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ''তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিতাস ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার শেষে ০৪-০৬-২০২১ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। এ কূপটি হতে দৈনিক প্রায় ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। ''ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসরের স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প সাইটের Topographic survey I Geo-technical Investigation এর কাজ শেষ হয়েছে। পাশাপাশি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কম্প্রেসরসমূহের ডিজাইন-ড্রয়িং প্রণয়ন ও রিভিউকরণের কাজ চলছে। "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শকগণ কম্প্রেসরসমূহের বেসিক ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি প্রণয়নের নিমিত্ত কাজ করছেন।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

বাস্তবায়তি উন্নয়নমূলক র্কমকান্ডঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১.	পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যালাইটিক রিফরমিং (CRU) ইউনিট প্রকল্প (২য় সংশোধনী) বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ২০১২ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	রশিদপুরে দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেলক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট ও দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট হতে উৎপাদিত পেট্রোলকে ক্যালাইটিক রিফরমিং লাইটিক রিফরমিং এর মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ২৭১০ ব্যারেল অকটেন (৯৫+) ও ২৫.৬৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ৪৯৭৯৮.৩১ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের পিসিআর দাখিল করা হবে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

কোম্পানি ব্যয়ে

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১.	Construction of 20" X 140 psig distribution main from Pangaon valve station to Keraniganj BSCIC
২.	Construction of gas pipeline and DRS to improve the gas pressure situation at Ashkona-Gaoair.
৩.	তিতাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস পাইপলাইনের লিকেজ মেরামত এবং স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে ১" হতে ৩" ব্যাসের ৫০/১৫০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও লিংক লাইন নির্মাণ কাজ (পর্ব-১/২০২০ ও পর্ব-২/২০২০)। এলাকাঃ (ক) ঢাকার হাজারীবাগস্থ মনেশ্বর রোড (বিজিবি-৫ নং গেটের নিকট) (খ) ঢাকাস্থ গ্রীন রেসিডেন্সিয়াল সোসাইটি, ২০০ নং গলি, গ্রীনরোড (গ) ভাটারা থানাধীন নূরেরচালা, খিলবাড়ীরটেক, নয়ানগর, ফাশেরটেক, ছোলমাইদ, পুর্ব ভাটারা এলাকা (ঘ) যাত্রামুরা কাঁচপুর, সোনারগাঁও (ঙ) ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িস্থ প্রেম গলি, মাদ্রাসারোড এলাকা (চ) শের শাহগুরী রোড ১ নং বাসা হতে ১৪ নং বাসা পর্যন্ত ও ২৭/২৭ থেকে ২৭/১০ পর্যন্ত (ছ) নারায়নগঞ্জস্থ টানবাজার, মালে রোড এলাকা (জ) পুর্ব মুসলিমপাড়া (ব্রাহ্মনগাঁও), কুতুবপুর, নয়ামাটি, দেলপাড়া, পাগলা, ফতুল্লা, এলাকা এবং (ঝ) জোবিঅ-জামালপুর গ্যাস বিতরণ এলাকাস্থ গেইটপাড় এলাকার রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্পের উভয়পাশে স্থাপিত বিতরণ ও সার্ভিস লাইন স্থানান্তর; ঞ) ঢাকাস্থ ৬৯/১, পশ্চিম রাজাবাজার; (ট) টঙ্গী চেরাগ আলীস্থ বড় দেওড়া হতে

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
৩.	ভাদাম পর্যন্ত এলাকা; (ঠ) বনমালা, ধুমকেতু স্কুল রোড, টঙ্গী; (ড) কুদ্দুস খলিফা রোড, মরকুন, টঙ্গী; (ঢ) বাচ্চু টাওয়ার সংলগ্ন মোক্তার বাড়ি রোড, টঙ্গী; (ণ) বউ বাজার বাইতুল আম্বর মসজিদ সলগ্ন এলাকা, টঙ্গী; (ত) রোড নং ৫, মোহাম্মোদীয়া হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; (থ) রোড নং -১, সেকশন-১১, বক-ডি, মিরপুর, ঢাকা।
৪.	Rehabilitation of DN 20 in. x 140 psig, 10 in. x 140 psig and 10 in. x 50 psig gas pipeline in front of Apex Pharmaceutical Company Ltd. Mouchack, Kaliakoir, Gazipur.
৫.	Construction of 16 inchesdiameter Distribution Gas Pipeline from Tongi TBS To Kamarpara including Tongi TBSmodification For Dhaka Isolaton.
৬.	(ক) মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন এ গ্যাসের পুরাতন নেটওয়ার্ক কিল করে নতুন নেটওয়ার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপোজিট ওয়ার্ক কার্যক্রমের আওতায় ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৭৯৩ মিটার, ২ ইঞ্চি ব্যাসের ১২৮১ মিটার, ১ ইঞ্চি ব্যাসের ৯২ মিটার ও ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৩০৫ মিটার বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন স্থাপন কাজ; (খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন এলাকার মূল অংশে গ্যাস সরবরাহের জন্য বিকল্প উৎস হিসেবে ০৫ নং গেইটের সন্নিকটে বিদ্যমান ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি বিতরন লাইন হতে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি ৪৫ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
৭.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে (গণভবন), সংসদ ভবন এবং তদসংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ লাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজ।
৮.	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পে (২য় পর্যায়) ওয়াবদাপুল, হাজীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জস্থ এলাকার নির্মানাধীন ব্রীজের সাইটে তিতাস গ্যাসের ১২, ৮, ৬, ৪ ও ২ ইঞ্চি ব্যাসের বিতরণ ও সার্ভিস গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ।

ডিপোজিট/গ্রাহক ব্যয়ে

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১.	Construction of internal gas distribution pipeline and DRS for gas supply to BSCIC API industrial Park Baushia mouza Gozaria Upazilla Munshigonj Under Deposit Work
২.	Construction of 16 in.x 8.5 km x 140 psig DM line from Amin Bazar CGS to Leather Industrial Estate,Hemayetpur,Savar and Fabrication Installation and Commissioning of a 40 MMCFD DRS therein.
৩.	Construction of DN 12"x 50 psig Internal Gas Distribution Pipeline at Jamalpur Economic Zone Limited, Roghunathpur, Dighuli, Jamalpur (Under Deposite Work)
৪.	Shifting of 3 in. dia and 8 in. dia. 50 psig distribution gas pipe line and 10 in. dia. 140 psig distribution line from chainage 26637.94 to chainage 27008.07 km for SASEC project located at Gorai Bazar Area, Mirzapur, Tangail
৫.	SHIFTING OF 12 INCH DIAMETER X 140 PSIG DISTRIBUTION MAIN GAS PIPE LINE, 3 INCH DIAMETER X 50 PSIG DISTRIBUTION GAS PIPE LINE WITH RMS AND REHABILITATION OF 3 INCH VAVLE FOR EXTENTION PROJECT OF HAZRAT SHAH JALAL INTERNATIONAL AIRPORT.

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
৬.	ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চুনকুটিয়া এলাকায় চেইনেজ ৩৪+০৭৩ হতে ৩৪+৩২০ এ সড়কের এলাইনমেন্টে বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ।
৭.	ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চুনকুটিয়া এলাকায় চেইনেজ ৩৩+৯৮০ হতে ৩৪+২০০ এ সড়কের এলাইনমেন্টে বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ।
৮.	মেসার্স সাউথ ইষ্ট টেক্স (প্রা.) লি, গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল এর ব্যয়ে ৬" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৩৪ মিটার বিতরণ ও সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
৯.	মেসার্স এম এইচ জুট মিলস লিঃ, গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল এর ব্যয়ে ৪" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৭৩ মিটার বিতরণ ও সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
১০	মেসার্স মোতাহার টেক্সটাইল, বাজবি, দুপ্তরা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ এর ব্যয়ে ২" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১২.২০ মিটার বিতরণ ও সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
১১.	মেসার্স নীট কনসার্ন লিঃ, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড,সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এর ব্যয়ে ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৪৫ মিটার বিতরণ লাইন ও ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
১২.	অনন্ত ক্যাজুয়াল ওয়্যার লিঃ, কুনিয়া, অয়াচরী, বোর্ডবাজার, গাজীপুর
১৩.	মেসার্স প্যাকমেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, একুতা, মুক্তারপুর, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
১৪.	মেসার্স উইন্ডি ওয়েট এন্ড ডাইং প্রসেস লিঃ, ৯৩৬, ভোগড়া, চৌধুরী বাড়ী সড়ক, গাজীপুর
১৫.	মেসার্স হাবীব হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ২৩, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী, তেজগাঁও, ঢাকা এর ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪০০ মিটার বিতরণ ও ৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
১৬.	মেসার্স আলী হোসেন টেক্সটাইল (প্রা.) লিঃ, ৬৩১, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এর ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৪৫৫ মিটার বিতরণ ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৪৩ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
১৭.	মেসার্স নীট ফেয়ার লিঃ, এনায়েত নগর, লাকী বাজার, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৭০ মিটার বিতরণ ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৯ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
১৮.	মেসার্স গাজী পাইপস, কর্ণগোপ, বরপা, রুপসী, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এর ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৭০ মিটার বিতরণ ও ৩" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১২ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
১৯.	মেসার্স গাজী ট্যাংক ইউনিট-৪, কর্ণগোপ, বরপা, রুপসী, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এর ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১০০ মিটার বিতরণ ও ৩" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৫ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
২০.	মেসার্স এ্যাম্বায়ান্ট স্টীল মিলস্ লিঃ এর জন্য নতুন বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।
২১.	মেসার্স এইচ আর রি-রোলিং মিলস্ লিঃ
২২.	মেসার্স রিফাত গার্মেন্টস লিঃ।
২৩.	মেসার্স মার্ক সোয়েটার লিঃ
২৪.	মেসার্স জে এস এপারেলস হোসিয়ারী ডিভিশন (গ্রাহক সংকেত-৩৩৮০৭৬৪), ৬০২, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
২৫.	মেসার্স শাহজালাল ওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ (গ্রাহক সংকেত-৩০৭০১৫৮), পট নং ৫, রোড নং ১৪, শ্যামপুর (দ্বিতীয় পর্ব) কদমতলী শি/ এ, ঢাকা-১২০৪।
২৬.	মেসার্স রেডিয়েন্স নীটওয়্যার লিঃ (গ্রাহক সংকেত-৩৩৮০২৯৩/ ৮৩৮০২৯৩), জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
২৭.	মেসার্স শোভন সিল্ক এন্ড নিটিং মিলস (গ্রাহক সংকেত-৩০৬০২৭৫), পশ্চিম মাসদাইর, ফতুল্লা এর ৮"Ø x ১৪০ পিএসআইজি x ২১৩৪ মিটার বিতরণ লাইন ও ৪" Ø x ১৪০ পিএসআইজি x ১২ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
২৮.	মেসার্স আকিজ সিরামিক লিঃ ২০"Ø x ১৪০ পিএসআইজি x ১ কি মি বিতরণ লাইন ও ১৬"Ø x ১৪০ পিএসআইজি x ১১.২ মিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
২৯.	মেসার্স মেঘনা এপারেল-২১ লিঃ, শিশির চালা, বাঘের বাজার, গাজীপুর ৬"Ø x ১৪০ পিএসআইজি x ২০ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
৩০.	মিরপুর আর্মিক্যাম্প এলাকার মধ্যে বিদ্যমান ২"Ø x ৫০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন ও সংশ্লিষ্ট সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ।
৩১.	মেসার্স ক্রিডেন্স টেক্সটাইল এন্ড মিলস্ লিঃ (গ্রাহক সংকেত-৩৩৭০৭০৫), তিনগাঁও, দুপ্তারা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ এর ২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৫ মিটার সার্ভিস লাইন প্রকল্প।
৩২.	মেসার্স আকিজ সিরামিক লিঃ ২০" x ১৪০ পিএসআইজি x ১ কি মি বিতরণ লাইন ও ১৬"Ø x ১৪০ পিএসআইজি x ১১.২ মিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
৩৩.	মেসার্স রকি নিটিং মিলস (প্রা.) লিঃ, ডহরগাঁও বালিয়াপাড়া, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এর ব্যয়ে ৪" Ø x ১৪০ পিএসআইজি x ২৪ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
৩৪.	মেসার্স রেনেসাঁ এপারেলস লিঃ, বিকেবাড়ী, মির্জাপুর, গাজিপুর সদর এর ৪" Ø x ১৪০ পিএসআইজি x ৪৩ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
৩৫.	মেসার্স নীট পাস এর নতুন সার্ভিস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।
৩৬.	মেসার্স নাহিদ কটন মিলস লিঃ
৩৭.	জামালপুর রেলওয়ে ওভারপাস বরাবরে পাইপলাইন প্রতিস্থান প্রকল্প

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

ক) বাখরাবাদ গ্যাস "ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার" এর মাধ্যমে অন-লাইন বিল প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

খ) ইনভেন্টরী কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কোম্পানির সকল উপকরণের স্টক, কষ্টিং ও আইটেমওয়ারী মালামালের প্রাপ্যতা অন-লাইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ) কোম্পানির তালিকাভূক্ত ঠিকাদারগনের তালিকাভূক্তি নবায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কন্ট্রাক্টর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হয়েছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

মার্কেটিং ও ফিন্যান্স ডিভিশনের জন্য ওয়েববেজড সফট্ওয়্যার:

কেজিডিসিএল এর বিপণন ও ফিন্যান্স ডিভিশনের জন্য আইআইসিটি, বুয়েট এর সহায়তায় একটি ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ইন্ট্রিগ্রেটেড সফট্ওয়্যার এবং অনলাইন বিলিং সফট্ওয়্যারে নতুন ফিচার সংযুক্তকরণ ও ইউজার ফ্রেন্ডলি করাসহ সাপোর্ট সার্ভিস প্রদানের জন্য আইআইসিটি, বুয়েটের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে সফট্ওয়্যার দু'টির ডেভলপমেন্ট পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সফট্ওয়্যার দু'টি ব্যবহার করে কেজিডিসিএল এর সকল গ্রাহকের যাবতীয় তথ্য ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে সার্ভারে সু-সংরক্ষিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। উক্ত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে একাউন্ট এবং খাত ভিত্তিক ডিমান্ড নোট যেমন: গ্যাস বিল হিসাব সংক্রান্ত ডিমান্ড নোট, সাধারন হিসাব সংক্রান্ত ডিমান্ড নোট, বিবিধ হিসাব সংক্রান্ত

ডিমান্ড নোট প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। উক্ত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে পেট্রোবাংলা/মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরে দ্রুততার সাথে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা, কোম্পানির ভিজিল্যান্স কাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং দ্রুততম সময়ে গ্রাহকের গ্যাস বিল প্রস্তুত ও প্রেরণ করার মাধ্যমে নির্ভুলভাবে রাজস্ব আদায় করা সম্ভবপর হচ্ছে।

অনলাইন বিলিং:

কোম্পানির সকল শ্রেণির গ্রাহকগণ বর্তমানে চট্টগ্রামের ২৩ (তেইশ) টি ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে অনলাইনে গ্যাস বিল পরিশোধ করছেন। কেজিডিসিএল এর ননমিটার্ড আবাসিক গ্রাহকগণ বিকাশ, রকেট, নেক্সাস পে, ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন। এছাড়া বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবা "নগদ"-এর মাধ্যমে গ্যাস বিল আদায়ের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। "নগদ"-এর মাধ্যমে গ্যাস বিল আদায়ের জন্য এপিআই ইন্ট্রিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, শীঘ্রই "নগদ" এর মাধ্যমে কেজিডিসিএল ননমিটার্ড গ্রাহকগণের গ্যাস বিল আদায় করা সম্ভব হবে। ইতঃপূর্বে চলমান বিভিন্ন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (শিউর ক্যাশ, টেলিক্যাশ, মাইক্যাশ) এবং গ্রামীণফোনের "বিল-পে" সিস্টেমের মাধ্যমেও আবাসিক গ্রাহকদের নিকট হতে বিল আদায়ের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

অনলাইন বিলিং ট্রান্সেকশন (transaction) মনিটরিং এর জন্য ড্যাশবোর্ড:

অনলাইন বিলিং সংক্রান্ত গ্রাহকের যাবতীয় তথ্য ও বিল সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়ার জন্য একটি ইউজার ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন ব্যাংকের লেনদেন মনিটরিং এর জন্য কেজিডিসিএল এর আইটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ইনহাউস অনলাইন বিলিং ট্রান্সেকশন (transaction) ড্যাশবোর্ড ডেভেলপ করা হয়েছে।

ননমিটার্ড কাস্টমার ড্যাশবোর্ড:

কেজিডিসিএল-এর ননমিটার্ড গ্রাহকগণের বিভিন্ন তথ্য দেখার জন্য ইনহাউস ননমিটার্ড কাস্টমার ড্যাশবোর্ড ডেভোলাপ করা হয়েছে। এই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে গ্রাহকগণ বিভিন্ন তথ্য যেমনঃ গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, সংযোগের তারিখ, বার্ণারের তথ্য, ডিসকানেকশন, রিকানেকশন তথ্য এবং বিল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দেখতে পারেন।

অনলাইন নোটিশ ডিসপে বোর্ড:

কেজিডিসিএল-এর সকল প্রকার নোটিশ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অনলাইনে ডিসপে করার জন্য আইটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক অনলাইন নোটিশ ডিসপে বোর্ড ডেভেলপ করা হয়েছে। যার ফলে গ্রাহকগণ সহজেই বিভিন্ন তথ্য জানতে পারছেন।

হটলাইন:

কোম্পানির গ্যাস লাইনের বিভিন্ন সমস্যা, দুর্ঘটনাজনিত তথ্য ও জরুরি প্রয়োজনে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে সহজে ও দ্রুত যোগাযোগ করার সুবিধার্থে হটলাইন/হেল্প লাইন "১৬৫১২" চালু করা হয়েছে।

ডিজিটাল ডিসপে বোর্ড স্থাপন:

কেজিডিসিএল এ ডিজিটাল ডিসপে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে উক্ত ডিজিটাল ডিসপে বোর্ডে গ্রাহকের সেবা সর্ম্পকিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রি-পেইড মিটারিং কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য ড্যাশবোর্ড:

বিভিন্ন ব্যাংকে এবং হেড অফিসে স্থাপিত প্রি-পেইড কার্ড রিচার্জ সেন্টারে রিচার্জ কার্যক্রম তাৎক্ষণিক মনিটরিংয়ের জন্য কেজিডিসিএল ইনহাউস ড্যাশবোর্ড ডেভেলপ করে। এর মাধ্যমে রিচার্জ সংক্রান্ত সমস্যা এবং কাস্টমার সাপোর্ট ও সরাসরি মনিটরিং করা যায়।

কেজিডিসিএল কাস্টমার পোর্টাল:

কেজিডিসিএল এর গ্রাহকগণ যাতে তাদের বিল সংক্রান্ত আপডেট তথ্যাদি সহজে জানতে পারে সে লক্ষ্যে ওয়েববেজড কাস্টমার পোর্টাল (billing.kgdcl.gov.bd) কাস্টমাইজড করা হয়েছে। উক্ত পোর্টালের মাধ্যমে ননমিটার্ড আবাসিক গ্রাহকগণ চলতি মাসের বিলসহ তাদের বকেয়া বিলসমূহ (যদি থাকে) যাচাই করতে পারেন এবং এমএফএস, পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বকেয়া বিল পরিশোধ করতে পারবেন। মিটারভিত্তিক গ্রাহকদের নিকট এসএমএস, ই-মেইলের মাধ্যমে বিল সংক্রান্ত তথ্য ও কাস্টমার পোর্টাল এর লিঙ্ক পাঠানো হয়। গ্রাহক কাস্টমার পোর্টাল হতে বিল ডাউনলোড করে পরিশোধ করতে পারেন।

আবাসিক সংযোগে প্রি-পিইড মিটার স্থাপন:

প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয়রোধের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ এবং গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কেজিডিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৪১৬১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে আবাসিক গ্রাহকদের মাসিক গ্যাস ব্যবহার ৭৭ ঘনমিটার থেকে ৪০ ঘনমিটারে এ হ্রাস পাবে। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়বে, মনিটরিং ব্যয় কমবে এবং পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩।

- গত ১৮-০৫-২০২১ তারিখে বর্ণিত অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী হয়েছে এবং ৩১/০৭/২০২১ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে EOI কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে RFP কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোম্পানির বিতরণ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৭০৩টি সাইট পরিদর্শন করা হয়; বিভিন্ন ডিআরএস ও গ্রাহক এমআরএ/আরএমএস-এ প্রায় ২৮৪ জন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণির ৫৬৮ জন গ্রাহকের এমআরএ/আরএমএস-এ সিকিউরিটি পেপার সীল স্থাপন করা হয়। বিতরণ নেটওয়ার্কে ২৭৪টি স্থানে গ্যাস লিক, গ্রাহক আঙ্গিনায় রাইজার ও অভ্যন্তরীণ লাইনে ৬৩৮ সংখ্যক গ্যাস লিক, গ্যাস লিকেজজনিত ২০টি অগ্নিকান্ড ও ৩৯৪ জন গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হওয়ার অভিযোগ বর্ণিত অর্থবছরে সমাধা করা হয়। বর্ণিত অর্থবছরে 'Procurement of services for implementation of mobile gas leak detection system' বাস্তবায়নের জন্য গ/ং. Zicom Equipment Pte. Limited এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৮৪০ কি.মি. গ্যাস বিতরণ লাইনের লিক শনাক্তকরণের জন্য মোবাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়; এতে ৫,৫৯৫টি সম্ভাব্য গ্যাসলিকেজ পাওয়া গিয়েছে। উল্লিখিত সংখ্যক গ্যাস লিক হতে দৈনিক গ্যাস অপচয়ের পরিমাণ প্রায় ৩.৫৭ মিলিয়ন ঘনফুট। হাতে বহনযোগ্য মেশিনের সাহায্যে বর্ণিত লিকসমূহ লোকালাইজেশনের কাজ চলমান আছে। আলোচ্য অর্থবছরে 'ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম' প্রকল্পের অধীনে ইত:পূর্বে মেরামতকৃত ৮,২৩৯টি আবাসিক/বাণিজ্যিক গ্রাহকের রাইজার ১ম পর্যায়ে মনিটর করা হয় ও ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC) স্বীকৃত ফার্ম এর মাধ্যমে ভেরিফাই করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত কোম্পানির বিতরণ নেটওয়ার্ক-সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ নিম্নরূপ :

- বোয়ালখালী খালের তলদেশে স্থিত কেজিডিসিএল এর ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপবিশিষ্ট ১৯৫ মিটার গ্যাস পাইপ লাইনে লিকেজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মিলিটারি পুল সেতু বরাবর নতুন করে পাইপ লাইন স্থাপন ও নেটওয়ার্কের সাথে হুক-আপ;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক কাপ্তাই এর ওয়াজা ছড়া ব্রীজ নতুন করে নির্মাণ করায় সেতুর অ্যালাইনমেন্ট-এ স্থিত কেজিডিসিএল এর ৪ বার চাপবিশিষ্ট ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৮০ মিটার পাইপ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ও নেটওয়ার্ক এর সাথে হুক-আপ;
- কেজিডিসিএল এর বিতরণ-উত্তর গ্যাস নেটওয়ার্কের মাটির নিচে/বিটুমিন কার্পেটিং/সিসি ঢালাইয়ের নিচে চলে যাওয়া ভাল্‌ভপিটসমূহ মেরামত ও উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ কাজের (পর্ব-০৩) আওতায় নতুন করে ১০টি ভাল্‌ভ স্থাপন, ৮০টি ভাল্‌ভ পিটের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ২০টি ভাল্‌ভ পিট মেরামত;
- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্পের পশ্চিম (পতেঙ্গা) প্রান্তের অ্যাপ্রোচ সড়ক অতিক্রমকারী ও অ্যাপ্রোচ সড়কে নির্মাণাধীন আন্ডারপাসের অ্যালাইনমেন্টে স্থিত ২ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪৪ মিটার গ্যাস পাইপ লাইন নির্দিষ্ট দূরত্ব ও নিরাপদ গভীরতায় স্থানান্তর কাজ;
- 'চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ'- শীর্ষক প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্টে স্থিত কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন ব্যাসের গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল/ড্রেন পুনঃখনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প এলাকার অ্যালাইনমেন্ট-এ স্থিত কোম্পানির বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ লাইন সাময়িকভাবে ডাইভারশন, স্থানান্তর, পুনঃস্থাপন কাজ।

ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ:

গ্যাস অতি মাত্রায় দাহ্য পদার্থ যা এম এস পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। পাইপ লাইনের ক্ষয়জনিত কারণে গ্যাস লিকেজ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসহ জননিরাপত্তা মারাত্মকভাবে **বিঘ্নিত** হতে পারে। তাই জানমালের নিরাপত্তাসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত পাইপের ক্ষয়রোধকল্পে ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম একটি অপরিহার্য কারিগরি ব্যবস্থা। এ প্রেক্ষিতে কেজিডিসিএল এর উচ্চ চাপ বিশিষ্ট রিং-মেইন পাইপ লাইন, রাউজান তাপ বিদ্যুৎ পাইপ লাইন, কেপিএম স্পার লাইন, সেমুতাং পাইপ লাইন, বড়তাকিয়া হতে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ও এর অভ্যন্তরে এইচপি ডিআরএস পর্যন্ত পাইপ লাইন, আনোয়ারা সিজিএস হতে শিকলবাহা পাওয়ার স্টেশন পর্যন্ত পাইপ লাইন, আনোয়ারা সিজিএস হতে সিইউএফএল/কাফকো পর্যন্ত পাইপ লাইনসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিতরণ পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা এবং নিরাপদ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের স্বার্থে ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান। গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইনের চঝচ (Pipe to Soil Potential) রিডিং পর্যালোচনা পূর্বক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (যদি পাওয়া যায়) কারিগরি বিনির্দেশ অনুযায়ী ম্যাগনেশিয়াম এ্যানোড স্থাপন করে ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেমকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করা হয়। তাছাড়া কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত ২৬টি টিইজি/টিআরযুক্ত সিপি স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে সিপি সিস্টেম সচল রাখা হয়েছে। অপরদিকে সিপি স্টেশনসমূহের মধ্যে দুর্বল গ্রাউন্ড বেড চিহ্নিত করে নতুন গ্রাউন্ড বেড স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় স্থানে নতুন সিপি স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রমও অব্যাহত আছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মকান্ড:

পিজিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় বর্তমানে স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন (১৫০ পিএসআইজি পর্যন্ত) নেটওয়ার্কের পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

- নলকাস্থ বর্তমান হেড অফিস কমপেক্সে নির্মিতব্য ওয়াকওয়ে, মেইন ড্রেইন ও বাউন্ডারি ওয়াল উঁচুকরণ সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- নলকা-সিরাজগঞ্জ রোডের মেডিকেল কলেজ গেট হতে চন্ডিদাসগাতী ব্রিজ পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- রাজশাহী কোর্ট হতে মোল্লাপাড়া পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

পিজিসিএল এর প্রধান কার্যালয়ে অপারেশন ভবনের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলার নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

পাইপ লাইন নির্মাণ:

নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (**এনডবিউপিজিসিএল**)-এর অর্থায়নে রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য **এনডবিউপিজিসিএল** এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএ)-এর যৌথ **তত্ত্বাবধানে** প্রয়োজনীয় গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণের বিষয়ে গত ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে উক্ত কোম্পানিদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (GgIBD) স্বাক্ষরিত হয়। সে অনুযায়ী **এনডবিউপিজিসিএল** কর্তৃক আহবানকৃত দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োগকৃত বৈদেশিক ঠিকাদার M/S China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited কর্তৃক জিটিসিএল-এর খুলনাস্থ আড়ংঘাটা সিজিএস হতে রূপসা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি এবং খুলনা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি আঙ্গিনা পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৯.২১২৭ কি.মি. এবং ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১.৮৫৫৩ কি.মি. অর্থাৎ মোট ১১.০৬৮ কিঃ মিঃ পাইপ

লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন এবং ২৮০ পিএসআইজি চাপে বর্ণিত পাইপলাইনে গ্যাস প্যাকিং করে সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অস্থায়ী আরএমএস ও পাইপলাইন স্থাপনপূর্বক ভোলার বোরহানউদ্দিনস্থ নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড (এনবিবিএল)-এর ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহ:

ভোলার বোরহানউদ্দিনে অবস্থিত নির্মাণাধীন নূতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ (এনবিবিএল) এর ২২০ মেঃওঃ গ্যাস/ ২১২ মেঃওঃ (এইচএসডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস কমিশনিংয়ের জন্য অস্থায়ী আর এম এস এবং পার্শ্ববর্তী পিডিবি ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি আঙ্গিনায় বিদ্যমান ১০" ব্যাসের অফটেক হতে ৮" ব্যাসের ৩০০ মিটার অস্থায়ী পাইপলাইন স্থাপনপূর্বক উক্ত আরএমএস ও পাইপলাইন ১২-১৩ সেপ্টেম্বর'২০২০ তারিখে কমিশনিং করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির অনুমোদিত লোড দৈনিক ৩৮ এমএমসিএফডি। গত ০১/০৬/২০২১ তারিখ হতে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের COD শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বানিজ্যিকভাবে গ্যাস সরবরাহ চালু রয়েছে।

ভোলাতে ২৫,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওভারহেড কনডেনসেট ট্যাংক স্থাপন:

অত্র কোম্পানির আওতাধীন ভোলা এলাকায় অবস্থিত তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস ও ভোলা ডিআরএস-এ সংগৃহীত কনডেনসেট কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৫,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওভারহেড কনডেনসেট ট্যাংক, ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস আঙ্গিনায় নির্মাণ করা হয়েছে।

এসজিসিএল এর বিদ্যমান সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ:

প্রাথমিকভাবে এসজিসিএল এর বিদ্যমান ৩৩ কিঃ মিঃ সঞ্চালন লাইন এবং ৭২ কিঃ মিঃ বিতরণ লাইনের ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে যা ইতোমধ্যেই লাইভে এসেছে। ডিজিটাল ম্যাপের মাধ্যমে স্থাপিত পাইপলাইনের কোন স্থানের অবস্থান (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ), পাইপের গভীরতা, রুট এল্যাইনমেন্ট, গ্যাসের চাপ, পাইপের ব্যাস, ভাল্ব পিট, সিপি টেস্ট পয়েন্ট ইত্যাদি অনলাইনে দেখা যাবে।

ইভিসি মিটারের মাধ্যমে বিল গ্রহণ প্রক্রিয়া চালুকরণ:

এসজিসিএল এর আওতায় ইভিসি মিটার স্থাপনযোগ্য সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা ০৬টি (শিল্প-০৪টি ও ক্যাপটিভ-০২টি)। বর্তমানে সকল ইভিসি মিটারের কমিশনিং করা হয়েছে এবং ইভিসি মিটারের মাধ্যমে রিডিং নিয়ে গ্যাসের বিল প্রদান করা হচ্ছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) চালুকরণ:

শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বিকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পিত শিল্প এলাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর প্রধান কার্যালয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ হতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) সেবা চালু করা হয়েছে।

এছাড়া, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামালের ইনভেন্টরীকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভোলা এলাকায় স্থাপিত বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ ও সার্ভিস পাইপলাইনের ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম আপগ্রেডেশন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ভোলা সদরে নতুন একটি পোল মাউন্টেড ট্রান্সফার্মার রেক্টিফায়ার (টিআর) সেট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইন সিপি মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিতে ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য Expression of Interest (EoI) আহবান করা হয়েছে। টার্মিনাল ডেভলপার নির্মাণের লক্ষ্যে ০৮ টি প্রতিষ্ঠানকে শর্ট লিস্ট করা হয়েছে। মাতারবাড়ি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। Land Based LNG Terminal নির্মাণের লক্ষ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে ৪৫.২৩ হেক্টর একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) ক্রস-বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে RLNG সরবরাহের বিষয়ে গত ১১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রস্তাব দাখিল করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় এপ্রিল ২০১৭ মাসে IOCL ও পেট্রোবাংলার মধ্যে এ বিষয়ে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও গত ০৮ জুন ২০২১ তারিখে H-Energy কর্তৃক ক্রস-বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে RLNG সরবরাহ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব দাখিল করা হয়। গত ১৬ জুন ২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলার সাথে H-Energy এর MoU স্বাক্ষরিত হয়।

এছাড়াও, এলএনজি অবকাঠামো উন্নয়নে "Procurement of an individual Legal Consultant for LNG Terminal Development, LNG Import and other LNG Activities" শীর্ষক প্রকল্পের টিএপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে । ৩০শে জুন ২০২১ তারিখে উক্ত প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়েছে ।

এতদব্যাতিত কোম্পানিতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হিসেবে সেন্ট্রাল ও জোনাল ওয়ার্কশপে নিম্নলিখিত কার্যসম্পাদন করা হয়েছে -

ক) Racking out old plaster & new plaster works of main building, boundary walls, tiles & sanitary works for toilets, painting works of main building, boundary walls & french polishing etc. of Zonal Workshop of RPGCL at Donia, Rayerbagh, Dhaka কাজ।

খ) Racking out old plaster & new plaster works of boundary walls, painting works of main building, Centrel Workshop, boundary walls, french polishing, Replacement of Roof Sheet of CNG Filling Station etc. works for Central Workshop of RPGCL at Khilkhet, Dhaka কাজ।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর তারিখ	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস
১.	মহেশখালী-জিরো পয়েন্ট (কালাদিয়ার চর) (ধলঘাট পাড়া) সিটিএমএস গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	অক্টোবর ২০১৮	টাকা ৩০১৭৭.০০ লক্ষ	মার্চ ২০২১	জিটিসিএল, কেজিডিসিএল, টিজিটিডিসিএল এবং বিজিডিসিএল।
২.	মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই ২০১৬	টাকা ১৩১৪৭২.০০ লক্ষ	জুন ২০২১	জিটিসিএল, কেজিডিসিএল, টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল এবং এসজিএফএল।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

ক) প্রকল্পের নাম: ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এক্সটেনশন অব এক্সিসটিং আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দ্যা সাউদার্ণ এন্ড দ্যা নর্দার্ণ সাইড অব দ্যা বেসিন উইদাউট ইন্টারাপশন অব দ্যা প্রেজেন্ট প্রোডাকশন (২য় সংশোধিত)।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: ০১ এপ্রিল ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

প্রকল্পের ব্যয়: ৬৭২৫.০৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ: ০৮ এপ্রিল ২০১৫

প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান: Joint Venture of JOHN T. BOYD COMPANY (JTB), USA and Mazumder Enterprise, Bangladesh.

প্রকল্পের ভৌত কাজ শুরু: ০২ মার্চ ২০১৭

প্রকল্প শেষ হওয়ার তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকল্পের ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল: ৩০ আগষ্ট ২০১৮

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পেট্রোবাংলায় প্রেরণের তারিখ: ১৬ জুন ২০১৯

খ) প্রকল্পের নাম: ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: ০১ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ৩১ মার্চ ২০২০।

প্রকল্পের ব্যয়: ১৮৩৩২.০৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান: Joint Venture of MIBRAG Consulting International GmbH, Germany; FUGRO Consult GmbH, Germany and Runge Pinacock Minarco Limited, Australia .

প্রকল্পের ভৌত কাজ শুরু: ০১ জুন ২০১৭

প্রকল্প শেষ হওয়ার তারিখ: ৩১ মার্চ ২০১৮

প্রকল্পের ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পেট্রোবাংলায় প্রেরণের তারিখ: ১৫ জুন ২০২০

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোম্পানির প্রধান অফিস ডুয়েল সোর্স Wi-Fi ও ইন্টারনেট কেবল নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম যথাসম্ভব ইজিপি স্টোরিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সফটওয়ার ভিত্তিক স্টোর ইনভেন্টরী, মার্কেটিং সফটওয়্যার, সিটিজেন চার্টার, ERM এর জন্য ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির প্রধান গেটসমূহের নেইম পেট ডিজিটাল করা হয়েছে। পাথর সরবরাহকারী ডিলারদের প্রতিনিধিদের জন্য ওয়েটিং রুম ও ওয়াশ রুম তৈরি করা হয়েছে। এমজিএমসিএল-এর স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তন ও SMS এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা ও সিসিটিভি এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

০১। রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প:

সেমুতাং সাউথ-১ অনুসন্ধান কূপ:

খনন ঠিকাদার 'সকার' সেমুতাং সাউথ-১ কূপ গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখ খনন কাজ শুরু করে। ৩০২০ মিটার গভীরতায় ০৪/০১/২০১৯ তারিখে খনন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে বাণিজ্যক ভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ পাওয়া যায়নি।

জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ:

ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ত কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক ক্রয় কার্যের আওতায় কেসিং: কেসিং এক্সেসরিজ এবং লাইনার হ্যাংগার এবং ড্রিল বিট, এপিআই ক্লাস জি সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস ও সিমেন্টিং রানিং ইলেকট্রিকাল স্পেয়ার্স, ওয়েল সার্ভিসিং টুলসসহ সমস্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং শুধুমাত্র ওয়েল কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ও চোক মেনিফোল্ড এর ২ টি লটের মধ্যে ২য় লটের মূল্যায়ন কাজ চলছে। ৫টি লটে ৩য় পক্ষীয় বৈদেশিক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৫টির চুক্তি সম্পন্নপূর্বক এলসি সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রকল্পের সার্ভিস প্রদান কাজে সংযুক্ত হয়েছে। গত ০১/০৩/২০২১ তারিখে Spun ওহ করা হয়। ১০৭১ মিটার খনন করে Surface Conductor Casing যথাক্রমে ৩০দ ও ২০দ স্থাপনাসহ সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৩½" Section G Casing বসানোপূর্বক সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। সে হিসেবে ৯⅝" Section এর Drilling কার্যক্রম শুরু হয়ে ২৯৮১ মিটার খনন কাজ সম্পন্ন হয়ে Cementation সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি জোনের মধ্যে ২টি DST সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৬/০৬/২০২১ তারিখে DST-1 Operation সম্পন্নের মাধ্যমে Zone-1 (২৮৮০-২৮৮৮) এ ৮মিটার এ ১০ MMCFD গ্যাসে ৩৪ Choke Size এর মাধ্যমে ১২৭০ PSI তে Flow করানো হয় এবং এ জোনে পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়। DST-2 সম্পন্ন শেষে সেখানে গ্যাসের উপস্থিতি কাঙ্খিত হয়নি। DST-3 ও DST-4 এর কাজ চলামান আছে।

০২। রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প:

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৫০০ লাইন কি.মি. জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পে ঢাকা অফিসে সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৬৩০.৩৫ লক্ষ টাকা সহ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৯৪২২.৬৪ লক্ষ টাকা।

০৩। Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field:

প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন শেষে বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৩৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বনিম্ন আর্থিক দরদাতা প্রতিষ্ঠান 5Blue process Equipment Inc, Canada এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যাংক HSBC, Vancuber Branch, AB, Canada eivei Letter of Credit প্রেরণ করা হয়েছে, যা উক্ত ব্যাংক কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২১ গৃহীত হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 5Blue Process Equipment Inc, Canada স্থাপিতব্য প্রসেস প্ল্যান্টের ক্ষমতানুসারে প্ল্যান্টের Process Flow Diagram (PFD), Process and Instrumentation Diagarm (p&ID), Heat and Material Balance Data sheet, process Simulation Data sheet, material and safety Data sheet, Gas gathering pipe lay out and assembly drawing including road crossing, plot plan of process plant, Renovation of control room and MCC room এর বেসিক ড্রয়িং ইতোমধ্যে সংশোধনের লক্ষ্যে দাখিল করেছেন। বেসিক ড্রয়িংসমূহ প্রাথমিক সংশোধনের পর ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

শাহবাজপুর ইষ্ট #১ কূপ হতে প্রসেস প্ল্যান্ট পর্যন্ত আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন এর Right of way (RoW) এর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ফসল, শস্য, খামার ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসক, ভোলা এর কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। স্থাপিতব্য প্রসেস প্ল্যান্ট এলাকায় Susbsoil Investigation টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং Investigation এর রিপোর্ট প্রকল্পে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় Environmental Impact Assesment কাজ সম্পাদনের জন্য সার্ভিস প্রদানকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Environment and Resource Analysis Center Limited

(ENRAC) এর সাথে গত ৩ মার্চ, ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জরিপ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের Department of Environment থেকে Terms of Reference অনুমোদন এবং Exemption from IEE বিষয়ে পত্র পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে জরিপ কাজ শুরু হয়েছে। দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস জনিত কারণে সর্বাত্মক লক ডাউন শুরুর আগে ৭০% Right of Way (RoW) জেলা প্রশাসন, ভোলা এর মাধ্যমে বাপেক্সের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত জড়ড ইতোমধ্যে খুঁটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন এলাকায় (১২০ ফুট x ১২০ ফুট) ভারী স্কিড্সমূহ স্থাপনের জন্য Soil Test Report অনুসারে পাঁচ ফুট গভীর হতে মাটির Compaction বাড়াতে এক্সকাভেটরের মাধ্যমে মাটি খনন কাজ শেষে স্তরে স্তরে বালি ভরাট, পানি সিক্তকরণ এবং রোলারের মাধ্যমে Compaction দ্বারা Compaction বাড়ানোর কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।

প্রসেস প্ল্যান্ট এলাকায় ভারী ট্রেইলারের মাধ্যমে মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে এপ্রোচ রোড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে বল্লী বসানোর কাজ শেষে বালি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। জরিপ কাজের অংশ হিসেবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান উঘজঅঈ প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের সাথে পরিবেশের উপর পাবলিক কনসাল্টেশন মিনিং ১৪ জুন ২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। কন্ট্রোল রুমের বর্ধিতাংশ (২x১০০০ বর্গ ফুট) নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Earth cutting, Foundation work কাজ শুরু হয়েছে।

04| Drilling of 2 Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2):

পিপিসি'র ০২-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের সভার সুপারিশের আলোকে সর্বশেষ গত ২৭.০৫.২০২১ তারিখের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভায় পিপিসি'র সুপারিশকৃত গ্যাজপ্রমের খনন ব্যয় সংক্রান্ত সর্বমোট ৬৪৮,৩৯,১১,৮৫০.০০ (ছয়শত আটচল্লিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ এগার হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার আর্থিক প্রস্তাব এবং ভেটিংকৃত অনুস্বাক্ষরিত খসড়া Addendum ৭ স্বাক্ষরের প্রস্তাবদ্বয় চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিজিপি) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গ্যাজপ্রম (Gazprom EP International Investments B.V) এর সাথে বাপেক্সের ভেটিংকৃত অনুস্বাক্ষরিত খসড়া Addendum ৭ টি চূড়ান্তকরণ, Performance Guarantee দাখিল ও খনন কার্যক্রম গ্রহণে গত ১৩.০৬.২০২১ তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) জারী করা হয়েছে।

গত ২৮.০২.২০২১ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ০৩টি কূপ এলাকার (টবগী-১ , ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২) পরিবেশগত চূড়ান্ত ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সনদ পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের ০৩টি কূপ খনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত টবগী-১ এলাকার জন্য জেলা প্রশাসনের প্রেরিত প্রাক্কলন অনুযায়ী চাহিদাকৃত মোট ১৬.৩৪৫ একর ভূমি ২ (দুই) বছরের জন্য হুকুম দখলকরণে সর্বমোট প্রায় ১৬৪.১০ লক্ষ টাকা বাপেক্স রাজস্ব খাত হতে জেলা প্রশাসক, ভোলা বরাবরে জমা দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৩ (তিন) টি কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২) খনন এলাকা ও কূপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সড়কের জন্য নির্মাণ বিভাগ, বাপেক্স হতে ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে প্রয়োজনীয় প্রাক্কলন এবং ই-জিপি সিস্টেমে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

০৫। শ্রীকাইল ইস্ট-১ কূপ থেকে শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র পর্যন্ত (প্রায় ৮ কিঃ মিঃ) গ্যাস গ্যাদারিং লাইন স্থাপন:

- ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ: ৩১-১২-২০২০ (৬.২৯৭৮ একর ভূমি, ৫,৫০,৯২,১৬৫.৯৭ টাকা)
- প্রাক্কলিত মূল্য জমা প্রদান: ০৬-০১-২০২১
- ভূমি হুকুম দখলের (অস্থায়ী অধিগ্রহণ) বিষয়ে অনুমোদন: ০৩-১১-২০২০
- (ইতোমধ্যে ০৭ (সাত) ধারা নোটিশ বিতরণ এবং আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়েছে)
- অধিগ্রহণকৃত ভূমি ২৪-০১-২০২১ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। যৌথ তদন্ত ২৪-০১-২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, প্রতিবেদন ও মূল্যাংক নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে ০৮-০২-২০২১ তারিখে পত্র প্রদান করা হয়েছে, কৃষি, বন ও গণপূর্ত অফিস হতে দর সংগ্রহপূর্বক জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- চুক্তি মূল্য: ৮.১৭ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত মূল্যের ৫.৭৭% কম)
- প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮.৬৭ কোটি টাকা

- গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন স্থাপন: ১০-০৫-২০২১
- গ্যাস ফ্লো তারিখ: ১০-০৫-২০২১

বর্তমানে এ কূপ হতে গ্যাস গ্যাদারিং লাইনের মাধ্যমে প্রায় ১০/১১ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

SREKAIL EAST INAUGURATION BY SR SEC

০৬। ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূপ ওয়ার্কওভার:

বাপেক্স এর বিজয়-১০ রিগ দ্বারা পর্যায়ক্রমে ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূপের ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। **ফেঞ্চুগঞ্জ-৪** কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে ১০ সসপভফ গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হয়েছে এবং **ফেঞ্চুগঞ্জ-৩** কূপের পূর্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

FENCHUONJ GAS FIELD

SREKAIL EAST INAUGURATION BY SR SEC

০৭। সিলেট-৯ উন্নয়ন কূপ:

বাপেক্স ও এসজিএফএল এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৯ রিগ স্থানান্তরপূর্বক রিগ আপ, কমিশনিং ও টেষ্টিং কার্যক্রম মার্চ, ২০২০ মধ্যে সম্পন্ন করাসহ জনবল প্রস্তুত রাখা হয়। কিন্তু করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর কারণে এসজিএফএল এর বৈদেশিক পরামর্শক ও তৃতীয় পক্ষীয় সেবা বাংলাদেশে আগমন না করায় উক্ত কূপে খনন কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ২য় দফায় ০১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সিলেট-৯ কূপ খনন শুরু করে খনন কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে এ কূপ হতে প্রায় ১২-১৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

০৮। তিতাস-৭ ওয়ার্কওভার:

ZJ 40 DBT (Bijoy-11) রিগ দ্বারা বিজিএফসিএল এর তিতাস-৭ কূপ ওয়ার্কওভার কাজ ০৫ মার্চ, ২০২০ তারিখে শুরু করা হয়েছে এবং ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সরকারের ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির কারণে (করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত) অপারেশন বন্ধ ছিল। বিজিএফসিএল এর খনন বিশেষজ্ঞ (বিদেশী) উপস্থিত ব্যতিরেকে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশীয় বিশেষজ্ঞ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে ওয়ার্কওভার কাজ ২য় দফায় ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ থেকে শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে এ কূপ হতে প্রায় ১৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

০৯। শাহবাজপুর-৩ ওয়ার্কওভার কূপ:

বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও রিগ GARDNER DENVER E-1100 (IPS) রিগ দ্বারা বাপেক্স এর শাহবাজপুর-৩ কূপ ০৯ আগষ্ট ২০২০ তারিখ থেকে Well killing শুরু করে ২২ আগষ্ট ২০২০ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। অতঃপর ৩০ আগষ্ট ২০২০ তারিখে 4¼" Tubing Pulling out সম্পন্ন করা হয়েছে। Packer Test এর লক্ষ্যে নতুন 4¼" Tubing কূপে ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে Run করা হয়েছে। Slice line operation করে Packer Gi Tail pipe clean করা হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সফলভাবে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটি গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রমের উপযোগী অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে এ কূপ হতে প্রায় ২০-২৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

১০। শ্রীকাইল-৪ কূপ ওয়ার্কওভার:

বাপেক্স এর XJ650T (Workover Rig) রিগ দ্বারা শ্রীকাইল-৪ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ২২-১১-২০২০ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ কূপ হতে প্রায় ১০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

যৌথ উদ্যোগ কার্যক্রম:

ছাতক এবং ফেনী প্রান্তিক গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য ২০০৩ সালে নাইকোর সাথে বাপেক্সের যৌথ সহযোগিতা চুক্তি (JVA) স্বাক্ষরিত হয়। নাইকো কর্তৃক ছাতক গ্যাসক্ষেত্রে খনন অপারেশন চলাকালীন বো-আউট সংঘটিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ICSID এ বর্তমানে দু'টি Arbitration চলমান আছে। বাংলাদেশ সরকার এবং পেট্রোবাংলার সম্মতি, সহযোগিতা ও নির্দেশনায় বাপেক্সের স্বপক্ষে রায় প্রাপ্তির আশায় আইনী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সে উক্ত মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯-২০ সালে বাপেক্সের পক্ষে প্রাথমিক রায় পাওয়া গেছে এবং ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র এলাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ৩ডি অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে।

সরকারি নির্দেশনার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাধীন পটিয়া, জলদী, সীতাপাহাড় এবং কাসালং ভূ-গঠনে বাপেক্সের সাথে যৌথভাবে অনুসন্ধান ও গ্যাস উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য EOI আহবান করা হয়।

IOC-এর কার্যক্রমে সেবা প্রদান:

আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে বাপেক্স বক-৯ এর বর্তমান অপারেটর সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ক্রিসএনার্জির জন্য বাঙ্গোরা-৬ এবং ৭ কূপদ্বয় খননের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাপেক্স এর বিজয়-১০ রিগ দ্বারা বাঙ্গোরা-৬ কূপের খনন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক বাঙ্গোরা-৬ এবং ৭ কূপ খনন সফলভাবে সম্পন্ন হলে বাপেক্স এর সফলতার একটি মাইলফলক স্থাপিত হবে।

উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে ২০০৯ সালে বাপেক্স চুক্তিভিত্তিতে বক- ৯ এ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ এর পক্ষে বাঙ্গোরা-৩ সফলভাবে ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে। এ ছাড়াও বক-৯ এ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য ৫৭৩ লাইন কিলিমিটার ৬০-ফোল্ড টু-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং বক-১২ এ Unocal Bangladesh Ltd. এর জন্য ২১ লাইন কিলোমিটার ৪০-ফোল্ড টু-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গৃহীত/বাস্তবায়িত কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) ''ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিতাস লোকেশন-সি ও নরসিংদী ফিল্ডে মোট ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর (তিতাস লোকেশন-সি তে ৯০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ও নরসিংদী ফিল্ডে ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি) এর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের 'লোকেশন-এ'-তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিতাস লোকেশন-এ তে ৭টি কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে কারিগরি মূল্যায়নে সফল এবং আর্থিক মূল্যায়নে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited (CPP) and China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC), Joint Venture, China এর সহিত বিজিএফসিএল বোর্ড ও এডিবি'র অনুমোদনক্রমে ০৫/১১/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি ২৭/০১/২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে EPC ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প সাইটের Topographic survey I Geo-technical Investigation এর কাজ শেষ হয়েছে। পাশাপাশি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কম্প্রেসরসমূহের ডিজাইন-ড্রয়িং প্রণয়ন ও রিভিউকরণের কাজ চলছে।

(গ) বিজিএফসিএল এর অধীন ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের লক্ষ্যে ''তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে তিতাস ৭নং কূপের ওয়ার্কওভার শেষে ০৪-০৬-২০২১ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। এ কূপটি হতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের অবশিষ্ট তিতাস ১৩ নং কূপের ওয়ার্কওভার এর বাস্তব কাজ স্থানীয় পরামর্শকের সহায়তায় চলমান আছে।

(ঘ) বিজিএফসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি দৈনিক ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট কার্যক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি (২টি অপারেশনাল ও ১টি স্ট্যান্ডবাই) ও প্রতিটি দৈনিক ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট কার্যক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি (২টি অপারেশনাল ও ১টি স্ট্যান্ডবাই) সহ মোট ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর স্থাপনের কাজ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১৮ সনে সংশোধিত) এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চবমধংং ওহঃবৎহধঃরড়হধষ (টক) খঃফ. এর সাথে ২৩/০৫/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্থানীয় পরামর্শকগণ প্রকল্প সাইটে ১৩/০৬/২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করেছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বৈদেশিক পরামর্শকগণ হোম অফিস হতে কাজ করছে। বর্তমানে পরামর্শকগণ কম্প্রেসরসমূহের বেসিক ডিজাইন, সিভিল/স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন প্রণয়নসহ টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের কাজ করছেন।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

(১) সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

জিডিএফ অর্থায়নে মোট ১৭১২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে কূপটির খননকাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উক্ত পাইপলাইন নির্মাণ শেষে দৈনিক কম-শৌ ৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস হারে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২৯৮৮.৩৭ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.৪৪%।

সিলেট-৯নং কূপ খনন প্রকল্পের রিগ-আপ উদ্বোধন

(২) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩৭০৮.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ৪৬৩৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৩-১২-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বিয়ানীবাজার স্ট্রাকচারে প্রায় ১৯১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা যাবে । জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭.৮০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৬.০৬%।

(৩) সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ ও কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ১৬৩৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৮-০২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে সিলেট-৮ (সুরমা-১এ), বিয়ানীবাজার-১ ও কৈলাশটিলা-৭ নং কূপসমূহকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদনে আনয়ন করা যাবে ও দৈনিক প্রায় ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৫.৪৯%।

(৪) কৈলাশটিলা-৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১০৬৭০.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ১৫০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২১/০৩/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.৯৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১.২৬%।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

"প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তথ্যাদি:

জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ ঋন প্যাকেজভুক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78) এর অধীনে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩.২ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি জিওবি, জাইকা এবং টিজিটিডিসিএল (নিজস্ব)-এর অর্থায়নে ৭৫৩.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আবাসিক খাতে গ্রাহক পর্যায়ে সিস্টেম লস কমানো; নবায়ন অযোগ্য জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন; গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, তদারকি ব্যয় কমানো এবং সর্বোপরি পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করা; উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত ঢাকা শহরের আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য ৩.২ লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে অত্যাধুনিক দক্ষ এবং পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ইতোমধ্যে ২ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন এবং প্রিপেইড মোডে একটিভকরণ সম্পন্ন হয়েছে। স্বতন্ত্র Data Center এবং Disaster Recovery Center নির্মাণসহ ওয়েব সিস্টেম (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার) স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। Point of Sale (POS) পরিচালনার জন্য UCBL ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় POS চালু করা হয়েছে এবং গ্রাহকগণ সহজেই প্রিপেইড কার্ড রিচার্জ করতে পারছেন।

প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ১.২০ লক্ষ মিটার ক্রয় ও স্থাপন প্রক্রিয়াধীন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০ টি লটে মোট ৬৩,৩৬০ টি মিটার জাপান হতে দেশে পৌঁছায়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাৎসরিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী জুন ২০২১ এর মধ্যে ৫০,০০০ মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল, যার বিপরীতে মিটার স্থাপন করা হয় ৫৫,৩৪৫ টি। অবশিষ্ট মিটার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মধ্যেই স্থাপন করা হবে। ২য় সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক অনুমোদিত মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সব কার্যক্রম শেষ করা সম্ভবপর হবে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ৬৬.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ৬৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১০৩.৫০%। ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

ক) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪ লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে টমছম ব্রিজ কুমিল্লা থেকে বিপুলাসার, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ।

খ) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪ লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থেকে বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ।

গ) আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ২২.৭০ কিলোমিটার পাইপলাইন প্রতিস্থাপন।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

- হাটিকুমরুল-বগুড়া রোডস্থ হাটিকুমরুল মোড় হতে সমবায় ফিলিং স্টেশন পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নলকাস্থ প্রস্তাবিত হেড অফিস কমপেক্সের ডিজাইন, ড্রয়িং ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কনসালটেনসি কর্তৃক ভেটিং কার্য সম্পাদন।
- "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী" প্রকল্প-এর অর্থায়ন -এর আওতায় ২ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ মাঝিড়া হতে বাঘোপাড়া পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশন এর অর্থায়নে রাজশাহী শহরস্থ তালাইমাড়ী মোড় হতে কল্পনা সিনেমা হল পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে নলকাস্থ ডিআরএস হতে হাটিকুমরুল মোড় পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন।
- RDA- এর অর্থায়নে রুয়েট হতে খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী ৮ ইঞ্চি ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- সওজ, সড়ক বিভাগ, বগুড়ার অর্থায়নে বগুড়া শহর হতে শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫ এর অধিক্ষেত্রাধীন (বগুড়া বনানী হতে মোকামতলা পর্যন্ত) গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- আর আর স্পিনিং এন্ড কটন মিলস, ভুঁইয়াগাতী, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এর গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন।
- Construction of Boundary wall at proposed sirajganj R/O, Chalk-Sialcoal, Sirajganj.

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর আওতায় বর্তমানে কোন প্রকল্প চলমান নেই। তবে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদানের কাজ চলমান ।

- **North West Power Generation Company Limited (NWPGCL) এর খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার পান্টে গ্যাস সরবরাহ:**

  এনডবিউপিজিসিএল-এর অর্থায়নে খুলনা ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস ইতোপূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত পাওয়ার প্ল্যান্টের আরএমএস-এর ইন্টারনাল লাইন এবং পাওয়ার প্ল্যান্টের গ্যাস বুস্টার ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ইকুপমেন্ট কমিশনিং এর জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে এনডবিউপিজিসিএল এর অর্থায়নে এবং এসজিসিএল এর সার্বিক তত্বাবধানে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস এর কমিশনিং কাজ চলমান রয়েছে যা এসজিসিএল এর প্রতিনিধি দ্বারা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। এনডবিউপিজিসিএল সূত্রে জানা যায় যে, বর্ণিত কাজ সমাপনান্তে খুব শীঘ্রইখুলনা ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি-তে ৩৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাসের প্রয়োজন হবে যা যথাযথ অনুমোদন ও পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে।

  এনডবিউপিজিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আরএমএস নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে গত ২৮/১১/২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে কারিগরী সহায়তার অংশ হিসিবে এসজিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত আরএমএস এর ডিজাইন ও ড্রয়িং এর যাচাই বাছাই এবং নক্সা অনুমোদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এনডবিউপিজিসিএল সূত্রে জানা যায় যে, রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আগস্ট/২০২২ হতে ১৭.৫ এমএমসিএফডি ও ফেব্রুয়ারি/২০২৩ হতে ১ম ইউনিটের জন্য ৭০ এমএমসিএফডি এবং আগস্ট/২০২৩ হতে ১৪০ এমএমসিএফডি গ্যাস প্রয়োজন হবে।

  বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রদ্বয়ে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত অত্র কোম্পানি এবং এনডবিউপিজিসিএল এর মধ্যে এধং Supply Agreement (GSA) স্বাক্ষরের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

- **পিডিবি-এর খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার পান্টে গ্যাস সরবরাহ:**

  এছাড়াও আলোচ্য প্রকল্পের নির্মিত পাইপলাইনের আওতায় পিডিবি ৩৩০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহের জন্য ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি অফটেক রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যেই গ্রাহক অর্থায়নে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণ বিষয়ে এসজিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সমঝোতা স্মারক (MoU) পিডিবি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রাহক অর্থায়নে আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে এসজিসিএল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দরপত্র দলিল পিডিবি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যা পিডিবি প্রান্তে পর্যালোচনা পরবর্তীতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। পিডিবি সূত্রে জানা যায় যে, খুলনা ৩৩০ মে.ও: সিসিপিপিতে আগামী **ফেব্রুয়ারি** ২০২৩ হতে ৬৫ এমএমসিএফডি গ্যাস প্রয়োজন হবে।

- **এনবিবিএল ২২০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের স্থায়ী আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণ:**

  ভোলার বোরহানউদ্দিনে নির্মাণাধীন নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড (এনবিবিএল)- এর ২২০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল দ্বৈত জ্বালানি (Duel Fuel) ভিত্তিকবিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে এনবিবিএল এর অর্থায়নে ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) এর তত্বাবধানেটার্ন-কি ভিত্তিতে ৪৮ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি আরএমএস ও ১২"φ x ১০০০ psig x ০৭ কিঃ মিঃ আন্তঃসংযোগ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের জন্য গ/ং Tormene Americana SA JVCA এর সাথে গত ১৫/০১/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ০৪/০৫/২০২০ তারিখে LC খোলার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে স্থায়ী আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণ সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের যথাক্রমে ৩০% ও ৪৬% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বর্ণিত কার্যক্রমে বিলম্ব হচ্ছে।

- **কুষ্টিয়া বিসিক এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান:**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জারীকৃত অফিস আদেশে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক এসজিসিএল পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কুষ্টিয়া বিসিক এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে গ্রাহক অর্থায়নে ১০" ব্যাস × ১৪০পিএসআইজি × ১.৭ কিঃ মিঃপাইপলাইন ও ০১টি ডিআরএস (হুক-আপ লাইনসহ) নির্মাণ করতঃ মেসার্স এমআরএস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেনিতে গ্যাস সংযোগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলায় গ্যাস সংযোগের জন্য অত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহক অর্থায়নে Depository work হিসাবে কাজটি সম্পাদনের জন্য কোম্পানি প্রান্ত হতে গ্রাহক প্রান্তে প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উল্লেখ্য যে, পিজিসিএল-এর ঋৎধহপযরংব এরিয়া ঈশ্বরদীতে বিদ্যমান আরএমএস হতে Cascade সিলিন্ডার এর মাধ্যমে ট্রেইলরযোগে গ্যাস পরিবহনের পরিবর্তে জিটিসিএল-এর কুষ্টিয়াস্থ বটতৈল টিবিএস-এর বিদ্যমান অফটেক হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে এসজিসিএল-কর্তৃক মেসার্স এমআরএস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-এর কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বিষয়ে গত ১৪/১০/২০২০ইং তারিখে পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা এর সভাপতিত্বে পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল, পিজিসিএল ও এসজিসিএল এর সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীএসজিসিএল এর ব্যবস্থাপনায় পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যেই পিজিসিএল কর্তৃক মেসার্স এম আর এস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-কে পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং মেসার্স এমআরএস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-এর প্রকৃত গ্যাস চাহিদা (১০ এমএমসিএফডি) অনুযায়ী পেট্রোবাংলা অভিন্ন মূল্য তালিকা-২০২১ অনুসরণে প্রাক্কলনটি সংশোধন করে যৌক্তিক ব্যয় নির্ধারণ করে মেসার্স এম আর এস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-কে অবহিত করা হয়েছে।

- **প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:**

কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য খুলনা জেলার কৃষ্ণনগর মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ০.৬৫২২ একর জমিতে মাটি ভরাটসহ বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করত ডিজাইন ও নকশা প্রণয়ন সমাপনান্তে পিডবিউডি এর সর্বশেষ রেট সিডিউল ও বাজারদর অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। ইতোমধ্যে ইজিপিতে মাটি ভরাট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয়। পরবর্তী মূল্যায়নের কাজ চলমান থাকলেও বর্তমান কোভিড-১৯ সংক্রামকের কারণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন দলিলাদি যাচাই-বাছাইয়ের কাজ বিঘ্নিত হয়েছে। এছাড়াও অর্থ বিভাগের পরিপত্রের স্মারক নং-০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪ (অংশ-২)-২২৩, তারিখঃ ২৬ এপ্রিল, ২০২১ এর মাধ্যমে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় কোন পূর্ত কাজ (নির্মাণ/স্থাপনা) এর নতুন করে Notification of Award (NOA) প্রদান করা যাবে মর্মে উল্লেখ থাকায় এ-জিপি এর মাধ্যমে Tender validity ৩ মাস বাড়ানো হয়েছে।

এছাড়াও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ হিসাবে কনসালটেন্ট নিয়োগ, কনসালটেন্সি-এর ফান্ডিং এবং ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত গঠিত কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে টিএপিপি প্রণয়ন করে ১১৩তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা সদয় নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। যথাশিগগির পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টিএপিপি পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

এলএনজি কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

আরপিজিসিএল এর আওতায় এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৩৩৪তম সভায় বিদ্যমান মূল সাংগঠনিক কাঠামো-২০১৪ (পরিমার্জিত)-তে 'এলএনজি বিভাগ' অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনুমোদিত হয়। কোম্পানিতে 'এলএনজি বিভাগ' যথাযথ পরিবীক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে যথাসময়ে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণসহ এলএনজি সংক্রান্ত গৃহীত

অন্যান্য কার্যাবলি ও পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে। অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত গৃহীত সকল প্রকল্প সরকারের টেকসহ উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (২০৩০) এবং রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

কক্সবাজারের মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩ এর বিজয় একাত্তর মৌজায় MLNG এবং SLNG টার্মিনাল ০২ টির Sub-sea পাইপলাইনের অংশবিশেষ এবং টাই-ইন পয়েন্টে পাটফর্মের জন্য ২,২৮,৭৮,০৪০.০০ (দুই কোটি আটাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার চল্লিশ) টাকা মূল্য পরিশোধ পূর্বক ৪.৪০৯ একর জমি ব্যবহারের জন্য BEZA এর সাথে ২১ জুন ২০২১ তারিখে Land Lease Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এলএনজি অবকাঠামো উন্নয়নে "Procurement of an individual Legal Consultant for LNG Terminal Development, LNG Import and other LNG Activities" শীর্ষক প্রকল্পের টিএপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত টিএপিপি'র ওপর 'নিজস্ব তহবিলে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কমিটি'-এর সভা গত ১৮/০৩/২০২১ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০শে জুন ২০২১ তারিখে উক্ত প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়েছে । বর্তমানে কার্যক্রম চলমান আছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:	জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর অধিভুক্ত এলাকা (গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর অধিভূক্ত এলাকা (রাজশাহী বিভাগ) এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর অধিভূক্ত এলাকায় (খুলনা বিভাগ) বর্ধিত হারে গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখাসহ সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ভেড়ামারায় নির্মাণাধীন ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩০" ব্যাস X ৬৭.০ কি. মি. ঢ ১০০০ পিএসআইজি পাইপলাইন এবং আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা।
বাস্তবায়নকাল:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২।
অর্থের উৎস:	জিওবি, জিটিসিএল ও জাইকা।
প্রকল্প ব্যয়:	টাকা ৮২৮৫১.৩৮ লক্ষ (জিওবি: টাকা ৩৯,৭০১.০৬ লক্ষ, জিটিসিএল: টাকা ৭৩৯.২৪ লক্ষ এবং জাইকা: টাকা ৪২,৪১১.০৮ লক্ষ)।

প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি:

প্রকল্পের পাইপলাইন মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় (প্যাকেজ-১) এর আওতায় প্রকল্পের সমূদয় মালামাল ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। এইচডিডি পদ্ধতিতে (প্যাকেজ-২ এর আওতায়) ৬টি নদী ক্রসিং সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি RMS/MMS স্থাপন (প্যাকেজ-৩) কাজের আওতায় ধনুয়া RMS, এলেঙ্গা MMS ও সিরাজগঞ্জ RMS এরও Installation ও Fabrication কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারি পরিস্থিতির কারণে প্রি-কমিশনিং ও কমিশনিং পার্টসসমূহের শিপমেন্ট বিলম্বিত হওয়ায় প্রি-কমিশনিং ও কমিশনিং কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে। ৬৭.২ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ (প্যাকেজ-৪) কাজের আওতায় এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সিরাজগঞ্জে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় থেকে নলকা পর্যন্ত নির্মিত ১৫.২০ কি.মি. পাইপলাইন ১১/১২/২০১৯ তারিখে কমিশনিং করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বনভূমি ব্যবহারের অনুমোদন ২০/০৭/২০২০ তারিখে এবং গাছপালা কর্তনের অনুমোদন ১৭/০১/২০২১ তারিখে প্রদান করায় প্রল্পের আওতায় ধনুয়া-এলেঙ্গা সেকশনে অবশিষ্ট ১৫ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কাজ ১৯-০১-২০২১ তারিখে শুরু করা হয়। প্রকল্পের পথসত্ত্ব বরাবর টাঙ্গাইল জেলাধীন সখিপুর উপজেলায় বনভূমি নিয়ে সাধারণ জনগণের সাথে বন বিভাগের

বিরোধজনিত কারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠির ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচনের অর্থ না পাওয়ায় পাইপলাইন নির্মাণ কাজের শুরু থেকেই পথসত্ত্বের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় জনসাধারণ ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে প্রকল্পের বনভূমি অধ্যুষিত পথসত্ত্ব বরাবর ১৫ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ২৪/০৬/২০২১ তারিখে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রকল্পের ধনুয়া-এলেঙ্গা সেকশনের সম্পূর্ণ ৫২ কি.মি. পাইপলাইন ক্লিনিং, গেজিং ও হাইড্রোটেস্ট সম্পাদনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অক্টোবর ২০২১ এর মধ্যে এ পাইপলাইন কমিশনিং করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পাইপলাইন লোয়ারিং (ধনুয়া-নলকাপ্রকল্প)

চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:	মহেশখালী এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ও ভবিষ্যতে আমদানিতব্য এলএনজি হতে প্রাপ্ত গ্যাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত গ্যাস দেশের সার্বিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সঞ্চালন অবকাঠামো তথা চট্টগ্রাম জেলার ফৌজদারহাট হতে ফেনী হয়ে কুমিল্লার বাখরাবাদ পর্যন্ত ১০০০ পিএসআইজি এর ৩৬" ব্যাস X ১৮১ কি.মি. দীর্ঘ পাইপলাইন স্থাপন করা।
বাস্তবায়নকাল:	জুলাই '২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১ (১ম সংশোধিত)।
অর্থের উৎস:	জিওবি, জিটিসিএল এবং এডিবি ও এআইআইবি।
প্রকল্প ব্যয়:	টাকা ২৪৭৯৪১.০০ লক্ষ (জিওবি: টাকা ১৭৪৪৩২.০০ লক্ষ, এডিবি ও এআইআইবি: টাকা ৭৩,৪৮৯.০০ লক্ষ এবং জিটিসিএল: টাকা ২০.০০ লক্ষ)।

অর্জিত অগ্রগতি:

প্রকল্পের আওতায় ১৮১ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ ০৮টি সেকশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২৯/০২/২০২০ তারিখে RLNG এর মাধ্যমে পাইপলাইন কমিশনিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ০৫/০৩/২০২০ তারিখ হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সঞ্চালন করা হচ্ছে। EPC/Turn-Key ভিত্তিক HDD পদ্ধতিতে সকল নদী (ডাকাতিয়া, কালিদাস, মুহুরী এবং ফেনী) ক্রসিং ১৭/৯/২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সকল অর্থাৎ ৬টি স্টেশনে সিপি নির্মাণ এবং কমিশনিং ৩১/১২/২০২০ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। পুর্ত নির্মাণ কাজ ৩১/১২/২০২০ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ২টি টিবিএস (মিরসরাই ও বিজরা) ও ১টি

মিটারিং স্টেশন (বাখরাবাদ) স্থাপনের লক্ষ্যে ০৫/১২/২০১৮ তারিখে Valvitalia S.p.A. Italy এর সাথে চুক্তি কার্যকর হয়েছে। টিবিএস এবং মিটারিং স্টেশনের প্রধান Component সমূহের Installation ও Fabrication কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর ৮" বিতরণ নেটওয়ার্কের সাথে বিজরা টিবিএস এর হুক-আপ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ অক্টোবর '২০২১ নাগাদ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়া, স্কাডা সিস্টেম স্থাপনের জন্য NARI Technology Co. Ltd., China এর সাথে ১৭/০৩/২০২০ তারিখে চুক্তি কার্যকর হয়েছে। সকল মালামাল সরবরাহ এবং RTU নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইন্সটলেশন ও কমিশনিং ব্যতীত টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ার নির্মাণ ও SCADA/RTU প্যানেল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। তবে মিরসরাই ও বিজরা টিবিএস এবং বাখরাবাদ মিটারিং স্টেশন সম্পন্ন না হওয়ায় এ সম্পর্কীয় Integration and Commissioning কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। অবশিষ্ট কাজ অক্টোবর, ২০২১ নাগাদ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯২%।

বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:	দেশের উত্তর জনপদে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা পূরণ করা।
বাস্তবায়নকাল:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩।
অর্থের উৎস:	জিওবি এবং জিটিসিএল।
প্রকল্প ব্যয়:	টাকা ১৩৭৮৫৫.০০ (জিওবি: ১৩৬৮৫২.০০ এবং জিটিসিএল: ১০০৩.০০) লক্ষ টাকা ।

অর্জিত অগ্রগতি:

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় নির্মাণ সামগ্রী যথা: লাইনপাইপ, ইন্ডাকশন বেন্ড, কোটিং ম্যাটেরিয়ালস, ফিটিংস ও পিগ ট্রাপ এবং বল ভাল্ব, পাগ ভাল্ব ও গেট ভাল্ব আমদানিপূর্বক জিটিসিএল এর ভান্ডারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ১৫০ কি.মি. পাইপলাইন পথসত্বের সয়েল ও সাব-সারফেস ইনভেস্টিগেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪৭.৫০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজের পুন:দরপত্র ২৫/০৪/২০২১ তারিখে আহবান করা হয়। ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ০৬ টি নদী ও ০২ টি খাল অতিক্রম কাজের জন্য ১৪/০৮/২০২১ তারিখে পুন:দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ইপিসি ভিত্তিতে সৈয়দপুরে ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি সিজিএস, রংপুরে ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি টিবিএস এবং পীরগঞ্জে ২০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি টিবিএস স্থাপন কাজের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র দলিল অনুমোদন পরবর্তীতে দ্রুত দরপত্র আহবান করা হবে। বগুড়া জেলার ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে ১৬/০৬/২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসন হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; গাইবান্ধা জেলার ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে ২৫/০৫/২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; রংপুর জেলার ২টি উপজেলার (বদরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের প্রস্তাব ১৬/০৬/২০২১ তারিখে অনুমোদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর সদর উপজেলায় ৪ ধারা নোটিশ জারীপূর্বক যৌথ তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলায় ৪ ধারা নোটিশ জারীপূর্বক যৌথ তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং নীলফামারী জেলার ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে ০৮/০৮/২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পদ্মা ব্রীজ (রেলওয়ে) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:	দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্পের আওতায় সেতু বরাবর ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা।
বাস্তবায়নকাল:	জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২২।
অর্থের উৎস:	রাজস্ব খাত।
প্রকল্প ব্যয়:	২৫৩,৮০,০০,০০০.০০ টাকা (পাইপলাইন নির্মাণ) ।

অর্জিত অগ্রগতি:

পদ্মা সেতুতে নির্মিতব্য অন্যান্য অবকাঠামোর মধ্যে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের (মূল সেতুর Abutment to Abutment -৬.১৫ কিঃ মিঃ) নির্মাণ ব্যয় ৮২৫৩,৮০,০০,০০০/=(দুইশত তিপ্পান্ন কোটি আশি লক্ষ) মাত্র যা সেতু নির্মাণ কাজের উচচ-তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাইপলাইন নির্মাণ কাজটি পদ্মা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে। পদ্মা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান AECOM পদ্মা সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ডিজাইন এর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, AECOM কর্তৃক "Gas pipeline Design Drawing" এবং "Structural Design Drawing" এর বিষয়ে সময়ে সময়ে জিটিসিএল থেকে তথ্য সংবলিত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ০২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের ডিজাইন সংক্রান্ত বিষয়ে BBA, MBEC এবং GTCL এর মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান AECOM কর্তৃক Gas pipeline and Structural Design Drawing চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে জিটিসিএল এর মতামতের আলোকে দরপত্র দলিল সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক সেতু নির্মাণের মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান MBEC কর্তৃক ২০/১১/২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রের শর্ত মোতাবেক ১৫-০২-২০২০ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে ০৩ (তিন)টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। দাখিলকৃত ০৩ (তিন)টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কারীগরিভাবে যোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান China Petroleum Pipeline Bureau (CPP), China এর সাথে ০১/০৯/২০২০ তারিখে ২০৭,৫১,৬৯,০৯০/=(দুইশত সাত কোটি একান্ন লক্ষ উনসত্তর হাজার নব্বই) টাকা মাত্র মূল্যে সেতু নির্মাণের মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান MBEC এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উপ-ঠিকাদার CPP পাইপলাইন মালামালের মূল উপকরণ লাইনপাইপ আমদানিপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দর হতে ২৯/০৭/২০২১ তারিখে জাজিরা সাইটে সরবরাহ করে। গত ০৩/০৫/২০২১ তারিখে Procedure Qualification Test (PQT) এবং ১১/০৮/২০২১ তারিখে Welder Qualification Test (WQT) সম্পাদিত হয়েছে। ২৫/০৮/২০২১ তারিখ হতে ঠিকাদার কর্তৃক Production Welding শুরু করা হয়েছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

দেশের ক্রমবর্ধমান পাথরের চাহিদা পূরণ ও গ্রানাইট পাথর হতে স্লাব তৈরির লক্ষ্যে নতুন খনি উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য পেট্রোবাংলার অর্থায়নে এমজিএমসিএল কর্তৃক "Feasibility Studz for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্পের নির্ধারিত সময় অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এর মধ্যে শেষ হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ শিলায় অসংখ্য ফ্রাকচার-ফিশার থাকায় স্লাব আকারে গ্রানাইট উত্তোলন সম্ভব নয়। তবে প্রতিদিন ১১,০০০ মেট্রিক টন ক্রাশড গ্রানাইট স্টোন উত্তোলনযোগ্য ৪০ বছর মেয়াদী একটি খনি উন্নয়ন সম্ভব হবে। প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) দাখিল করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্মিলিত সংখ্যা

পেট্রোবাংলা:

স্থানীয় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

	কর্মসূচির সংখ্যা	কর্মকর্তা	কর্মচারী
প্রশিক্ষণ	৪১	৯০৪	১৩৭
সেমিনার	০৩	২৬	-
ওয়ার্কশপ	০২	০২	৩০
সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		**৯৩২ জন**	**১৬৭ জন**

পেট্রোবাংলার অধীন কোম্পানিসমূহ

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	প্রশিক্ষণের নাম	কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর সংখ্যা
০১	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	২৩২৮
০২	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৬১৯
০৩	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	২৬৮
০৪	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১০৮৫
০৫	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৭১২
০৬	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১৬৮
০৭	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৪০০
০৮	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	১৪৬৭
০৯	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	৭৭
১০	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
১১	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	২২৪
১৩	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ইন-হাউজ	বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়নি।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধী কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

পরিবেশ সংরক্ষণ:

পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহে নিম্নলিখিতভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে:

- পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের প্রতিটি উন্নয়ন এবং অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর প্রাক্কালে তার IEE ও EIA সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনশোর ও অফশোরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করার সময় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় কূপ খনন চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ এবং অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তত্বাবধানে প্রতি বছর অগ্নিনির্বাপনের মহড়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অগ্নিনির্বাপনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

- পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিআরএস, টিবিএস, আরএমএস ও সিএমএসগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য পানি-বালি ভর্তি বালতি এবং ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা হয়। সঞ্চালন পাইপ এবং ভাল্বগুলো নির্দিষ্ট কালার কোড অনুযায়ী রং করা হয়। স্থাপনাগুলোতে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে Emergency Shutdown (ESD) Valve, Relief Valve, Slum Shut Valve আছে। স্থাপনাতে Pressure Gauge, Explosion Probe Light, বজ্রপাত নিরোধে Thunder Arrester ও গ্যাস ডিটেক্টর থাকে এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইনে লিকেজ সনাক্তকরণে অডোরেন্ট চার্জ করা হয়। স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে। এছাড়া, পাইপলাইনে Cathodic Protection (CP) ব্যবস্থা চালু রয়েছে যা নিয়মিত মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

- পেট্রোবাংলার আওতাধীন সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের পাইপলাইন হতে লিকেজ সনাক্ত ও মেরামত কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সমাধান করা হয়। পেট্রোবাংলার ০৫টি বিতরণ কোম্পানিসমূহ যথাক্রমে টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, জেজিটিডিএসএল, কেজিডিসিএল এবং পিজিসিএল কর্তৃক পরিচালিত পাইপলাইন হতে গ্যাস লিকেজের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পের আওতায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার পরিদর্শনপূর্বক গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ, পরিমাপকরণ ও মেরামতের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা হয়েছে।

- কোম্পানিসমূহের স্থাপনাগুলিতে শব্দ-দূষণ মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়। প্রসেস প্ল্যান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন ও ট্যাংক এলাকা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এছাড়া, সবুজের সমারোহ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ঘাসের পরিচর্যা ও আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। প্রতিটি স্থাপনায় নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার রয়েছে। গ্যাস ফিল্ডের কূপ হতে উৎপাদিত পানি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়।

- বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহৃত মবিল, মবিল ফিল্টার ও লুব অয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।

- কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে Condensate সংগ্রহের সময় Spillage প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়। কনডেনসেট লোডিং এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় তরল পেট্রোলিয়াম যাতে কোন অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনা না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্জ্য পদার্থ এবং Solid Waste সংরক্ষণ ও অপসারণ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে করা হয়ে থাকে।

- বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি, ডকুমেন্টস, বিভিন্ন মূল্যবান রিপোর্ট ইত্যাদি সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিডিফায়ারের সাহায্যে সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে এবং পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনকালে উক্ত প্যানেলের পরিবেশ কার্য উপযোগী রাখার জন্য সর্বদা পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখাসহ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বিভিন্ন টক্সিক গ্যাস (CO, CO2, CH4 ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর বছরে চার বার নিয়মিতভাবে বাতাসের বায়ুমান এবং ভূগর্ভস্থ পানি (পরিশোধন পূর্ব এবং পরিশোধন পরবর্তী) পরীক্ষা করে যা ECR'৯৭ সীমার মধ্যে রয়েছে। খনির ভূগর্ভে কর্মরত খনি কুশলী ও শ্রমিকবৃন্দের নিরাপত্তা বিধানে পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যেমন হেলমেট, গামবুট, মাস্ক, মাইন ল্যাম্প ও রেসকিউয়ার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া লংওয়াল ফেইস থেকে নিরাপদে কয়লা উত্তোলনের জন্য রক বাম্প নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে রুফ স্ট্রেস মনিটরিং, বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণে মিথেন পরিমাপ, CO পরিমাপ ও তাপমাত্রা পরিমাপসহ বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা হয়। সম্ভাব্য দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কয়লা থাকা সাপেক্ষে সারফেসে কোল ইয়ার্ডে নিয়মিত পানি স্প্রে করা হয়। বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপন সরঞ্জামাদি স্থাপনসহ ফায়ার ফাইটিং কার সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়। ভূগর্ভে রক স্ট্রেস মনিটরিং, সীল ওয়াল মনিটরিং, মিথেন পরিমাপ, CO পরিমাপ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা, প্রয়োজনীয় স্থানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফায়ার হাইড্রেন্ট, স্যান্ড বাকেট, ওয়াটার বাকেট/ব্যাগ, নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট, মাড গ্রাউটিং স্টেশন এর ব্যবস্থা করাসহ দূর্ঘটনা এড়িয়ে কাজ করার জন্য সকল ঝুকিপূর্ণ স্থানে স্টিকার/নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সচেনতা বৃদ্ধি করা হয়। যেকোন সময়ে সংঘটিত দূর্ঘটনায় উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য সার্বক্ষনিক রেসকিউ টিম প্রস্তুত রাখা হয়।

এছাড়াও সম্ভাব্য দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বাস্তব জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে প্রতি বছর "অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার তৎপরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা" এর আয়োজন করা হয়। কয়লা খনিতে কর্মরত খনি কুশলী ও শ্রমিকবৃন্দের পেশাগত স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে সার্বক্ষনিক কনসোর্টিয়মের মাধ্যমে নিয়োজিত ডাক্তার এবং বিসিএমসিএল-এর এমবিবিএস ডাক্তার ও নার্স নিয়োজিত আছে।

- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড'র নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ গ্রানাইট আহরণ এবং ভান্ডার পর্যন্ত পরিবহনকালে Dust নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Dust Collector এবং পানি স্প্রে করা হয় ফলে Dust পরিবেশে ছড়িয়ে পরতে পারে না। Fine Dust particle সমূহ Precipitation pool এর Sedimentation pond-এ জমা হয়। বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ অনুসরণ করে Explosive, Detonator, Power Gel সহ অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হ্যান্ডেল করা এবং Lightning Arrestor ও অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। ওয়েলফেয়ার ভবনে অত্র কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং খনি কর্মী (আউট সোর্স) ভূ-গর্ভের কাজ শেষে ডাস্ট, তেল, মবিল ও গ্রীজ সম্বলিত কাপড় ও শরীর ওয়াস রুমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। ওয়াস রুমের এই অপরিচ্ছন্ন পানি Bath Water Treatment Plant এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মেইন ড্রেইনে নিষ্কাশন করা হয়। খনিতে কর্মরত সবাই Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে। ভূ-গর্ভে অবস্থিত মেডিকেল সেন্টারে খনির কাজ চলাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক একজন মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট অবস্থান করে। মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ঔষধ সংগৃহিত থাকে। ভূ-গর্ভস্থ এলাকায় নির্দেশনাবলী বিষয়ক ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাইনবোর্ড যথাযথ স্থানে প্রদর্শন করা হয়।
- এছাড়া, পেট্রোবাংলা তার কোম্পানিসমূহের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং খনিজাত পদার্থের পরিবেশ বান্ধব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

পরিবেশ সংরক্ষণ:

গ্যাস ফিল্ড সমূহে পরিবেশ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গ্যাসের সাথে উপজাত হিসাবে আগত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করে সোক পিট/বাপেক্সের নিজস্ব স্থাপনায় অবস্থিত পুকুরে সোকিং এর ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির উন্নয়ন ও দৈনন্দিন অপারেশনাল কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়। যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে Initial Environment Examination (IEE), Environmental Impact Assessment (EIA), Environmental Management Plan (EMP) সম্পাদনপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ/নবায়ন করা হয় এবং ছাড়পত্রের শর্তসমূহ যথাযথ অনুসরণ করা হয়। প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত বিস্ফোরক ও radioactive materials এর লাইসেন্স গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। কোম্পানির এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটিসহ বিভাগ/ফিল্ড ভিত্তিক সাব-কমিটি কর্তৃক পেট্রোবাংলার এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস্ (ইএসএমএস) প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের প্রযোজ্য সুপারিশসমূহ কোম্পানিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়।

গ্যাস প্রসেসিং প্লান্টসহ কম্প্রেসরসমূহ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। গ্যাসের সাথে উৎপাদিত পানি উঞচ এর মাধ্যমে পরিশোধন করে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানির আওতাধীন ফিল্ড/স্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের গাছের চারা রোপণ ও পরিচর্যা অব্যাহত আছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

পরিবেশ সংরক্ষনের লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনাসমূহে বিদ্যমান প্রসেস প্লান্টের Environment Management Plan (EMP) Studz পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রসেস প্লান্টসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে পরিশোধন করে নিয়মিতভাবে নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্লান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিস্কার রাখা, সকল আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারন, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস-এর নিঃসরণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড/কার্বনমনোঅক্সাইড এর তুলনায় ওজন স্তরকে ২২ গুণ ক্ষতি করে ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমান ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথ ভাবে অনুগৃত হচ্ছে। বিদ্যমান বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতিও যেন এড়ানো সম্ভব হয় তা বিবেচনা করে গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোম্পানির নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনে গাছের চারা রোপন এবং রোপিত চারা গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ কালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধব নীতি অনুসরণক্রমে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্ত বিজিডিসিএল-এর বিভিন্ন স্থাপনায় প্রতিবছর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়। রোপনকৃত গাছসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষন করা হচ্ছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় কমপেক্সসহ কোম্পানীর বিভিন্ন স্থাপনায় রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সংখ্যা ৩,৮৮৯টি যার মধ্যে ফলজ ১,০৪৪টি, বনজ ২,৫৭৮টি ও ঔষধি ২৬৭টি।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতিত অন্যান্য সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেওয়া হয়। কোম্পানির স্থাপনাসমূহে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম চলমান আছে। কোম্পানির ফৌজদারহাট স্থাপনায় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য স্থাপনার সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন ধরণের ফুলের বাগান করা হয়েছে এবং স্থাপনার আশপাশের বিভিন্ন ফাঁকা জায়গায় ছোট-খাটো পরিসরের বাগান করা হয়েছে। প্রতি মাসে কোম্পানি হতে পরিবেশের উপর মাসিক প্রতিবেদন পেট্রোবাংলার এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি ডিভিশনে (ইএসডি) পাঠানো হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

কোম্পানির সকল কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ও কোম্পানির আদেশ-বিনির্দেশ এবং "প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১" (সংশোধনীসহ) গ্যাস সঞ্চালন/পরিবহণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অনুগৃত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে "পরিবেশ ছাড়পত্র" গ্রহণপূর্বক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। কোম্পানির আওতাধীন গ্যাস স্থাপনাসমূহ, গ্রাহকদের সিএমএস ও রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মাসিক 'এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি' বিষয়ক তথ্যাবলী প্রতিবেদন আকারে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্ত কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় প্রতি বছর বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হয় ও নিয়মিত বৃক্ষাদির পরিচর্যা করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও যেকোন গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্যাস বিতরণ লাইন ও স্থাপনাসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ রোধে জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে পিজিসিএল প্রতি বছর বিশেষ কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় নানা প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রোপিত চারার সঠিক পরিচর্যার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস প্রাঙ্গনে বিভিন্ন জাতের ফুলের চারা রোপণের মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি ক্যাম্পাসের বৃক্ষশোভিত সবুজ বেষ্টণী আরও নিবিড় করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসে কোম্পানির Environment & Safety সেল কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন ও তদারকি করে থাকে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির অপারেশনাল ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত আছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপদ কাজের নীতি মেনে চলায় ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে কোম্পানিতে পরিবেশগত ও অপারেশনাল কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। উন্নয়ন প্রকল্প/ কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয় এবং ছাড়পত্রের শর্তাবলী মেনে চলা হয়। অত্র কোম্পানির আওতাধীন সকল ডিআরএস, আরএমএস হতে জমাকৃত কনডেনসেট নিরাপদ পদ্ধতিতে অপসারণ করা হয় এবং তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এসজিসিএল এর সকল স্থাপনাসমূহে অগ্নি-নির্বাপনে অগ্নি-নির্বাপক (ফারায় এক্সটিংগুইসার শেল, ড্রাইপাউডার, বালু ও পানিভর্তি বালতি) এর ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানির আওতাধীন আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয়েবিভিন্নধরণের গাছের চারা রোপণ এবং তাদের পরিচর্যা অব্যাহত আছে।

এছাড়া,গ্যাস পাইপলাইনে লিকেজ থেকে গৃষ্ট দুর্ঘটনা রোধে অত্র কোম্পানির ভোলায় DRS এ একটি অডোরাইজার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য উসবৎমবহপু ঈবষষ এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গ্যাস লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা জরুরী মেরামতের নিমিত্ত একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত রয়েছে। এতদবিষয়ে গ্রাহক অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্ঘটনা রোধ ও গ্যাস লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা রোধকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদার ও ভোলা আবিকায় বিদ্যমান জরুরী টিমের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে সেবা প্রদান ও সকল প্রকার ত্রুটি মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আরএমএস ও ডিআরএস-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অপারেশনাল এবং মেইনটেনেন্স কাজে Personal Protective Equipment (PPE) ব্যবহার করছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

কোম্পানির কেটিএল এলপিজি প্লান্ট, আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা, সেন্ট্রাল ও জোনাল সিএনজি ওয়ার্কশপের সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশসহ নিরাপত্তার ওপর কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। পরিবেশ ও নিরাপত্তার স্বার্থে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে স্থাপনা ভিত্তিক রোপিত বিভিন্ন বৃক্ষের বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	স্থাপনার নাম	ফলদ গাছের সংখ্যা	বনজ গাছের সংখ্যা	ঔষধি গাছের সংখ্যা	ফুল গাছের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয় এবং সিএনজি সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ, ঢাকা।	-	-	-	২০০	২০০
২.	কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	২৫০	২৫০	-	১৬২৩	২১২৩
৩.	আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা, আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া।	১০০	-	-	-	১০০
৪.	দনিয়া জোনাল ওয়ার্কশপ রায়েরবাগ, ঢাকা ।	-	-	-	-	-

ইতঃপূর্বে রোপিত বৃক্ষসমূহ নিয়মিত যত্ন সহকারে পরিচর্যা করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা কার্যক্রম:

কোম্পানির অপারেশনাল কমর্কান্ড নির্বিঘ্ন রাখতে সার্বিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের স্ব-স্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনায় এবং সেইফটি বিধিমালা যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অধিকতর জোরদার করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার স্বার্থে স্থাপনাভিত্তিক সিকিউরিটি ম্যাপসহ সাইড পান প্রস্তুত করা হয়েছে। কোম্পানির আওতায় স্থাপনাসমূহে অগ্নীনির্বাপক ব্যবস্থাদি কার্যকরসহ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত মহড়া আয়োজন করে যথাযথভাবে তদারকি নিশ্চিত করা হচ্ছে। বহিরাগত ও দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রনে পূর্বানুমতি গ্রহণ পদ্ধতি চালু রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানির প্রধান কার্যলয়সহ স্থাপনাসমূহে ৯১ (একানববই) জন (অস্ত্রধারী) অঙ্গীভূত আনসার সদস্য এবং প্রধান কার্যালয়ে ০৮ (আট) জন (নিরস্ত্র) ভাড়ায় নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মী নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। ২০২০-২০২১ইং অর্থ বছরে কোম্পানিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন দূর্ঘটনা সংঘঠিত হয় নাই।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

১। 'Environmental policy of GTCL-2019' পরিচালকমন্ডলীর গত ০৭/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২৫তম সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে জিটিসিএল এর সকল স্থাপনা ও প্রকল্পে নীতিমালা অনুগৃত হচ্ছে।

২। 'বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের পরিবেশ সমীক্ষা (EIA) সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত ১৩/০৭/২০২০ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ সমীক্ষা কাজ সম্পাদনের পর গত ২১/০১/২০২১ তারিখে চুক্তিভূক্ত চূড়ান্ত পরিবেশ সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং গত ১৩/০১/২০২১ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র দাখিল করা হয়েছে।

৩। অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্পের পরিবেশ সমীক্ষা (EIA) সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত ১৫/০৭/২০২০ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ সমীক্ষা কাজ সম্পাদনের পর গত ১২/১১/২০২০ তারিখে চুক্তিভুক্ত চূড়ান্ত পরিবেশ সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং একই তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন SASEC প্রকল্পের অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ জেলায় উল্লাপাড়া উপজেলায় অন্তর্গত হাটিকুমরুল মোড়ে ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণের লক্ষ্যে ঝঅঝউঈ প্রকল্পের অনুরোধে বিদ্যমান ৩১ ব্যাসের নলকা-হাটিকুমরুল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বিকল্প পথে স্থানান্তরের লক্ষ্যে রুট জরিপ সম্পাদনকরত ১৪/০২/২০২১ তারিখে নক্সা চূড়ান্ত করা হয়।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

ক) বড়পুকুরিয়া ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ২৩২৫ ঘনমিটার/ঘন্টা হারে পানি অপসারণ করা হয়। অপসারিত পানি সারফেসে বিদ্যমান ট্রিটমেন্ট প্লান্ট-এর মাধ্যমে পরিশোধন পরবর্তী কৃষিকাজে ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পর ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাহিরে যাচ্ছে।

খ) পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর (বছরে কম পক্ষে ৪ বার) ভূগর্ভ হতে অপসারিত পানি (পরিশোধ পূর্ব ও পরিশোধন পরবর্তী) এবং সাফেসের বায়ুর গুনগতমান (SPM) পরিবেশ অধিদপ্তর নিজস্ব পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়।

গ) বড়পুকুরিয়া ভূগর্ভস্থ কয়লা খনিতে বিদ্যমান কোল ইয়ার্ডের কোল ডাস্ট সাপ্রেশনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিতভাবে পানি স্প্রে করা হয়।

ঘ) পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের শর্তানুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর-এর নিজস্ব পরীক্ষাগার কর্তৃক পরীক্ষিত ফলাফল পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে প্রতিবছর পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ণ করা হয়।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

পরিবেশ সংরক্ষণ:

খনি এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির পক্ষ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্রাশিং ও সর্টিং প্লান্টে এবং স্কীপ আনলোডিং হাউজে গৃষ্ট শিলাধুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাস্ট কালেক্টর স্থাপন করা আছে। ভূ-উপরিভাগে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হতে উদ্ভূত শব্দ অনুমোদিত মাত্রা ৭৫ ডেবিবল-এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অত্র খনি কাজে সংশ্লিষ্ট জনবল ও পরিবেশের উপর উদ্ভূত শব্দের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রোপনকৃত গাছ নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

বাপেক্স ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার সারসংক্ষেপ (২০২১ হতে ২০৪১ পর্যন্ত)

ক্রম	প্রস্তাবিত কর্মসূচীর ধরন	২০২১-২০৩০		২০৩১-২০৪১		মোট (২০২১-২০৪১)	
		প্রকল্প সংখ্যা/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ	প্রকল্প সংখ্যা/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ	প্রকল্প সংখ্যা/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ
১	তেল-গ্যাস অনুসন্ধান						
	(ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ	০২টি	১৫৯০ লা: কি. মি.	-	-	০২টি	১৫৯০ লা: কি. মি.
	(খ) দ্বিমাত্রিক জরিপ	০৪টি	১১,২২০ লা: কি. মি.	০১টি	১০,০০০ লা: কি. মি.	০৫টি	২১২২০ লা: কি. মি.
	(গ) ত্রিমাত্রিক জরিপ	০৫টি	৪৩৮০ বর্গ কি. মি.	০১টি	১৫০০ বর্গ কি. মি.	০৬টি	৫৮৮০ বর্গ কি. মি.
২	অনুসন্ধান কূপ খনন	০৬টি	১৭টি কূপ	০৫টি	২০টি কূপ	১১টি	৩৭টি কূপ
৩	উন্নয়ন কূপ খনন	০৫টি	১০টি কূপ	০২টি	১০টি কূপ	০৭টি	২০টি কূপ
৪	ওয়ার্কওভার	২টি	৬টি কূপ	-	চূড়ান্ত নয়	০২টি	৬টি কূপ
৫	প্রসেস প্লান্ট স্থাপন	২টি	২টি প্রসেস প্লান্ট	-	চূড়ান্ত নয়	০২টি	০২টি প্রসেস প্লান্ট
৬	ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন	১টি	৩টি কম্প্রেসর	-	চূড়ান্ত নয়	০১টি	০৩টি কম্প্রেসর
৭	রিগ ক্রয় / পুনর্বাসন/আপগ্রেডেশন	৪টি	রিগ আপগ্রেডেশন ও পুনর্বাসন	১টি	রিগ ক্রয়	০৫টি	রিগ ক্রয় / পুনর্বাসন/ আপগ্রেডেশন

গৃহিত প্রকল্পসমূহ:

১) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প
(মেয়াদ কালঃ ০১.০৭.২০২০ হতে ৩১.১২.২০২১)

২) শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প
(০১.১২.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২৩)

৩) বিজয় ১০,১১,১২, আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন ও রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প।
(মেয়াদ কালঃ ০১.০১.২০২১ হতে ৩০.০৬.২০২৩)

৪) ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প
(মেয়াদ কালঃ ০১.০১.২০২১ হতে ৩০.০৬.২০২৩)

৫) শরিয়তপুর -১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।
(০১.০৮.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২২)

৬) ৩ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার দোয়ারাবাজার, ছাতক ও কোম্পানীগঞ্জ, প্রকল্প।
(০১.০২.২০২১ হতে ৩০.০৬.২০২৩)

৭) ২ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন বক-১৫ এবং ২২ প্রকল্প।
(০১.০৯.২০২০ হতে ৩০.১২.২০২৩)

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা) (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থা
১.	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩টি নতুন কূপ খনন ও ৮টি কূপের ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৬ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ	১৫০০০০.০০ (১৩৫০০০.০০)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক ডাটা পুনর্মূল্যায়নের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পুনর্মূল্যায়ন ফলাফলের ভিত্তিতে তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ নং নতুন কূপ খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে তিতাস-৮, ১৪, ১৬, ২২, ২৪, হবিগঞ্জ-৬, বাখরাবাদ- ৭ ও মেঘনা-১ নং কূপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় গ্রিড লাইনে সরবরাহ করা হবে। বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নাধীন আছে।
২.	হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৩ - জুন, ২০২৬ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	২৫০০০.০০ (২০০০০.০০)	হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে যথাক্রমে ২০০, ১৮০ ও ১০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে করা হবে। যথাসময়ে ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৩.	তিতাস ফিল্ডে ৫টি কূপের ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৪ জুন, ২০২৭ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	৫০০০০.০০ (৪৫০০০.০০)	তিতাস ১৭, ১৮, ২১, ২৩ ও ২৭ নং কূপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিদ্যমান উৎপাদন বজায় রাখা হবে। যথাসময়ে ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৪.	তিতাস, নরসিংদী ও কামতা ফিল্ডে ৬টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০২৯ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/জিওবি	১২০০০০.০০ (১০৫০০০.০০)	তিতাস-৩১, ৩২ ও ৩৩ (অনুসন্ধান) কূপ খনন করা হবে। বাপেক্স কর্তৃক নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফল বিজিএফসিএল কর্তৃক পর্যালোচনা শেষে নরসিংদী-৩ ও ৪ কূপ খনন করা হবে। বাপেক্স কর্তৃক কামতা গ্যাস ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফল নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিভিউ করা হচ্ছে। রিভিউকরণের পর কামতা- ২ কূপ খনন করা হবে। যথাসময়ে ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৫.	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের আই ও জে লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৬ - জুন, ২০৩০ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/জিওবি	৫০০০০.০০ (৪০০০০.০০)	জাতীয় গ্রিড লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৪টি কম্প্রেসর স্থাপন করা হবে। যথাসময়ে ডিপিপি প্রণয়ন/ অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা) (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থা
৬.	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ৫টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৭ জুন, ২০৩১ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	১০০০০০.০০ (৯০০০০.০০)	তিতাস-৩৪, ৩৫ ও ৩৬ (অনুসন্ধান) কূপ খনন করা হবে। বাখরাবাদ ফিল্ডে প্রস্তাবিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে বাখরাবাদ-১১ ও ১২ নং কূপ খনন করা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৭.	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ৫টি কূপের ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৯ ডিসেম্বর, ২০৩২ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	৫০০০০.০০ (৪০০০০.০০)	তিতাস ২০, ২৫ ও ২৬ নং এবং বাখরাবাদ ২ ও ৪ নং কূপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিদ্যমান উৎপাদন বজায় রাখা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৮.	তিতাস ফিল্ডে ৫টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০৩৩ জুন, ২০৩৭ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	১০০০০০.০০ (৯০০০০.০০)	তিতাস-৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০(অনুসন্ধান) ও ৪১ কূপ খনন করা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৯.	তিতাস, হবিগঞ্জ ও মেঘনা ফিল্ডে ৬টি নতুন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০৩৭ জুন, ২০৪১ অর্থায়নঃ নিজস্ব/জিডিএফ/প্রকল্প সাহায্য	১২০০০০.০০ (১০৫০০০.০০)	তিতাস-৪২, ৪৩ ও ৪৪ কূপ খনন করা হবে। হবিগঞ্জ ও মেঘনা ফিল্ডে প্রস্তাবিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে হবিগঞ্জ-১৩ ও মেঘনা-২ নং কূপ খনন করা হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পাইপলাইনের ব্যাস X দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি X কি.মি.)	মেয়াদ কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও এতদসংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম
১.	লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া এবং জাজিরা-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৭৫	জুলাই'২০২২-জুন'২০২৫	নির্মাণাধীন পদ্মা ব্রীজের উপর স্থাপিতব্য পাইপলাইনের সাথে সংযোগ স্থাপন করতঃ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবাহের জন্য গ্যাস সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ করা; দেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপিতব্য বিভিন্ন গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সার কারখানা ও বাণিজ্যিক ইউনিটে গ্যাস সরবরাহ করা; এবং জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পাইপলাইনের ব্যাস X দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি X কি.মি.)	মেয়াদ কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও এতদসংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম
				প্রস্তাবিত প্রকল্পের অনুকূলে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নীতিগত অনুমোদিত পিডিপিপি গত ১৩-১২-২০২০ তারিখে ইআরডি হতে সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যাদি সম্পাদনের জন্য জিটিসিএল হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
২.	খুলনা গোপালগঞ্জ- টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৭৭	জুলাই'২০২২-জুন'২০২৫	মাদারীপুরের টেকেরহাট হাবের সাথে বিদ্যমান খুলনা সিজিএস এর সংযোগ স্থাপন; দেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপিতব্য বিভিন্ন গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সার কারখানা ও বাণিজ্যিক ইউনিটে গ্যাস সরবরাহ করা; এবং জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা। প্রস্তাবিত প্রকল্পের অনুকূলে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নীতিগত অনুমোদিত পিডিপিপি গত ১৩-১২-২০২০ তারিখে ইআরডি হতে সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যাদি সম্পাদনের জন্য জিটিসিএল হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩.	সাতক্ষীরা (ভোমরা)-খুলনা (আড়ংঘাটা) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০"x ৬৫	জানুয়ারি'২০২২-ডিসেম্বর'২০২৪	ক্রসবর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত হতে আরএলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের লক্ষ্যে সাতক্ষীরা (ভোমরা) হতে খুলনা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের রুট জরীপ কার্যাদি সমাপ্ত হয়েছে। ভারতের সাথে এঝঅ স্বাক্ষরিত হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংশোধিত পিডিপিপি বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৬-০৫-২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পাইপলাইনের ব্যাস X দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি X কি.মি.)	মেয়াদ কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও এতদসংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম
৪.	পায়রা-বরিশাল এবং বরিশাল খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৪২" x ৮৫ (পায়রা-বরিশাল) এবং ৩৬" x ১০৫ (বরিশাল খুলনা)	জুলাই'২০২২-জুন'২০২৫	দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান ও স্থাপিতব্য গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প ও অন্যান্য গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পায়রা বন্দর হতে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি (আরএলএনজি) বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বাগেরহাট ও খুলনা পর্যন্ত সরবরাহের নিমিত্ত গ্যাস সঞ্চালন গ্রিডের অবকাঠামো হিসেবে এ প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৫.	টেকেরহাট-ফরিদপুর এবং টেকেরহাট-বরিশাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ১১৫	জুলাই' ২০২৬-জুন' ২০২৯	গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে গ্যাস সরবাহের লক্ষ্যে গ্যাস সঞ্চালন গ্রিডের অবকাঠামো হিসেবে এ প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৬.	ভোলা-বরিশাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৬০	জুলাই' ২০৩১-জুন' ২০৩৪	প্রস্তাবিত পাইপলাইনটি বাস্তবায়নরে মাধ্যমে বৃহত্তর ভোলা ও বরশিাল অঞ্চলে গ্যাস সরবাহরে লক্ষ্যে সঞ্চালন অবকাঠামো নর্মিাণ করা।
৭.	হাটিকুমরুল-বগুড়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৫৫	জুলাই'২০৩৩-জুন'২০৩৬	ভবিষ্যতে দেশের উত্তরাঞ্চলে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ করা।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২১-২০২২ থেকে ২০২২-২০২৩)

- এ্যাকরেজ বক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ;
- সিলেট-১০ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- রশিদপুর-৯ নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ;
- হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা-সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
- রশিদপুর-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- সিলেট-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

- এ্যাকরেজ বক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এরিয়ায় ৩টি অনুসন্ধান কূপ খনন (ডুপিটিলা-১, বাতচিয়া-১, হারারগাজ-১)
- রশিদপুর-৩নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- রশিদপুর-২, কৈলাশটিলা-২, বিয়ানীবাজার-২ ও সিলেট-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার।

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪ থেকে ২০২৫-২০২৬)

- এ্যাকারেজ বক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় পরিচালিত ৩ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ২টি কূপ খনন;
- বিয়ানীবাজার -৩ ও ৪ কূপ খনন।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৬-২০২৭ থেকে ২০৩১-২০৩২)

- সিলেট-৯ নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- কৈলাশটিলা-৬নং কূপ ওয়ার্কওভার।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

টিজিটিডিসিএল নেটওয়ার্কে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন

এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪" x ১০০০ পিএসআইজি x ৬০ কি.মি সঞ্চালন লাইন ও মানিকগঞ্জে একটি নতুন সিজিএস নির্মাণ এবং মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" x ৩০০ পিএসআইজি x ২৫ কি.মি বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ ও ধামরাই এ একটি নতুন টিবিএস নির্মাণ করা হবে।

এ ছাড়াও বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের ২৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের জন্য ক্যাপাসিটি উন্নয়ন, মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তনে এলেঙ্গায় একটি ইনটেক মিটারিং ষ্টেশন নির্মাণ এবং নরসিংদী ভালভ স্টেশন #১২-এর মডিফিকেশন করা হবে।

এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের নাম: টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপনে জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

এ প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১২"-১৬" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ১৭৭.৫ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন ও ৩/৪" -৮" ব্যাসের ১০কি.মি. সার্ভিসলাইন ও বিতরণ লাইনসমূহকে সংশ্লিষ্ট স্টেশনের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ২০" ব্যাসের ১.৫ কি.মি. হেডারনির্মাণ, ০৪টি গ্যাস স্টেশনের মডিফিকেশনসহ এইচডিডি পদ্ধতিতে নদীর তলদেশে মহাসড়কের পূর্ব এবং পশ্চিম পার্শ্বে ১৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি চাপের ০২ (দুই)টি ও ১২" ব্যাস দ্ধ ৫০ পিএসআইজি চাপের ০২ (দুই) টি মোট ০৪ টি স্থানে পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৬৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের নাম: টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপনে SASEC প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-এলেঙ্গা ৪ লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে 8"-20" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২১৪ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং 3/4" -8" ব্যাসের ৭ কি.মি. সার্ভিসলাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৩৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে ।

এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের নাম: টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন, উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতসহ SCADA সিস্টেম স্থাপন।

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জে বিদ্যমান ভবিষ্যৎ আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী ৬০টি এলাকায় 2"~20" ব্যাসের ৬০০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ, 3/4"~2" ব্যাসের প্রায় ৯৯,০০০ টি সার্ভিস সংযোগ স্থানান্তর করা হবে এবং প্রস্তাবিত গ্যাস নেটওয়ার্কসহ টিজিটিডিসিএল এর ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সমন্বিত এওঝ নক্সা প্রস্তুতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন করা হবে।

এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের নাম: Installation of 4 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার যেসকল এলাকায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়নি সেসকল এলাকা এবং যেসব এলাকায় আংশিক প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে সেসব এলাকার অবশিষ্ট মিটার বিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৪ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে আইডিএ/ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক/ এডিবি/ জাইকা/ জেবিআইসি এর অর্থায়ন বিবেচনার জন্য Preliminary Development Project Proforma (PDPP) পর্রিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: Installation of 5.49 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মিটারবিহীন সকল মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৫.৪৯ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে Preliminary Development Project Proforma (PDPP) পর্রিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: Installation of 7 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL

এ প্রকল্পের আওতায় তিতাস অধিভুক্ত এলাকার মিটারবিহীন সকল মিটার বিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৭ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে।

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পটির চউচচ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্য প্রকল্পসমূহ:

প্রকল্পের নাম: Installation of 8.25 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL

প্রকল্পের নাম: টিজিটিডিসিএল এর নেটওয়ার্কের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প

শিল্প নগরী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকায় গ্যাস সংযোগ/সরবরাহ প্রসঙ্গে।

পানগাঁও ভাল্ব স্টেশন হতে জিনজিরা তিতাস গ্যাস অফিস (কদমতলা) পর্যন্ত বিদ্যমান ৮ইঞ্চি ডায়া ১৪০ পিএসআইজি গ্যাস লাইন এর মাধ্যমে জিনজিরা কেরানীগঞ্জ এলাকায় শিল্প,বানিজ্য, আবাসিক খাতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। উচ্চতর ডায়ার গ্যাস লাইন না থাকায় পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয় না বিধায় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্বল্প চাপ বিরাজ করছে। বিসিক শিল্পনগরীতে স্থাপিত ১২৫ টি বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে যার অধিকাংশ শিল্পই গ্রাস নির্ভরশীল। এ শিল্পগুলোতে গ্যাস সংযোগ না থাকায় শিল্প উদ্যোক্তাগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান/ কারখানাগুলো চালু রাখতে বর্তমানে প্রচুর লোকশানের সম্মুখীন হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও উক্ত বিসিক শিল্পাঞ্চলে অনেক শিল্পস্থাপনা চলমান রয়েছে এমনকি বহু সংখ্যক শিল্প প্লট খালিও রয়েছে। কেরানীগঞ্জ উপজেলা জিনজিরায় বিভিন্ন এলাকায় ডাইং ফ্যাক্টরী, ওয়াশিং প্ল্যান্ট সহ হালকা/ ভারী বিভিন্ন ধরনের বহু সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। ডাইং ফ্যাক্টরী, ওয়াশিং প্ল্যান্ট সমূহ পরিবেশ বান্ধব/ পরিকল্পিত নগর নির্মাণের উদ্দেশ্যে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিসিক শিল্পনগরীতে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিসিক এর আওতাধীন শিল্পাঞ্চলে ভবিষ্যতে এখানে প্রায় অন্তত ১০০০ (এক হাজার) শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বহু গুনে বৃদ্ধি পাবে বিবেচনায় তিতাস গ্যাস টিএন্ড ডি কোং লি. এর অধীনে ডিআরএস/ আরএমএস স্থাপনসহ পানগাঁও ভাল্ব স্টেশন হতে বিসিক শিল্প নগরী পর্যন্ত ২০" ইঞ্চি ডপায়া ১৪০ পিএসআইজি ২০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মানের প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে এবং তা বাস্তবায়িত হলে:

ক) জিনজিরাসহ কেরানীগঞ্জ এলাকায় শিল্পাপ্রতিষ্ঠান, বিসিক, শিল্পপার্ক এবং অন্যান্য খাতে ভবিষ্যতে আগামী ২০ বছর নিরবিছন্ন গ্যাস চাহিদা পরণ করা সম্ভব হবে।

খ) প্রায় ১০০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা যাবে।

গ) বিদ্যমান স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন হবে।

ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষনা অনুযায়ী বেজার মাধ্যমে ইকোনোমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হবে।

ঙ) নতুন শিল্পায়ন সহ প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

* তিতাস গ্যাসের অন্যান্য গৃহীত প্রকল্প সমূহ:

** ঢাকা শহরের পুরাতন বিতরণ/ক্ষতিগ্রস্থ/আন্ডার সাইজ নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন, SCADA System স্থাপন, GIS Mapping System চালু করে আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। যার ফলে পাইপলাইনের safty risks সহ দূর্ঘটনা কমানো সম্ভব হবে।

** ERP System এর মাধ্যমে গ্যাসের সরবরাহ, বিক্রয় ও লস এর সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা সম্ভব হবে।

** প্রিপেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে আবাসিক খাতে গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

এলেঙ্গা- মানিকগঞ্জ ধামরাই পর্যন্ত উচ্চ চাপ সম্পন্ন ২৪ ইঞ্চি ডায়া ১০০০ পিএসআইজি (৬০+২৫) =৮৫ কি.মি. "টিজিটিডিসিএল এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরন সক্ষমতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।

স্বল্প চাপ নিরসন/পাইপ লাইন স্থানান্তর/ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি প্রকল্প জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ১২ ইঞ্চি, ১৬ইঞ্চি ডায়া ১৫০ পিএসআইজি ১৭৭ কি.মি।

স্বল্প চাপ নিরসর/পাইপ লাইন স্থানান্তর/ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি প্রকল্প (SASEC) জয়দেবপুর- টাংগাইল ২০ ইঞ্চি, ১৬ ইঞ্চি ডায়া ৫০/১৪০ পিএসআইজি ২৪৪ কি.মি।

CDM প্রকল্প এর মাধ্যমে Equipment এর Efficiency বৃদ্ধি বর্তমানে ১৫০ MMCFD LNG নেটওয়ার্কে সরবরাহ হয়েছে। ভবিষ্যতে চাহিদা অনুযায়ী অধিক পরিমানে খঘএ সরবরাহের জন্য নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প:

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ রেজিস্ট্রিকৃত এবং United Nations Methodologies মোতাবেক Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পটি ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S (NEAS) এর বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় তিতাস গ্যাস কোম্পানির CDM সেল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের Project Design Document (PDD) মোতাবেক ২০১৭ সালে প্রকল্পের Baseline Studz কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ, পরিমাপকরণ ও মেরামত করা হয়েছে। প্রকল্পের Baseline Studz কার্যক্রমে সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মোট ৩৫,২৫২ টি লিকেজযুক্ত রাইজার মেরামত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সর্বমোট ৪,০৬,৭০৩.৩ Liter Per Minute বা ৮,৬১,৭৭৫ CFH বা ২০.৬৮ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ গৃষ্ট হয়েছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে প্রতিবছর Monitoring কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১ম, ২য় ও ৩য় মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালে যথাক্রমে ১৯.২৪ MMCFD, ১৯.৬৬ MMCFD এবং ২০.৮৩ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। UNFCCC কর্তৃক প্রকল্পের Monitoring কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে Verification করা হচ্ছে এবং তদানুযায়ী ২০১৮, ২০১৯ সালে ইস্যুকৃত CER (Certified Emission Reduction)-এর পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩,৭৮,৬১১ unit t CO_2e এবং ৩৪,৮১,৭২২ unit:

CO2e। বর্তমানে ৪র্থ Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে Monitoring and Verification কার্যক্রম ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের UN Methodology মোতাবেক সম্পন্ন করা হবে।

প্রকল্পটির Agreement মোতাবেক ১% Upfront Payment হিসাবে ১৮,৩৬৪.৭২ ইউরো এবং ১ম Monitoring পর্যায়ের কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ১৩,৪৬৪ ইউরো NE Climate A/S (NEAS) এর মাধ্যমে তিতাস গ্যাস কোম্পানিতে গৃহীত হয়েছে। Certified CER Sale এর মাধ্যমে চুক্তি মোতাবেক কোম্পানি ভবিষ্যতেও আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত গ্যাস শিল্পখাতে ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি এবং Green House Gas (GHG) গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় আরো ১,৫০,০০০-২,০০,০০০ রাইজার পরিদর্শনপূর্বক লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান VERRA এ রেজিস্টার্ড করত NE Climate A/S (NEAS) এর বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় এবং কোম্পানির সিডিএম সেলের তত্ত্বাবধানে নতুন অনুরুপ একটি প্রকল্প সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির Feasibility Studz কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং NE Climate A/S (NEAS) এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

ক) বিজিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকের আঙিনায় ৪,৮৮,০০০ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প।

খ) গ্যাস বিতরণ ম্যাপের ডিজিটাইজেশন (জিআইএস) ও আপগ্রেডেশন।

গ) কবিরহাট এবং বসুরহাট পৌরসভায় গ্যাস সংযোগ প্রদান প্রকল্প।

ঘ) বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের টেলিমিটারিং এর আওতায় আনয়ন প্রকল্প।

ঙ) কুমিল্লা মহানগর, ইপিজেড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের জন্য রিংমেইন পাইপ লাইন নির্মাণ।

চ) টিবিএস/ডিআরএস আপগ্রেডেশন, ডিজিটাইজেশন (রিমোট কন্ট্রোল)।

ছ) কুটুম্বপুর হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ২০" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৩৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

জ) ফ্রী হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ৪০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

ঝ) বিজরা, লাকসাম হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ১২" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ২৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় পূর্বক বিজিডিসিএল এর আওতাধীন আশুগঞ্জ, কচুয়া, বাঞ্ছারামপুর, বসুরহাট, দেবীদ্বার অফিস স্থাপন।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড ও মিরসরাই এলাকায় ভবিষ্যৎ গ্যাস চাহিদা পূরণের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে ফৌজদারহাট হতে মিরসরাই এর বারৈয়ারহাট পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫৭ কিঃ মিঃ বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ এবং জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিতব্য মিরসরাই ও শীতলপুর টিবিএস দুটির সাথে সংযুক্তকরণ।
- বৈদেশিক সাহায্য ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে কেজিডিসিএল এর অধিভুক্ত এলাকার ৪,৩৫,০০০টি আবাসিক সংযোগে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।
- কেজিডিসিএল এর ফৌজদারহাট, চট্টগ্রামস্থ অফিস কমপেক্সে ১টি ৭৭,৯২৩ বর্গফুট আয়তনের ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৬তলা অফিস কামল্যাব ভবন এবং ১৬,২০৯ বর্গফুট আয়তনের ১টি দ্বিতল স্টোর ভবন নির্মাণ।
- চট্টগ্রামস্থ ফৌজদারহাট হতে চাদগাঁও জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রিং মেইন এর সমান্তরালে ২৪" ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপের ১২ কি.মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ।

- চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় কেজিডিসিএল অফিসার্স কোয়ার্টার কমপেক্সে বিদ্যমান এ ও বি-টাইপ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে একটি ১০(দশ) তলা ভবন নির্মাণ।
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড ও Mitsui & Co.ltd., Japan-এ ১০০ মিলিয়ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২০" ব্যাসের ০.৫ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ এবং ২০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি আরএমএস স্থাপন।
- বেজার চাহিদা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মীরসরাই, চট্টগ্রাম অঞ্চলে অতিরিক্ত ৫০০ মিলিয়ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- বেজার আওতাধীন মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২৪" ব্যাসের ০.৫ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ এবং ১৫০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি আরএমএ সংস্থাপন।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

জেজিটিডিএসএল এর অধিভূক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে প্রধান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী জুন ২০২২ এর মধ্যে বিদ্যমান গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহার দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন অতিক্রান্ত হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের জন্য আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি খাতে যে সকল শিল্প/বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে/নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো :

(ক) ফেঞ্চুগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট আমেরিকান লিবার্টি পাওয়ার বিডি লিঃ এ গ্যাস সরবরাহ:

সিলেট জেলাধীন ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকায় বেসরকারিভাবে নির্মিতব্য ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে Gas Sales Agreement (GSA) স্বাক্ষরের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত পাওয়ার প্লান্টে সম্ভাব্য গ্যাস ব্যবহারের পরিমান ১২ এমএমসিএফডি।

(খ) মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এ গ্যাস সরবরাহ:

মৌলভীবাজার জেলাধীন শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর এলাকায় মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড নামে ব্যক্তি মালিকানাধীন ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Gas Sales Agreement (GSA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিদ্যমান অবকাঠামো/সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন স্বাপেক্ষে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৪-৫ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

(গ) যমুনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, হবিগঞ্জ-এ গ্যাস সরবরাহ:

যমুনা গ্রুপ হবিগঞ্জ জেলাধীন মাধবপুর উপজেলায় যমুনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন করেছে। উক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৪৫ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। আলোচ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে গ্যাস সরবরাহ করা হলে বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প কারখানায় ৪৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

(ঘ) এম এ এফ পেট্রোক্যামিকেল কোম্পানিতে গ্যাস সরবরাহ:

হবিগঞ্জ জেলাধীন আউশকান্দি এলাকার রোকনপুর নামক স্থানে প্রস্তাবিত এম এ এফ পেট্রোক্যামিকেল কোম্পানি স্থাপিত হবে। উক্ত পেট্রোক্যামিকেল কোম্পানিতে ১০০ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে গ্যাস সংযোগের নিমিত্ত কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

(ঙ) অন্যান্য শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ:

জালালাবাদ গ্যাস-এর নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকায় গ্যাসের চাপ জনিত সমস্যা না থাকায় শাহজীবাজার এলাকায় দেশের খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্কয়ার টেক্সটাইল, স্কয়ার ডেনিমস লিঃ, মেসার্স পাইওনিয়ার স্পিনিং লিঃ, মেসার্স এস, এম, স্পিনিংস লিঃ, মেসার্স হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, মেসার্স সফকো স্পিনিং লিঃ, মেসার্স সায়হাম কটন লিঃ, মেসার্স কোয়ার্টজ সিলিকেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেসার্স তালুকদার কেমিক্যালস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেসার্স আর এ কে পেইন্টস লিঃ, মেসার্স স্টার সিরামিকস লিঃ, মেসার্স বাদশা টেক্সটাইলস, মেসার্স দেশবন্ধু গ্রুপ, মেসার্স আর এ কে সিরামিকস লিঃ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে এবং অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বাপেক্স কর্তৃক উত্তোলিত জকিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড হতে দৈনিক ১০ এমএমসিএফডি গ্যাস জেজিটিডিএসএল নেটওয়ার্কে সংযুক্তকরণের জন্য জকিগঞ্জ হতে গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৪০ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গত ৮ই মার্চ, ২০২০ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। করোনা মহামারীর কারণে অফিস আদালত ও অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান লকডাউনের কারণে বন্ধ থাকায় শিল্পাঞ্চলে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটেছে। তবে এ বছরের মধ্যে করোনা মহামারীর প্রকোপ কমে গেলে এবং প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হলে জালালাবাদ গ্যাসের দৈনিক গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ আরো ১০০ হতে ১৫০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়তে পারে। আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ, শিল্প ও অন্যান্য খাতে দৈনিক গ্যাস ব্যবহার প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট-এ উপনীত হতে পারে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

- "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন (জিওবি এবং পিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩);
- বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ভুক্ত এলাকায় ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ২৫ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন এবং ২৫ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার নতুন ১টি ডিআরএস নির্মাণ। (পিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪);
- Installation of Prepaid Gas Meters for PGCL Franchise Area (প্রকল্প সহায়তা এবং পিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫);
- সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫);
- নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি) এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মান প্রকল্প। (১০০% নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০২৩ হতে জুন ২০২৫);
- নাটোর শহর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প। (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৭);
- বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৮ হতে জুন ২০৩০);
- গাইবান্ধা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩১ হতে জুন ২০৩৩);
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬);

- কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৭ হতে জুন ২০৩৯);
- দিনাজপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৯ হতে জুন ২০৪১);
- ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড় শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬);
- সিরাজগঞ্জ জেলার নলকায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর ১৪ তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১০০%জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬);
- সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেসরকারি) এলাকায় গ্যাস সরবরাহ (সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪)
- বিসিআইসি কর্তৃক প্রস্তাবিত উত্তর বঙ্গে ইউরিয়া সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন নির্মাণ করণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ করণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত বগুড়া শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজশাহী শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করণ।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

আগামী ৩ বছরে গৃহীতব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম:

- **জিটিসিএল এর বিদ্যমান অফটেক হতে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা বিসিক শিল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ:**

  আগামী ২০২২-২০২৪ সাল নাগাদ জিওবি/নিজস্ব অর্থায়নে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা বিসিক শিল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে হিসেবে ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ১.৫ কিঃ মিঃ হুক-আপলাইন নির্মাণ। সে হিসেবে ১০" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ১৮ কিঃ মিঃ, ৮" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ১.০ কিঃ মিঃ পাইপলাইন, ০৪ টি ডিআরএস নির্মাণ, ০৪ টি সিপি স্টেশন নির্মাণ, ভবন নির্মাণ এবং আনুষাঙ্গিক পূর্ত ও যান্ত্রিক কাজ সম্পাদনের প্রয়োজন হবে মর্মে অত্র কোম্পানির প্রাথমিক জরিপে প্রতীয়মান হয়েছে। আলোচ্য নেটওয়ার্ক নির্মাণে প্রাথমিক প্রাক্কলন অনুযায়ী আনুমানিক ৪০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। প্রকল্প সম্পন্নের পর ১ম বছরে আনুমানিক ৬ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫ এমএমসিএফডি এবং ২০তম বছরে ৩৫ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২০ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। শিল্প কলকারখানার বিকাশ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

  কুষ্টিয়া জেলায় গ্যাস সংযোগের জন্য অত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহক অর্থায়নে Depository work হিসাবে কাজটি সম্পাদনের জন্য কোম্পানি প্রান্ত হতে গ্রাহক প্রান্তে প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ঝিনাইদহ, যশোর ও খুলনা এলাকার বিসিক শিল্পনগরী ও

তৎসংলগ্ন এলাকা সরেজমিনে বিস্তারিত আকারে জরিপ করে উক্ত এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হচ্ছে।

- **গোপালগঞ্জ জেলায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ:**

আগামী ২০২৪-২০২৬ সালের মধ্যেই জিওবি অর্থায়নে প্রস্তাবিত জিটিসিএল এর টিবিএস হতে কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিসিক ও অন্যান্য শিল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণপাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অত্র কোম্পানির প্রাথমিক জরিপ মোতাবেক ১০" ব্যাস × ১৫০ পিএসআইজি × ২০ কিঃ মিঃপাইপলাইন, ০২টি ডিআরএস, ০২টি সিপি স্টেশন, কন্ট্রোল ভবন নির্মাণ এবং আনুষাঙ্গিক পূর্ত ও যান্ত্রিক কাজের প্রয়োজন হবে। আলোচ্য নেটওয়ার্ক নির্মাণে প্রাথমিক প্রাক্কলন অনুযায়ী আনুমানিক ১৩৭ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। প্রকল্প সম্পন্নের পর কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদরে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিসিক ও অন্যান্য শিল্প কারখানায় ১০ এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান গৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে জিটিসিএল এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হচ্ছে। জিটিসিএল কর্তৃক রুট ও অফটেকের অবস্থান চূড়ান্ত করা হলেই গোপালগঞ্জ এলাকার বিসিক শিল্পনগরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা সরেজমিনে বিস্তারিত আকারে জরিপ করে উক্ত এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

- **প্রি-পেইড মিটার স্থাপন:**

আগামী ২০২২-২০২৪ অর্থ বছরের মধ্যে জিওবি/নিজস্ব অর্থায়নে এসজিসিএল এর আওতাধীন সকল আবাসিক গ্রাহককে (নন-মিটারড) প্রি-পেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক জরিপের তথ্য মোতাবেক এসজিসিএল এর ২৩৭২টি আবাসিক গ্রাহক সংখ্যার বিপরীতে ৬৪৫৮ টি ডাবল বার্ণার চুলার জন্য ৬৪৫৮টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, সার্ভার, সফট্ওয়্যারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজন হবে যার জন্য প্রাথমিক প্রাক্কলন মোতাবেক আনুমানিক ২০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাসের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্যাসের অপচয় রোধ এবং বকেয়া হ্রাস নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এসজিসিএল -এর আওতাধীন ভোলা এলাকায় সকল আবাসিক গ্রাহকদের প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা সেন্টার, সার্ভার, সফটওয়্যার, টেস্টিং বেঞ্চ স্থাপন ইত্যাদিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের ডিজাইন ও বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য বুয়েটের সাথে প্রাথমিকভাবে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের চাহিদানুযায়ী যথাশীঘ্র একটি দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হবে। পরবর্তীতে বুয়েট হতে ডিজাইন ও প্রাক্কলন পাওয়া গেলে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে পূর্ণাংগ প্রস্তাব পেট্রোবাংলার প্রেরণ করা হবে।

- **অস্থায়ী টেস্টিং বেঞ্চ স্থাপন:**

এসজিসিএল-এ স্বল্প ব্যয়ে একটি অস্থায়ী টেস্টিং বেঞ্চ স্থাপনের প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য কোম্পানি প্রান্তে ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। টেস্টিং বেঞ্চ স্থাপনের নিমিত্ত ইড়ছ প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মধ্যে বোরহানউদ্দিন ভাল্ব স্টেশনে একটি অস্থায়ী টেস্টিং বেঞ্চ স্থাপন করা সম্ভবপর হবে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- এলএনজি অবকাঠামো উন্নয়নে ইতোমধ্যে "Procurement of an individual Legal Consultant for LNG Terminal Development, LNG Import and other LNG Activities" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ।
- Construction of RCC Road and Heightening of Retaining Wall with Boundary Wall for Office Cum Dormitory Building construction Area at Ashugonj Condensate Handling Installation of RPGCL, Ashugonj, B-Baria;
- Renovation 1st floor of RPGCL Bhaban AC, Vertical Blind, Work station, Electrical Work, Toilet Repair & Painting at RPGCL, Khilkhet, Dhaka.
- Construction of Office-cum-Dormitory Building and Guest House at Ashuganj, B-Baria;
- Construction of Rest House on 2nd floor of Zonal Workshop of RPGCL at Doniya, Rayerbag, Dhaka;
- 6 Storied Steel Structure Building In Between RPGCL Bhaban & Annex Building And Extension of 2-Steel floor on Annex Building at RPGCL, Khilkhet, Dhaka.
- কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও স্টেশনের যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পুনর্বিন্যস্তকরণের মাধ্যমে স্থান সংকুলান করে এবং জোনাল ওয়ার্কশপের খালি জায়গায় একটি করে অটোগ্যাস স্টেশন ও অটোগ্যাস ওয়ার্কশপ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

কোম্পানির চ্যালেঞ্জসমূহ:

ক) কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট চালুকরণ এবং কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত এনজিএল-এর মূল্য যৌক্তিক হারে নির্ধারণ;

খ) সিএনজির বিক্রয় মূল্যের ওপর কোম্পানির যৌক্তিক হারে মার্জিন নির্ধারণ।

গ) এলএনজি মার্জিন ০.০৫ টাকা হতে ০.২০ টাকা নির্ধারণ।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

ক্র:	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
কয়লা সংক্রান্ত স্টাডি প্রকল্পসমূহ:			
১.	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোল মাইন ইন দ্যা নর্দার্ণ এন্ড দ্যা সাউদার্ণ পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩।	প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে বাৎসরিক প্রায় ৬-১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

ক্র:	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
২.	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব খালাসপীর কোল ফিল্ড, খালাসপীর, পীরগঞ্জ, রংপুর, বাংলাদেশ।	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৭।	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
কয়লাক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:			
৩.	ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৭	দিঘীপাড়া কয়লা খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
৪.	ডেভেলপমেন্ট অব ওপেনপিট কোল মাইন ইন দা নর্দার্ন এ্যান্ড দা সাউদার্ন পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	জানুয়ারি ২০২৪ হতে জুন ২০২৯	টেকনো ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডিতে প্রাপ্ত ফলাফলে প্রকল্পটি আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হলে খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৬ মিলিয়ন টন হারে ২৮-৩০ বছরে মোট প্রায় ১৭০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
৫.	ডেভেলপমেন্ট অব এক্সটেনডেড এক্সিস্টিং আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দা সাউদার্ন সাইড অব দা বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	বেসিনের দক্ষিণাংশে আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে খনি উন্নয়ন করা হলে বাৎসরিক প্রায় ০.৮৬ মিলিয়ন টন হারে ৭ বছরে মোট ৬ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রজেক্টসমূহে কঠিন শিলার সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনির শিলা উৎপাদন ইউনিট সম্প্রসারণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য বিদ্যমান খনির সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২০-২০২১-এর অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

অন্যান্য কার্যক্রম:

স্বাস্থ্য কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক:

এ অর্থ বছরে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে বাসাক্রীপের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, দোয়া মাহফিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক (এইচএসই) কার্যক্রম বাপেক্স এর সকল কর্যক্রমের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করেছে। নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও নীতি মেনে চলায় আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্য কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। বাপেক্স এর প্রতিটি খনন ও ওয়ার্কওভার প্রকল্প এবং থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে প্রতিদিন সকালে সেফটি মিটিং করা হয়। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে একজন করে মেডিক দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং প্রয়োজনানুসারে যে কোনো সময়ই ঔষধসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সেফটি বুট, সেফটি ভেস্ট, হেলমেট, হাত মোজা, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট, অগ্নিনির্বাপক, প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

অন্যান্য কার্যক্রম:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্দেশনা মোতাবেক আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের পরিবর্তে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশকরতঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিনামা প্রণয়ন করে এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল করা হয়। ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, খসড়া চুক্তি প্রণয়ন, যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন পর্যালোচনা করার নিমিত্ত কোম্পানিতে এপিএ টিম বিদ্যমান রয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিপরীতে অর্জিত সাফল্য মাসিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে।

নৈতিকতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সভা, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি), শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, কোম্পানির লেটার হেড প্যাডে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট/দূর্নীতি বিরোধী স্লোগান সংযোজন, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট/দূর্নীতি বিরোধী স্লোগান সম্বলিত ডেস্ক ক্যালেন্ডার তৈরী ও বিতরণ, ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৬.৩০% সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা:

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) অংশ হিসাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে প্রায় ১.৪৩ লক্ষ (এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) দ্বিতীয় ঢেউয়ের অভিঘাত মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৮.০০ লক্ষ (আট লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় হাসপাতালের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ও ফ্রন্ট ফাইটার, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে ১০.০০ লক্ষ (দশ লক্ষ) টাকা সমমূল্যের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধক/স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচীতে ২.০০ লক্ষ (দুই লক্ষ) টাকার এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আলোচ্য অর্থবছরে বিভিন্ন শিক্ষা, সেবা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ৩৮.৩০ লক্ষ (আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৫৯.৭৩ লক্ষ (উনষাট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

অগ্নি নিরাপত্তা:

অগ্নি প্রতিরোধ এবং অগ্নি ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে কোম্পানির তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম রয়েছে। ফিল্ডসমূহের ফায়ার সেফটি স্থাপনা/শেড-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাইট্রোজেন সিলিন্ডার সংবলিত নাইট্রোজেন ব্যাংক, স্থায়ী ও পোর্টেবল ফোম ট্যাংক এবং পোর্টেবল ও ট্রলি টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা হয়েছে। তেলের আগুণ নির্বাপণে সহজসাধ্য ও কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে স্থায়ী/অস্থায়ী যেকোনো হাইড্রেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ফোম প্রয়োগের ক্ষেত্র ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডের জন্য সর্বমোট ১২(বারো) সেট INLINE INDUCTOR I FOAM MAKING BRANCH PIPE সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া তিতাস, বাখরাবাদ ও হবিগঞ্জ ফিল্ডে ৩টি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফায়ার টেন্ডার রয়েছে। অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়োজিত এ সকল ইন্সটরুমেন্ট ও ইক্যুইপমেন্টের নিয়মিত পরীক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপগ্রেড সম্পন্ন করার পাশাপাশি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ বছর যথারীতি ফায়ার ড্রিলের আয়োজন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ :

- দীর্ঘদিন যাবত গ্যাস উত্তোলনের ফলে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ডের গ্যাসের রিজার্ভয়ার প্রেসার কমে যাওয়ায় কূপসমূহের ওয়েলহেড প্রেসার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, জাতীয় গ্রিডের প্রেসারের সাথে সমন্বয় রেখে কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইতোমধ্যে বাখরাবাদ ফিল্ডে স্থাপিত ৩টি কম্প্রেসর পরিচালনাধীন আছে। তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি ও নরসিংদী ফিল্ডে মোট ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসরের স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে ৭টি ও তিতাস ফিল্ডের 'ই' ও 'জি' লোকেশনে ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। আলোচ্য কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ;
- রিজার্ভয়ারে গ্যাসের চাপ হ্রাস পাওয়ায় স্বল্প চাপের গ্যাস প্রসেস করার জন্য প্রসেস প্লান্টসমূহের পরিচালনায় প্রসেস প্যারামিটারসমূহ সঠিকভাবে বজায় রাখা;
- গ্যাসের সাথে পানি উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত পানি পরিবেশ বান্ধবভাবে নিষ্কাশন এবং
- দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নতুন কূপ খনন, ওয়ার্কওভার, কম্প্রেসর স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোম্পানির দৈনন্দিন অপারেশনাল কার্যক্রম ও ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যয়বহুল গ্যাস কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ; অন্যান্য প্রকল্পসমূহের ব্যয় সংকুলান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় সংকুলানসহ ডিএসএল পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

অন্যান্য কার্যক্রম:

শিক্ষাবৃত্তি:

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কিমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, এসএসসি ও এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা:

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রতিবছর এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এছাড়া, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও র‍্যালী আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে এককালীন অনুদান প্রদান এবং মহান বিজয় দিবস

উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখিত ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে নিয়মিতভাবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছর কোম্পানি হতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে বিভিন্ন অংকের মাসিক ও এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড:

কোম্পানি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং বার্ষিক মিলাদ, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজন করে থাকে। এছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

অন্যান্য কার্যক্রম:

তথ্য অধিকার:

'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'-এর ধারা ১০ অনুযায়ী কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা কেজিডিসিএল-এর তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত আছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ব্যক্তি শ্রেণি কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনসমূহ যথাসময়ে নিস্পত্তি করা হয়েছে। বর্ণিত আইন অনুযায়ী 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়নপূর্বক তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়োজিত ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট এবং কোম্পানির আইটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় স্বপ্রণোদিত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য কোম্পানির তথ্য বাতায়নে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:

রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কেজিডিসিএল কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত কর্মপরিকল্পনার আওতায় উক্ত অর্থ বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তম চর্চার তালিকা প্রকাশ করা হয় এবং চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ফলে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব কর্তব্যের বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ/ব্যবহার থেকে বিরত রাখা, নিয়মিত গ্যাস বিল পরিশোধ, প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার ও গ্যাস আইনের বিষয়ে গ্রাহক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক, এ সংশ্লিষ্ট ফোরাম/এসোসিয়েশনের সমন্বয়ে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও ভার্চুয়ালি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা ও গণশুনানিতে গ্রাহক প্রতিনিধিগণ কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের পরামর্শ ও সমস্যাদি উপস্থাপন করেন, এতে গ্রাহকদের পরামর্শকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মূল্যবান গ্যাস সম্পদের অপচয়রোধ ও সুষ্ঠু ব্যবহারে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন হওয়ায় গ্রাহক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও কোম্পানি পর্যায়ে সেবার মান বৃদ্ধি পায়।

অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি:

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বা GRS (Grievance Redress System) সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ অনুযায়ী লিখিত এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে কোম্পানিতে একটি কমিটি রয়েছে এবং একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্রাহকদের নিকট থেকে মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ২০০ টি। তন্মধ্যে ১৯৬ টি অভিযোগ

নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অভিযোগ নিষ্পত্তির শতকার হার ৯৮%। কোম্পানির তথ্য বাতায়নে নিয়মিতভাবে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য:

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের নির্ভরশীল পোষ্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে একজন চুক্তিভিত্তিক MBBS ডাক্তার ও একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসা সহকারী নিয়োজিত আছে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীসহ জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে।

নিরাপত্তা:

কোম্পানিতে স্থায়ী নিরাপত্তা কর্মী ও আউটসোর্স নিরাপত্তা কর্মীর পাশাপাশি ১৬ জন (নিরস্ত্র) আনসার সদস্য নিয়োজিত আছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় এবং ফৌজদারহাট স্থাপনায় স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়। কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নিকান্ডের তাৎক্ষণিক ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাইজের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা আছে। কেজিডিসিএল এর স্থাপনাসমূহের মধ্যে স্থাপিত বিভিন্ন সাইজের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি প্রতিবছর নিয়মিতভাবে রিফিল করা হয়। কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিয়োজিত অপারেটর এবং নিরাপত্তাকর্মীদেরকে প্রতিবছর অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ও অগ্নিনির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্যাপন:

কোম্পানিতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যে ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উদযাপন, ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১২ রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ), ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করা হয়।

মুজিববর্ষ এব স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কেজিডিসিএল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, জাতীয় শিশু দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১০(দশ) দিনব্যাপী বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জাকরণ, বেলুন দিয়ে সৌন্দর্যবর্ধন ও সাজসজ্জা, দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শন, বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত ব্যানার-ফেস্টুন লাগানো, বঙ্গবন্ধু পরিবারের শাহাদাতবরণকারী সকল সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল, বিভিন্ন এতিমখানায়/মাদ্রাসায় এতিম শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। এছাড়া ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'জাতীয় শিশু দিবস ২০২১' উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, কেক কাটা, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি করা এবং কোম্পানির প্রধান সভা কক্ষে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনের ওপর আলোচনা করা হয়।

করোনাকালীন গৃহীত কার্যক্রম:

- 'মাস্ক ব্যবহার ব্যতিত প্রবেশ নিষেধ/No Mask No Entry; মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন/ 'Wear Mask, Get Service' ইত্যাদি বার্তা সম্বলিত স্টীকার অফিসের প্রবেশ পথে ও দর্শনীয়স্থানে লাগানো হয়েছে।
- প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সেবা গ্রহীতাকারীদের অফিসে প্রবেশের পূর্বে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে প্রবেশ করানো হয় যা বর্তমানে চলমান/ অব্যাহত রয়েছে।
- অফিসে প্রবেশের সময় প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সেবা গ্রহীতাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার (জীবাণুনাশক)/ স্প্রে প্রদান করা হয় যাহা বর্তমানে চলমান/ অব্যাহত রয়েছে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

অন্যান্য কার্যক্রম:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:

শুদ্ধাচার চর্চায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোম্পানি হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী চাকুরি, সুশাসন ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, কোম্পানির স্টেক হোল্ডার/অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ও গণশুনানি আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের আইডিয়া/মতামতের আলোকে ইনোভেশন পদ্ধতি গ্রহণ ও অভিযোজনের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের নীচ তলায় আইডিয়া/মতামত বক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচারের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নৈতিকতা সম্পর্কিত পোস্টার কোম্পানির সকল দপ্তরে সাঁটানো হয়েছে। কোম্পানির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সরকারি স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

সরকার গণখাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) প্রবর্তন করে। এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সাথে পেট্রোবাংলার এবং পেট্রোবাংলার সাথে এর আওতাধীন সকল কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতিবছর সম্পাদিত হয়। এ লক্ষ্যে উক্ত চুক্তি সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং কোম্পানির সাথে যোগাযোগের নিমিত্ত টিজিটিডিসিএল হতে একজন কর্মকর্তাকে ফোকালপয়েন্ট হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলার সাথে তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানি লি. এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২৪ জুন ২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

অন্যান্য কার্যক্রম:

কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR):

কোম্পানির ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৩৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের CSR খাত হতে ১২.২৫ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যানিকেতনের ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, বর্ণিত অর্থ বছরে বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ২১.১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা বৃত্তি:

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির বৃত্তি স্কিমের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এসএসসি/দাখিল/সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ৩৪ জন ও এইচএসসি একজন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের দুই জনসহ মোট ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচী:

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণের লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গৃহনির্মাণ বাবদ ৬.৭৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারে সরকারি নীতিমালার আলোকে আলোচ্য অর্থ বছরে পাঁচ

জন প্রথম শ্রেণি (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী গ্রেড-৯ ও তদুর্ধ্ব) পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):

বর্তমান সরকারের বিঘোষিত নীতি (নির্বাচনী ইশতেহার, রূপকল্প-২০২১ ও এসডিজি বাস্তবায়ন) ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং কোম্পানির কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ২৯শে জুলাই ২০২০ তারিখে পেট্রোবাংলার সাথে জালালাবাদ গ্যাসের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

গ্যাস নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গ্যাস সংযোগ (বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি ও চা-বাগান), গ্যাস বিল বকেয়া হ্রাসকরণ, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ (বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি ও চা-বাগান) বিচ্ছিন্নকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পাইপলাইন নির্মাণ/স্থাপনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদসংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি তদারকির নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক এপিএ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ তদারকি এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথারীতি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়।

অন্যদিকে, কোম্পানির কর্মপরিবেশ, নৈতিকতা, নিরীক্ষা, ই-ফাইলিং, গ্রাহক সেবার মান-উন্নয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, অনলাইন সেবা চালুকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা শতভাগ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। গত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জালালাবাদ গ্যাসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) অর্জন প্রায় ৯৮.৪০%।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy):

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা'র আলোকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (প্রশাসন-৩) ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতির পরিবীক্ষণ কাঠামোর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল)-এ ৬ সদস্য বিশিষ্ট নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ নিয়মিতভাবে অগ্রগতির পরিবীক্ষণ কাঠামোর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভাসহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-গভর্ন্যান্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ, গ্রাহক সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, জবাবদিহীতা শক্তিশালীকরণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক/অংশীজন ও ঠিকাদারদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী ও অংশীজনের সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানির ১জন কর্মকর্তা ও ১জন কর্মচারিকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক মনোনীত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানির শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি যথাযথভাবে প্রতিপালনের নিমিত্ত পেট্রোবাংলার নৈতিকতা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন করে বাস্তবায়িত অগ্রগতির ৪টি (চার কোয়ার্টার) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে নিয়মিতভাবে পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) ও আহবায়ক, নৈতিকতা কমিটি বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম:

জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার আওতায় ইনোভেশন টিম কর্তৃক উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণের নিমিত্ত ২টি পৃথক আইডিয়া গ্রহণ করা হয়।

ক) কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্যাস গ্রাহকগণের অনলাইন-এ বার্ষিক প্রতয়ন প্রত্র প্রদান।
খ) কোম্পানির গ্যাস গ্রাহকগণের বিল সংগ্রহ পদ্ধতি সংস্কারকরণ, মিটারবিহীন শ্রেণির গ্যাস গ্রাহকগণের গ্যাস বিল বই ইস্যু বন্ধকরণ।

অনলাইন বিলিং পদ্ধতি চালুকরণ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির অধিভুক্ত সিলেট বিভাগের আওতাধীন গ্যাস গ্রাহকগণের নিকট হতে অনলাইনে গ্যাস বিল আদায়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ চালু করা হয়েছে:

- মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইনে অর্থাৎ মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে যে কোন ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ভিসা/মাস্টার লগো সম্বলিত ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে ব্যাংকে গমন ব্যতীতই যে কোন সময় গ্রাহকগণের গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
- বিকাশ লিমিটেড, শিওর ক্যাশ, অগ্রণী দুয়ার সার্ভিসেস, রকেট এবং 'ওকে' ওয়ালেট এর মাধ্যমে রিয়্যাল টাইম গ্যাস বিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীনফোন লিমিটেড এর নিজস্ব মোবইল অ্যাপস Gpay এবং রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস RobiCash এর মাধ্যমে রিয়্যাল টাইম গ্যাস বিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর ইউনিফাইড প্যামেন্ট সিস্টেম একপে (EkPay) এর মাধ্যমে রিয়েলটাইম গ্যাস বিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
- মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে Application Programming Interface (API) Based রিয়্যালটাইম গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ব্যাংকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস বিল প্রদানকারী গ্রাহকগণের গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে অটো ডেবিট স্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন এর মাধ্যমে ওয়ান ব্যাংক লিঃ এর API Based রিয়্যাল টাইম গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

এছাড়াও কোম্পানির নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে কোম্পানির গ্যাস গ্রাহকগণের গ্যাস বিল আদায় প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

অন্যান্য কার্যক্রম:

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এ বিষয়ের উপর কোম্পানির কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:

- বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহিযোর্গাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনাসমূহে কম্পিউটারাইজড এবং উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০৪ সাল হতে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কাযর্ক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু করা হয়। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ এর ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও বিনির্মানে এটুআই প্রকল্পের নির্দেশনায় ন্যাশনাল ফ্রেমওয়াকের আওতায় কোম্পানির ওয়েবসাইট ন্যাশনাল পোর্টালে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।
- ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে LAN এবং WiFi সিস্টেম আপগ্রেড করা হয়েছে। সময়ে সময়ে আপগ্রেড করা হচ্ছে।
- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতাধীন জাতীয় ডাটা সেন্টারের সঙ্গে কোম্পানির সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ই-মেইল সার্ভিস চালু রয়েছে।
- কোম্পানির প্রধান কার্যলয়সহ স্থাপনাসমূহে ইন্টারনেট সেবার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ১০১ হতে ১৭১ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার জন্য বিটিসিএল এর পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ৩০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ রাখা হয়েছে।
- টেন্ডার প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ই-জিপি এর মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- ই-নথির মাধ্যমে অফিসিয়াল কাযর্ক্রম চলমান রয়েছে;
- কোম্পানির ওয়েবসাইটের সকল সেবাবক্সসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন ১৩টি কোম্পানিতে ইউনিফাইড Enterprise Resource Planning(ERP) System বাস্তবায়নের জন্য Need Analysis ও অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও এ বছর পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস সেক্টরে Government Resource Planning(GRP)-এর ০৬টি মডিউল পাইলটিংয়ের জন্য রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম:

১. অর্থবছরের শুরু হতেই কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কমিটি গঠনের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২. প্রধান কার্যালয়সহ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আগত অতিথিদের জন্য প্রবেশ দ্বারে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ হ্যান্ড স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৩. কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সেবা প্রত্যাশী নাগরিক/আগত অতিথিদের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় ও লিপিবদ্ধকরণ করা হচ্ছে।

৪. সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক দাপ্তরিক কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে "ঘড় গধংশ ঘড় ঝবৎরপব"পোস্টার/ ব্যানার লাগানো হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR):

সামাজিক দায়িত্ব

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কোম্পানি কর্তৃক প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতা কাযর্ক্রমের আওতায় বিভিন্ন কমর্সূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালা-২০১৬' অনুমোদিত হয়েছে।

অনুমোদিত নীতিমালার আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে কোম্পানির ৩৮৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক করোনাভাইরাসজনিত বিরাজমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোম্পানির সিলেটের গোলাপগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আশুগঞ্জ স্থাপনার উপজেলা পযার্য়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ (মাস্ক, অক্সিমিটার, হ্যান্ড গ্যাভস, স্যানিটাইজার, ফেস শিল্ড, মেডিকেল হেড ক্যাপ ইত্যাদি) ক্রয়পূবর্ক আরপিজিসিএল-এর পক্ষ থেকে সরবরাহ/বিতরণ করার লক্ষ্যে সিএসআর খাত থেকে ৩.৫০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা করে মোট ৭.০০ (সাত লক্ষ) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান এবং সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সাতক্ষীরায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রাশাসক, সাতক্ষীরা থেকে আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডুমুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকঘরঃ মাহদকাটী, উপজেলাঃ তালা, জেলাঃ সাতক্ষীরা-এর উন্নয়নের জন্য ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার চেক অনুদান হিসাবে গত ২৪/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার বিতরণ করা হয়।

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা-সুবিধাভোগী সম্পর্ক:

সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ, অভীষ্ট লক্ষ্যে অর্জন এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য সুসম্পর্কময় সুবিধাভোগী ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক একটি অপরিহার্য শর্ত। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা-সুবিধাভোগী সম্পর্ক সন্তোষজনক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় বনভোজন, ইফতার মাহফিল ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করা হয়েছে। ফলে, ব্যবস্থাপনা সুবিধাভোগী সম্পর্ক অধিকতর সৌহার্দপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় হয়েছে। দক্ষ-গতিশীল ব্যবস্থাপনায় সকল পযার্য়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্ব-উৎসাহে উন্নয়ন কমর্কান্ডে অংশগ্রহণ করায় কোম্পানির কাজে প্রশংসনীয় গতি সঞ্চার হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি:

বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানাদির শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে সরকারী নির্দেশনার আলোকে নির্ধারিত হারে শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে শিক্ষা বৃত্তি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৮.০০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ বছর কোম্পানির শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬৭ জন মেধাবী সন্তানকে পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৩৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে ও হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে শিক্ষাবৃত্তিসহ কল্যান খাতে মোট ৬.২৭ (ছয় লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

কোম্পানিতে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম রয়েছে। কোম্পানির বাজেটে আর্থিক সংস্থানের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার অধীন গৃহনির্মাণ/ফ্ল্যাটক্রয়/জমিক্রয় ঋণ, মটরসাইকেল ক্রয় এবং কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ১৫ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন কর্মচারীকে মোট ৬,৩০,২৬,৫০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

১. কোম্পানির দাপ্তরিক কার্যক্রমে ই-নথি ব্যবহার বাস্তবায়ন চলমান আছে।

২. কোম্পানিতে ই-জিপি-এর মাধ্যমে দরপ্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ চালু আছে।

৩. পেট্রোবাংলা ও সংস্থাধীন ১৩টি কোম্পানিতে একটি ইউনিফাইড ERP বাস্তবায়নে Need Analysis ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয। গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ এ বুয়েট কর্তৃক Need Analysis করে Functional description প্রদান করা হয়েছে। Functional description এর উপর আরপিজিসিএল কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক পেট্রোবাংলা ও বিপিসি-এর আওতাধীন ৪টি কোম্পানিতে Government Resource Planning (GRP) সফটওয়ার পাইলটিংয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত আছে । নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন:

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চলমান আছে-

ক) শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনের সংগে ০৪টি মতবিনিময় সভার মধ্যে ০৪টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ ০৪টি সভার মধ্যে ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ ০৪টি সভার মধ্যে ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কোম্পানির ১৯০ জন জনবলকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. চুক্তি বর্ণিত 'আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য' বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ভাগ এর মধ্যে ২২.৫ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৪. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য কার্যক্রমের বিপরীতে ৭৫.০০% এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য কার্যক্রমের বিপরীতে ২২.৫০% সহ মোট ৭৫.০০+ ২২.৫০=৯৭.৫০% সার্বিক অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

পরিশোধিত তেল আমদানি ও পরিশোধন, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ও লুব্রিক্যান্টস আমদানি, বিপণন ও বিতরণ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখ থেকে কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি'র উপর বর্তায়। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দু'টি বেন্ডিং প্ল্যান্ট এবং একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্বাবলী পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহন খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্পোরেশনের গঠন ও দায়িত্ব

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ৩ জন সরকার মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নীতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী। বিপিসি'র বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৮ জন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দায়িত্বাবলীঃ

১। পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের সংগ্রহ ও আমদানি।

২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের উৎপাদন।

৩। পেট্রোলিয়াম শোধণাগার এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা।

৪। বেস-স্টক, প্রয়োজনীয় সংযোজনের বস্তু এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন।

৫। লুব্রিক্যান্ট তেলের আমদানি ও উৎপাদন।

৬। ব্যবহৃত লুব্রিক্যান্ট এর জন্য পূণর্ব্যবহারযোগ্য প্যান্ট প্রতিষ্ঠা।

৭। অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং রিফাইনারীর অবশিষ্টাংশ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৯। আন্তঃমহাদেশীয় তেলের ট্যাংকার সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ।

১০। পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত ও এর সম্প্রসারণ।

১১। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপণনে কোন সংস্থা বা কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা।

১২। বিপিসি'র অধীনস্থ কোম্পানিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ, তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং সরকার কর্তৃক ন্যাস্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাদি সম্পন্নকরণ।

জনবল কাঠামোঃ

কর্মকর্তা				কর্মচারী				মন্তব্য
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৭	০২	
পরিচালক	১	১	-	রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ষ্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				সাঁটলিপিকার/পিএ	১২	১০	০২	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ	২৮	১৮	১০	
মহাব্যবস্থাপক/উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক	৬	৫	১	কম্পাউন্ডার	১	১	-	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক	১৩	১৩	-	টেলেক্স অপাঃ	২	-	২	
উর্ধতন আবাসিক চিকিৎসক	১	-	১	টেলিফোন অপাঃ	২	১	১	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	৮	৭	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৬	৫	ড্রাইভার	১৩	১১	২	
				মোটঃ (৩য় শ্রেণি)	৭৩	৫৪	১৯	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি)	৭	৪	৩	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণি)	১	-	১	ডেসপাচ রাইডার	২	১	১	
				অফিস সহায়ক	২৭	২০	৭	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	৭	৩	
				বাস হেলপার	১	-	১	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৩	২	
				মোটঃ (৪র্থ শ্রেণি)	৪৬	৩২	১৪	
মোটঃ	৫৯	৪০	১৪	সর্বমোটঃ (৩য়+৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী)	১১৯	৮৬	৩৩	

জনবলের বর্তমান অবস্থা

	মঞ্জুরীকৃত পদ	বিদ্যমান পদ	শূন্য পদ
কর্মকর্তা	৫৯	৪০	১৯
কর্মচারী	১১৯	৮৬	৩৩
মোটঃ	১৭৮	১২৬	৫২

বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রমঃ

১। যে কোন দেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হল জ্বালানি তেল। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

২। জ্বালানি তেলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাস্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হতে জি-টু-জি মেয়াদী চুক্তি ও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করছে। রাস্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হলঃ- Emirates National Oil Company (ENOC)-UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL)-Malaysia, Petrochina International (Singapore) Pte. Ltd.-China, Unipec Singapore Pte Ltd.-China, PT Bumi Siak pusako (BSP)-Indonesia, PTT International Trading Pte. Limited-Thailand, Numaligar Refinery Limited (NRL), India.

এ ছাড়া অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে সৌদি আরবে Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানির জন্য বিপিসি'র মেয়াদী চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদা পূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

International Maritime Organization (IMO) Gi Regulation অনুযায়ী বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমুদ্র বন্দরে আগত ও সমুদ্রপথে চলাচলকারী জাহাজসমূহে বাংকার হিসেবে লো -সালফার ফার্ণেস অয়েল বা মেরিন ফুয়েল ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশে আগত ও বিদেশগামী জাহাজে বাংকার হিসেবে মেরিন ফুয়েল সরবরাহের লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে বিপিসি কর্তৃক মেরিন ফুয়েল আমদানি শুরু হয়। মেরিন ফুয়েল আমদানির এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৩। ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রায় ৬৩৯১৬৭.০০ মেট্রিক টন মারবান ক্রড অয়েল এবং প্রায় ৭৯৫৪৪৬.০৫০ মেট্রিক টন এরাবিয়ান লাইট ক্রড অয়েল (এএলসি) অর্থাৎ প্রায় ১৪৩৪৬১৩.০৫ মেট্রিক টন ক্রড অয়েল আমদানি করা হয়। ক্রড অয়েল আমদানি বাবদ ব্যয় হয় প্রায় ৪,৯৬৬.৫২ কোটি টাকা বা ৫৮৪.৬৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়)।

৪। বিপিসি পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রায় ৩৩,৩৩৪মে.টন গ্যাস কনডেনসেট গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে প্রায় ৩১৫৯৩ মে.টন গ্যাস কনডেনসেট ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড ক্রুড অয়েলের সাথে মিশ্রণ করে প্রক্রিয়াজাত করেছে। রিফাইনারির মজুদ ও আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলসহ ইআরএল ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রায় ১৫.০০ (পনের) লক্ষ মে.টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করেছে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইআরএল ২০২০-২১ অর্থ বছরে ক্রুড অয়েল পরিশোধন সক্ষমতার শতভাগ (১৫ লক্ষ মে.টন) অর্জনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক মাইলফলক স্থাপন করেছে।

৫। বিপিসি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে ক্রুড অয়েল আমদানির পাশাপাশি প্রায় ৩৬,৩৫,৭২৫.৯২৮ মেট্রিক টন ডিজেল, প্রায় ২,৭৩,৩২৫.৭২৭ মেট্রিক টন মোগ্যাস, প্রায় ২,৩৫,৭১০.৭৯৫ মেট্রিক টন জেট এ-১, প্রায় ৪৭,৯২৩.৭২২ মেট্রিক টন

ফার্নেস অয়েল এবং প্রায় ২৯,৯৬৩.৬১১ মেট্রিক টন মেরিন ফুয়েল আমদানি করা হয়। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি খাতে এ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয় প্রায় ১৬,৯৫৭.০৫ কোটি টাকা বা ১,৯৯৫.৩৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়)।

৬। ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপজাত হিসেবে ন্যাফথা উৎপাদিত হয়। ইআরএল-এ উৎপাদিত ন্যাফথা দেশে স্থাপিত বিভিন্ন বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্যান্টে জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত ন্যাফথা রপ্তানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিপিসি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৮,৭৯৫.২৫ মে.টন ন্যাফথা বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং এ বাবদ প্রায় ৮৬.৯৬ কোটি টাকা বা ১০.২০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম ও এ্যাকোয়া রিফাইনারি লিঃ, নরসিংদী এর অনুকূলে প্রায় ১৩১,০৫৪ মেট্রিক টন ন্যাফথা সরবরাহ করা হয়েছে।

৭। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থানীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪,৩৫,১১৬ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্বালানি পণ্য হিসেবে প্রায় ২,১৯,৬৮১ মে.টন অকটেন, ১,৩৮,৯০৮ মে.টন পেট্রোল, ৪৭,১১৮ মে.টন ডিজেল ও ২৫,৩৩৮ মে.টন কেরোসিন গ্রহণ করা হয়।

বিপণন কার্যক্রমঃ

ক) ২০২০-২১ (জুলাই'২০ থেকে জুন'২১ পর্যন্ত) অর্থ বছরে স্থানীয় উৎস থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন):

অকটেন	২,১৯,৬৮১
পেট্রোল	১,৩৮,৯০৮
ডিজেল	৪৭,১১৮
কেরোসিন	২৫,৩৩৮
এমটিটি	৩,০৫২
এসবিপিএস	৫৯২
লাইট এমএস	৪২৭
কনডেনসেট	০
মোট	**৪,৩৫,১১৬**

খ) ২০২০-২১ (জুলাই'২০ থেকে জুন'২১ পর্যন্ত) অর্থ বছরে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় (মে.টন):

অকটেন	পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল	এলডিও	জেবিও	ফার্নেস	লুব	এলপিজি
৩,০৩,৯১৭	৩,৭৮,৮৪৬	১,০১,৭৮২	৪,৫৯,৭৫৭০	৩৩১	১১,৭০৯	৫,৬১,৩১৫	১৮,২২১	১২,৫২৮

বিটুমিন	এসবিপি	এমটিটি	জেটএ-১	এম. ফুয়েল	মোট
৫৮,১৫১	৫৯১	৩,৭৯০	২,৩৭, ৮৯৪	১১,০৩৮	৬২,৯৭,৬৮৩

(গ) ২০২০-২১ (জুলাই'২০ থেকে জুন'২১ পর্যন্ত) তারিখে বিভাগ ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা:

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩৭৭
সিলেট	১৪৫
ঢাকা	৫৮৬

ময়মনসিংহ	১১৫
রাজশাহী	৩২৭
রংপুর	৩৫২
খুলনা	৩১০
বরিশাল	৬২
মোট	**২২৭৪**

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম:

১। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিপিসি'র বাস্তবায়নাধীন ১১টি প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ০১টি এডিপিভুক্ত ও ১০টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিপিসি'র গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

দেশে আমদানিতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত (ডিজেল) জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সমুদ্রবক্ষে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) নামক ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলছে। জাহাজ হতে খালাসকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল অফশোর-অনশোর পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল এবং তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। জাহাজ হতে এক (১.০০) লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৮/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল জাহাজ হতে খালাসের ক্ষেত্রে ১০৮ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হলেও এসপিএম স্থাপনের পর তার দ্বিগুন পরিমাণ ডিজেল প্রায় ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। ফলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করার প্রয়োজন হবে না এবং এ খাতে কোন ব্যয় হবে না। স্বল্প সময়ে তেল খালাস সম্ভব হবে বিধায় জাহাজ ভাড়া উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। এতে করে অপারেশনাল ফ্লেক্সিবিলিটি ও ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। অফশোর ১৩৫ কিলোমিটার এইচডিডি ৫৮ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ১৯৩ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। Deep Post Trenching কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ৬৩% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চনব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।

আমদানীতব্য জ্বালানি তেল (ডিজেল) পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে ঢাকাস্থ ডিপোতে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ, দ্রুত নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য ''চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬" ইঞ্চি ব্যাসের ২৪১.২৮ কিলোমিটার, এবং গোদনাইল হতে ফতুল্লা পর্যন্ত ১০" ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Engineers India Limited (EIL) কর্তৃক Front End Engineering Design (FEED) সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লায় একটি আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিপো নির্মাণ করা হবে।

ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL)-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে "India-Bangladesh Friendship pipeline (IBFPL)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির মোট দৈর্ঘ্য ১৩১.৫০ কি.মি. যার মধ্যে বাংলাদেশ অংশে ১২৬.৫০ কি.মি. এবং ইন্ডিয়া অংশে ০৫ কি.মি.। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ অংশে পাইপলাইন স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ ও পাইপলাইনের মাধ্যমে আগত জ্বালানি তেল রিসিভি করার জন্য রিসিপ্ট টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন" প্রকল্পটি

গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ অংশের ১২৬.৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপনের জন্য পঞ্চগড় জেলায় ৮২ কিঃমিঃ, দিনাজপুর জেলায় ৩৫.৫ কিঃমিঃ এবং নীলফামারী জেলায় ০৯ কিঃমিঃ এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের কাজ শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৯১ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় পার্বতীপুরে মোট ২৮,৮০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি আগামী জুন,২০২২ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ডিসেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ ২ মাসের জ্বালানি তেল মজুদ রাখতে পারলে একটি দেশকে জ্বালানি নিরাপত্তাসম্পন্ন দেশ বলে গণ্য করা হয়। দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালে ছিল ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত এবং বিপিসি ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে।

বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড এর অপরিশোধিত তেল পরিশোধন ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা দেশের জ্বালানি চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ। ফলে জ্বালানি চাহিদার অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ পরিশোধিত তেল আমদানীর মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আরও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২"বাস্তবায়নের জন্য Front End Engineering Design (FEED) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

ক) এডিপিভূক্ত চলমান প্রকল্পসমূহঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রমঃ	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
১.	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং এসপিএম)	উইথ ডাবল পাইপলাইন। দেশে আমদানিতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের খালাস কার্যক্রম আরও সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কুতুবদিয়ার সমুদ্রবক্ষে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপ লাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল'র ট্যাংক ফার্মে এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করা প্রয়োজন হবে না বলে লাইটারেজ খরচ সাশ্রয় হবে। ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েলের জাহাজ ৯-১১ দিনের পরিবর্তে ২দিনে এবং ৬০-৭০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ২৮-৩০ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। অপারেশনাল ইফিসিয়েন্সি অনেক বৃদ্ধি পাবে। ফলে ইমপোর্ট ট্যাংকার হ্যান্ডলিং বাবদ বিপিসি'র বাৎসরিক প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।	নভে'১৫-জুন'২২	৬৫৬৮২৬.৮৭

খ) নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রম:	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
				মোট
১.	কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)।	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।	জুলাই,১৩-ডিসে'২১	১০১০১.০০
২.	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুমিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপাতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে জেট-এ-১ সরবরাহ ব্যবস্থা আরো নিশ্চিত হবে।	সেপ্ট,১৭-জুন, ২২	২৪৮৭৫.০০
৩.	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এ- কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	এপ্রিল'১৬-জুন, ২৪	২৬০৪৬.৫০
৪.	কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং (যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা(সেকেন্ড ফেজ)।	জেওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই'১৫-জুন'২১ প্রস্তাঃ (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০২২) [অনুমোদিত]	১৫৪১৮.৬০
৫.	কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম।	এমপিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই'১৬-জুন' ২৪ (প্রস্তাবিত)	৬১৭৭.০০
৬.	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা গৃদৃঢ় ও সুসংগত হবে।	অক্টো'১৮-ডিসে'২২	২৭৫৮৪৯.০

৭.	ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন, ড্রইং সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	অক্টো'১৬-জুন'২১ প্রস্তাঃ অক্টো'১৬-জুন'২২ [অনুমোদিত]	৪৪৯৫২.০০
৮.	ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত হতে বাংলাদেশে তেল আমদানি ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবিচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা গুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।	জানুয়ারি'২০-জুন'২২	৩০৬২৩.৩২
৯.	ইনস্টলেশন অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম ।	ইআরএল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পিওসিএল,এমপিএল ও জেওসিএল এর ট্যাংকে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিখুঁত ও সঠিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	মার্চ'২০-ফেব্রু'২২	৮৪৫২.৪৫
১০.	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম এম আই টু শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণকারী উড়োজাহাজসমূহে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাটিতে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।	নভে'২০-ডিসে'২২	৫৮০৬.০০

গ) বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ প্রকল্প:

(লক্ষ টাকা)

ক্রম:	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
১.	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২।	দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত আছে। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ইআরএল ইউনিট-২ নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।	জানু'২১-জুন'২৬	১৭৮৩৫১৯.৩০

২.	অটোমেশন অব অয়েল ডিপো ইনক্লুডিং সেফটি এন্ড সিকিউরিটি।	দেশের সকল ডিপো অটোমেশনের আওতায় এনে জ্বালানি তেলের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	জুলাই'২১-জুন'২৩	৫০০০.০০
৩.	সিলেকশন অফ কনসালটিং ফার্ম ফর কনডাকটিং ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর সেটিং আপ এ নিউ পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী এন্ড পেট্রোক্যামিক্যাল কমপেক্স ইনক্লুডিং এসপিএম এ্যাট পায়রা পোর্ট এরিয়া, পটুয়াখালী, বাংলাদেশ।	দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য পায়রা বন্দরে কম্পোজিট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী নামে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় পেট্রোলিয়াম পণ্যের পাশাপাশি সরকার পেট্রোক্যামিক্যাল পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।	জুলাই'২১-জুন'২৩	২৫০০.০০
৪.	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন সংক্রান্ত।	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক বৃহৎ এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হবে রেফ্রিজারেটেড মাদার টার্মিনাল। এ টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন এলপিজি কোম্পানির নিকট বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস বিক্রয় করা হবে। প্রস্তাবিত এলপিজি টার্মিনালের অপারেশন ক্ষমতা হবে বার্ষিক প্রায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন।	জানুয়ারি,২০২১ ডিসেম্বর, ২০২৪	২৫০০০০.০০

হিসাব কার্যক্রমঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে শুল্ক-করাদি, লভ্যাংশ ও উদ্বৃত্ত তহবিল হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিবরণীঃ-

(Provisional)

খাতসমূহ	কোটি টাকা
ট্যাক্স, ভ্যাট ও ডিউটি	৮,৯০৮.৪০
লভ্যাংশ	৩০০.০০
উদ্বৃত্ত তহবিল হতে	৫,০০০.০০
মোট =	**১৪,২০৮.৪১**

আর্থিক কার্যক্রমঃ

১। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫৭,২৮,৭৪৮.৮৪ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে মার্কিন ডলার ২,৬০৩.৮৪ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ২২,১২৬.৩২ কোটি ব্যয় হয়। এর মধ্যে ১,৫০৬,০৯৯.০৬ মে.টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৬০৮.৫১ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৫,১৭৯.২৭ কোটি এবং ৪,২২২,৬৪৯.৭৮ মে.টন রিফাইন্ড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ১,৯৯৫.৩৪ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ১৬,৯৫৭.০৫ কোটি।

২। ২০২০-২১ অর্থ বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মার্কিন ডলার ৭৩৫.১৯ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মার্কিন ডলার ৫৫৮.৬১ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

১.১ কোম্পানির পরিচিতি

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশক ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালিন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্থান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্পোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্থান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১/০৪/৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সলের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং খঢঢঢঠওওও (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারীতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৮/২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯/০১/২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫/৭/২০১১ তারিখে অবমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থ বৎসরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

এ ছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রীজ বাজারজাত করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে, এছাড়া ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর বিদ্যমান ৭৩৮ টি ডিলার, ১২২০ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৫ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৮৮ টি এলপিজি ডিলার এবং ১৯ টি মেরিন

ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে দশ (১০) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৯ (জন) পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১ (জন) পরিচালক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

প্রধান কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ।
আবাসিক কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, ২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
বিভাগীয় কার্যালয়	:	চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বগুড়া।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ডিপো	:	সমগ্র দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে।
ব্যবসার প্রকৃতি	:	কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস গ্রহণ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

১.২ কোম্পানির কার্যাবলীঃ

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড একটি জ্বালানি তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দেশের সামগ্রীক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সূচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

১.৩ কোম্পানির জনবল কাঠামো (জুন' ২০২১ পর্যন্ত)

	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	কম (-)/বেশী (+)
কর্মকর্তা	২৪২	১২০	-১২২
কর্মচারী (গ্রুপ-২)	১৩৭	১০২	-৩৫
শ্রমিক (গ্রুপ-১)	২৮৬	১৯২	-৯৪
সিকিউরিটি গার্ড (গ্রুপ-১)	১৪১	৬৬	-৭৫
মোট	**৮০৬**	**৪৮০**	**-৩২৬**

২. ২০২১-২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

২.১ কোম্পানির বিপণন কার্যক্রম ও সাফল্য

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ৫ বছরে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সেক্টরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর বিদ্যমান ৭৩৮ টি ডিলার, ১২২০ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৫ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৮৮ টি এলপিজি ডিলার এবং ১৯ টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে। বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি খাতে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাসময়ে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল সরবরাহের মাধ্যেমে এ কোম্পানি জাতীয় উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলছে।

নিম্নে ৫ বছর পণ্য বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

মে.টন

পণ্য	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
অকটেন (এইচওবিসি)	৫০৭৭৩	৬১২৩৪	৭১১১২	৭১৪৮৪	৮০৮৯৯
পেট্রোল (এমএস)	৭৫৪৬০	৮৮৫৮৪	৯৮৬৬৫	৯৬৭৬৫	১১৫৭০৯
কেরোসিন (এসকেও)	৫৮৬৯৯	৪৮৭০৬	৪৩৪২৭	৩৭৪৮১	৩৫১৩১
ডিজেল (এইচএসডি)	১২০৯৭৮৯	১৩৭৪১৩৫	১৩৩৩৩৭৫	১১৭৪২৬৫	১৩৩৭৭৫৬
ফার্নেস অয়েল (এফও)	২৪৭৬৭৪	২৩৬৮৬৬	১৭৫১৩৭	৯৫৪৪৬	১৬৭৬৫৩
জেবিও	৪৪৬৭	৪৮৩২	৩৫৪৫	৩৭১১	৩১৬৬
লুব অয়েল	৪৫৪২	৪৪৩৭	৪৩৫৪	৩৫০৭	৩১৪২
এমটিটি	৩৫	০	০	০	০
এলপিজি	৩৯২১	৩৮৯০	৪৬১৪	৩১৭৮	৩২৬৯
বিটুমিন	১৩০২৩	১১০৮১	১২৪১০	১৯৮৬	৯১৬৬
মোট	১৬৬৮৩৮৩	১৮৩৩৭৬৫	১৭৪৬৬৩৯	১৪৮৭৮২৩	১৭৫৫৯৪১
হ্রাস/বৃদ্ধি	৬২৮৭৭	১৬৫৩৮২	(৮৭১২৬)	(২৫৮৮১৬)	২৬৮১১৮
%	৩.৯২	৯.৯২	(৪.৭৬)	(১৪.৮২)	১৮.০২

২.২ কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রম ও সাফল্য

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোতে ২০১৬-২১ সালের মধ্যে সরকারি নির্দেশে জ্বালানি তেল ধারণ ক্ষমতা ১.৮৪ লক্ষ মে. টন হতে ২.২২ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ডিপোতে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পরিবহন বহরে ২৬টি ট্যাংকার যুক্ত করে ট্যাংকার সংখ্যা ৫০ টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

এ কোম্পানির পরিবহন বহরে নিয়োজিত ট্যাংকারের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্রম. নং	ট্যাংকার	পরিমান
১	কোস্টাল ট্যাংকার	২৬ টি
২	বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার	১৮ টি
৩	শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার	২ টি
৪	মিনি ট্যাংকার	৪ টি
	মোট :	৫০ টি

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোর জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

মে.টন

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম	৮৩২৪০	৮৩২৪০	৮৩২৪০	৮৩২৪০	৮৩৯৯০
ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জ	২১৪৭০	২১৪৭০	২১৪৭০	২১৪৭০	২১৮৫৭
দৌলতপুর ডিপো, খুলনা	২৬৩০২	২৬৩০২	২৬৩০২	২৬৩০২	২৬৩০২
বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯
পার্বতীপুর ডিপো, দিনাজপুর	৫৩০৫	৫৩০৫	৫৩০৫	৫৩০৫	৫৪৫৩
রংপুর ডিপো, রংপুর	১০৯৭	১০৯৭	১০৯৭	১৪৩২	১৪৩২
চিলমারী ডিপো, কুড়িগ্রাম	৬৭৬	৬৬৭	৬৬৭	৪৪০	৪৪০
চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুর	৪৪৪১	৪৪৪১	৪৪৪১	৪৪৪১	৪৪৪১

ভৈরববাজার ডিপো, কিশোরগঞ্জ	১৯৭২	১৯৭২	১৯৭২	১৯৭২	১৯৭২
সিলেট ডিপো, সিলেট	২৭৮৫	২৭৮৫	৪২৮৫	৪০৫২	৪০৫২
শ্রীমঙ্গল ডিপো, মৌলভীবাজার	১৯৬৯	১৯৬৯	১৯৬৯	১৯৬৯	১৯৬৯
সাচনাবাজার ডিপো, সুনামগঞ্জ	৫৫৫	৫৫৫	৫৫৫	৫৫৫	৫৫৫
বরিশাল ডিপো,বরিশাল	১০৬২৫	১০৬২৫	১০৬২৫	১০৬৩৮	১০৬৩৮
ঝালকাঠি ডিপো, ঝালকাঠি	৫৫২	৫৬৮	৫৬৮	৫৬৮	৫৬৮
মংলা অয়েল ইন্সটলেশন, মংলা	-	-	-	২৯৬৩০	২৯৬৩০
সর্ব মোট	**১৮৪৭৭৮**	**১৮৪৭৯৪**	**২০৩০৪৪**	**২১৪২২৪**	**২২২০৮৮**

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ০৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে।

বিগত ০৫ বছরের সমন্বিত আয়ের বিবরণী

(কোটি টাকা)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১ (মার্চ২০২১ পর্যন্ত)
মোট বিক্রয়	১২,৪৫৪.৮৫	১২,১৫৪.২০	১৩,৪৬০৫৫	১৩,০৮৩.৩৩	১১,৪০৩.৬১	১০,১১৮.৩৭
বিক্রয় পরিব্যয়	(১২,৩৬৭.৬৫)	(১২,০৩০.০৫)	১৩,৩২৬.৪৫	(১২,৯৫২.৬৫)	(১১,২৯৮.৯২)	(১০,০৩৫.৯৩)
নীট আয়	৮৭.২০	১২৪.১৫	১৩৪.১০	১৩০.৬৮	১০৪.৬৯	৮২.৪৪
মোট খরচ	(১০৩.৭৫)	(১৩২.১৮)	(১০৭.৩)	(১১২.৬২)	(১১৪.৩৭)	(৯৬.১৮)
অন্যান্য পরিচালন আয়	৪৯.৫৮	৩৯.৭১	৩৪.০২	৩৪.৩০	৩০.৮৬	১০.০৫
পরিচালন মুনাফা	৩৩.০৩	৩১.৬৮	৬০.৭৭	৫২.৩৬	২১.১৮	(৩.৬৯)
অন্যান্য আয়	২৪০.৭৯	২৮১.৯৪	৩২৮.৪৫	২৭১.৭০	২৬৭.৩৫	১৯৬.৩৭
নীট মুনাফা	২৭৩.৮২	৩১৩.৬৩	৩৮৯.২২	৩২৪.০৬	২৮৮.৫৩	১৯২.৬৮
শ্রমিকঅংশদারিতব তহবিল	(১৩.৬৯)	(১৫.৬৮)	(১৯.৪৬)	(১৬.২০)	(১৪.৪৩)	(৯.৬৩)
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ			১.৭৪	২.৩৩	(৭.৯৩)	১.১৮
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	২৬০.১৩	২৯৭.৯৫	৩৭১.৫০	৩১০.১৮	২৬৬.১৮	১৮৪.২২
আয়কর	(৬৪.২৩)	(৭৩.৬৯)	(৯০.৪৩)	(৭৬.২৩)	(৬৫.৯৯)	(৪৪.৫৫)
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	১৯৫.৯০	২২৪.২৬	২৮১.০৭	২৩৩.৯৬	২০০.১৮	১৩৯.৬৭
শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	৭.৭৪	২০.৩১	২৫.৪৫	২১.১৯	১৮.১৩	১২.৬৫

বিগত ০৫ বৎসরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

(কোটি টাকা)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১ (মার্চ২০২১ পর্যন্ত)
তহবিল উৎস						
শেয়ার মূলধন	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২
মূলধন সঞ্চিতি	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮
সাধারণ সঞ্চিতি	৭১৬.০০	৮৬৬.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০৫০.০০
অবন্টিত মুনাফা	১৮৫.৭৮	১৪৯.৬২	১৭০.৭২	২৬১.১৩	৩১৭.৭৬	২৭৪.৯২

বিনিয়োগের বাজার মূল্য অনুযায়ী লাভ	৫৫৬.৩৯	৭০২.৫২	৫৮৪.৫৬	৪৬৩.৯৫	৩৩৮.৭৭	৩৯০.৬২
মোট তহবিল	**১,৫৮৩.৮৮**	**১,৮৪৩.৮৫**	**১,৮৮০.৯৯**	**১,৮৫০.৭৯**	**১,৭৮২.২৪**	**১,৮৪১.২৫**
তহবিলের প্রয়োগ						
মোট স্থায়ী সম্পদ	৮৫.৯২	৮৮.৫৪	৯৫.২৭	১১৪.৭৯	১৯৭.৩৭	১৯৫.৮৭
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি	(৬১.৭২)	(৮১.৪৬)	(৮৫.৭১)	(৮৬.৩৮)	(৮৭.০০)	(৯০.৭৯)
বিলম্বিত কর	১০.৬১	১৫.১৫	১৬.৭২	(৬৫.৮৭)	(৪২.৩৩)	(৫০.০৪)
বিনিয়োগ	১৯০৫.১৯	১,৪০০.৭৩	১,২৮০.০১	৫৭২.৯৩	১,০৮৬.৮১	১,৩২৮.৯৯
চলতি সম্পদ	৩,৩৯৪.৩৮	৪,৪০০.৮৭	৪,২৯০.১২	৩,৯৪০.২৬	৩,৬১৯.২০	৪,২৮৩.৭৯
চলতি দায় দেনা	(৩,৭৫০.৫০)	(৩,৯৭৯.৯৯)	(৩,৭১৫.৪২)	(২,৬২৪.৯৫)	(২,৯৯১.৮২)	(৩,৮২৬.৫৭)
নীট চলতি সম্পদ	(৩৫৬.১২)	৪২০.৮৭	৫৭৪.৬৯	১,৩১৫.৩১	৬২৭.৩৮	৪৫৭.২২
নীট সম্পদ	১,৫৮৩.৮৮	১,৮৪৩.৮৫	১,৮৮০.৯৯	১,৮৫০.৭৯	১,৭৮২.২৪	১,৮৪১.২৫
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার পতি নীটি সম্পদ(টাকা)	১৪৩.৪৪	১৬৬.৯৮	১৭০.৩৪	১৬৭.৬১	১৬১.৪০	১৬৬.৭৪

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয় যা নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	করপূর্বক মুনাফা (কোটি টাকায়)	করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	ঘোষিত লভ্যাংশ (%)	
				নগদ	স্টক
২০১৫-১৬	২৬০.১৪	১৯৫.৯০	১৭.৭৪	১০০	--
২০১৬-১৭	২৯৭.৯৫	২২৪.২৬	২০.৩১	১১০	--
২০১৭-১৮	৩৭১.৫০	২৮১.০৭	২৫.৪৫	১৩০	--
২০১৮-১৯	৩১০.১৯	২৩৩.৯৬	২১.১৯	১৩০	--
২০১৯-২০	২৬৬.১৮	২০০.১৮	১৮.১৩	১২০	--
২০২০-২১ (মার্চ'২০২১ পর্যন্ত)	১৮৪.২২	১৩৯.৬৭	১২.৬৫		

বিগত ৫ অর্থ বছরে সরকারি কোষাগারে কোম্পানির অবদান

অর্থ বছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
অন্যান্য	০.৯৫	১.৮২	১.৮৬	২.১৯	২.১১
কাস্টম ডিউটি ও ভ্যাট	৫.০৭	৫.৩৫	৫.৬৩	৭.১০	৫.৩২
আয়কর	৯৫.৯৮	৬৯.৩৪	৭৯.১১	৮৫.৩২	৬০.৬৩
মোট	**১০২.০০**	**৭৬.৫১**	**৮৬.৬০**	**৯৪.৬১**	**৬৮.০৬**

জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি:

এ কোম্পানির ২৫% মালিকানা ও মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৭৫% মালিকানায় দুইটি যৌথ উদ্যোগী কোম্পানি "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)" ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" গঠনের জন্য গত ২৬/০৭/১৯৯৮ তারিখে চুক্তি হয়। পরবর্তীতে মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড তাদের মালিকানার ৭৫% শেয়ার ইস্ট কোস্ট গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করে এবং "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)" ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" এর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে "এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড" ও "ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড"। এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড পুঁজিবাজারে ৪০ কোটি টাকার শেয়ার অবমুক্ত করায় ইস্ট কোস্ট গ্রুপ,

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২.০৮%, ১৯.৪৬% ও ২৮.৪৬%।

৪. বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

- মংলায় অয়েল ইন্সটলেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ভৈরব বাজার ডিপোর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে ডিপোর দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বে প্রায় ৯,৫০০ বর্গ ফুট জায়গা লীজ গ্রহন ও তার দখল বুঝে নেওয়া হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনার ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনার ৬৭৫০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জ্বালানি তেলের ১ (এক) টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনার ৩০০ কেভিএ আর ক্যাপাসিটির অটোমেটিক পি এফআই প্ল্যান্ট (৭% ডিটিউন রিএ্যাক্টরসহ) স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনার জেনারেটর রুম নির্মাণ এবং প্রধান বৈদ্যুতিক সুইচ রুম ও অপারেটরদের বসার রুম সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- সিলেট ডিপোতে ১৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের ১(এক)টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ডিপোর ০৪ (চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।
- ফতুল্লা ডিপোতে আধুনিক ফায়ার ফাইটিং স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ডিপোর জেটি রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ডিপোর বাউন্ডারী ওয়াল উচুঁকরণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- দৌলতপুর ডিপোর রেলওয়ে সাইডিং রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চাঁদপুর ডিপোর রিটেনিং কাম বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বরিশাল ডিপোতে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়, পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনা, ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর ও সিলেট ডিপোতে জ্বালানি তেলের পরিচালন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রধান স্থাপনাসহ ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর, বাঘাবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, বরিশাল এবং ভৈরববাজার ডিপোতে সিসিটিভি স্থাপন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম টার্মিনালে ৭৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক নং ৯ এর রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বরিশাল ডিপোর জেটি পূণঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চাঁদপুর ডিপোর জেটির রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্পব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেইজ - ৩য় থেকে ২০তম তলা)	জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২২	১২,৩৮৩.০০	কাজ চলমান আছে
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেইজ - ৩য় থেকে ২০তম তলা)	জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২২	১২,৩৮৩.০০	ঐ
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা প্রকল্পের অধীনে লিফট সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং কাজ	ডিসেম্বর, ২০২২	১৩৯৮	ঐ
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা প্রকল্পের অধীনে আধুনিক ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং কাজ	অক্টোবর, ২০২১	৭৯৮	ঐ
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা প্রকল্পের অধীনে ২টি জেনারেটর সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং কাজ	ডিসেম্বর, ২০২১	৩৬৪	ঐ
তিনটি তেল কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) প্রধান স্থাপনার অটোমেশন সিস্টেম কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান পূর্বক কনসালটেন্ট নিয়োগ	ডিসেম্বর, ২০২১	৪০০০.০০	ঐ
প্রধান স্থাপনার ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	ডিসেম্বর, ২০২১	৩৫.০০	ঐ
ফতুল্লা ডিপোর ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	ডিসেম্বর, ২০২১	২.০০	ঐ
দৌলতপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং কাজ	ডিসেম্বর, ২০২১	১৮৬.৮৪	ঐ
দৌলতপুর ডিপোতে ০২ (দুই) তলা অফিস ভবন রিনোভেশন কাজ	ডিসেম্বর, ২০২১	৪৬.০০	ঐ
দৌলতপুর ডিপোতে ২০০ *৪০০ সাইজের ডিপ টিউব-ওয়েল স্থাপন কাজ	ডিসেম্বর, ২০২১	৪৮.৫৮	ঐ
চাঁদপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং ও ট্যাংক সমূহে কুলিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	ডিসেম্বর, ২০২১	১৮৭.০০	ঐ
দৌলতপুর ডিপোর ১৪ ও ১৫ নং ট্যাংক রিনোভেশন কাজ	জুন, ২০২২	২১০	ঐ
চট্টগ্রাম টার্মিনালের ২নং স্টোরেজ ট্যাংক রিনোভেশন কাজ	জুন, ২০২২	৩০০	ঐ
নাটোর ডিপোর অফিস নির্মাণ/রিনোভেশন কাজ	ডিসেম্বর, ২০২১	২০	ঐ
বাঘাবাড়ী ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক রংকরণ কাজ	মার্চ, ২০২২	২১	ঐ

৬. মানবসম্পদ উন্নয়ন

জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুদকরণ, সেফ্টি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোম্পানির মানব সম্পদের মান উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫০০ জন জনবলকে দেশে বিদেশে

প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট, সিপিটিউ, বিপিসি, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI), বিআইএম, এটুআই প্রোগ্রাম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য এ কোম্পানির প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। এ বছরে বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বনভোজন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। এ কোম্পানি বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ গুরত্ব সহকারে পালন করে থাকে। এ ছাড়া কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের পোষ্যগণের শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা ভবিষ্যতে আরো ভাল ফল করার উৎসাহ পায়। জ্বালানি তেল পরিবহন কার্যক্রমের ফলে নদী দূষণ বা অন্য কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ যাতে সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং এতদ্বিষয়ে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করেছে।

৮. ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

- প্রধান স্থাপনার অপারেশন্স সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনায় অবস্থিত পন্টুন জেটি/"এলজে-৩" এর স্থলে ডলফিন অয়েল/আরসিসি পাকা জেটি নির্মাণ;
- প্রধান স্থাপনা/ডিপোর সিকিউরিটি ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে পরামর্শক নিয়োগ;
- প্রধান স্থাপনায়/ডিপোতে ট্যাংকার, ট্যাংকলরী ও ট্যাংকওয়াগন লোডিং-আনলোডিং এবং প্রোডাক্ট ডেলিভারী সংক্রান্ত পরিচালন কার্যক্রম ম্যাকানাইজড এন্ড অটোমেটেড ব্যবস্থায় পরিচালনার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;
- প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহের ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহন;
- প্রধান স্থাপনার ১৩,০০০ মে.টন ও ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার মোট ২টি ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
- ফতুল্লা ডিপোর ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণ;
- ফতুল্লা ডিপোতে ৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
- দৌলতপুর ডিপোতে ৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
- দৌলতপুরে খুলনা বিভাগীয় অফিস ভবন(২য় তলা) নির্মাণ;
- বরিশাল ডিপোতে ৩০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
- সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে সিলেট ডিপো সংলগ্ন ক্রয়কৃত জমিতে পূর্ণাঙ্গ ডিপো নির্মাণ;
- সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে ক্রয়কৃত ৫(পাঁচ) একর জমিতে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- ঝালকাঠি বার্জ ডিপোর পরিবর্তে জমি ক্রয়পূর্বক উক্ত জেলার সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে লীজ গ্রহণকৃত প্রায় ৯,৫০০ বর্গ ফুট জায়গায় ভৈরব বাজার ডিপোর সম্প্রসারণ;
- ভৈরব বাজার ডিপোর ১ম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অকটেন মজুদের জন্য ০২টি ৩০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ট্যাংক নির্মাণ;
- পাম্প হাউজ ও ফিলিং গ্যান্ট্রি স্থানান্তর ও সম্প্রসারণ;
- কোম্পানির মালিকানাধীন বিভিন্ন জায়গায় আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোম্পানির সকল আঞ্চলিক অফিস/ডিপোর জ্বালানি তেলের পরিচালন, বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের
- আওতায় আনয়ন;
- প্রধান স্থাপনা এবং ডিপোসমূহে ফায়ার ফাইটিং সুবিধাদির আধুনিকায়ন;
- কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রমে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোসমূহের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

১। সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

- পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম কোম্পানি যা বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে গৃষ্টি। কোম্পানির পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানি সমূহের মধ্যে অন্যতম। কোম্পানির ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরূপঃ
- ১৮৭১ খ্রিঃ বার্মার আকিয়াব অঞ্চলের খনিজ-তেল আহরণকারী প্রতিষ্ঠান রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানি, SCOTLAND এ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন।
- ১৮৮৫ খ্রিঃ রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানি, বার্মা অয়েল কোম্পানি নামে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ এবং বৃটিশ ভারত অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- ১৯০৩ খ্রিঃ চট্টগ্রামের গোসাইল ডাঙ্গায় বার্মা অয়েল কোম্পানির মহেশখাল অয়েল ইনস্টলেশন স্থাপন।
- ১৯১০ খ্রিঃ বার্মা অয়েল কোম্পানি কর্তৃক সীতাকুন্ডে তেল অনুসন্ধানের কাজে কূপ খনন।
- ১৯১৪ খ্রিঃ চট্টগ্রামের সদরঘাটে বার্মা অয়েল কোম্পানির পরিবেশক "মেসার্স বুলক ব্রাদার্স" কর্তৃক কার্যালয় স্থাপন।
- ১৯২৯ খ্রিঃ বার্মা অয়েল কোম্পানি কর্তৃক মেসার্স বুলক ব্রাদাসের সদরঘাটস্থ কার্যালয় অধিগ্রহণ এবং তথায় কোম্পানির কার্যালয় স্থাপন।
- ১৯৫৬ খ্রি: বার্মা অয়েল কোম্পানি কর্তৃক চট্টগ্রামের গুপ্তখালে বৃহদাকার অয়েল ইনস্টলেশন স্থাপন।

  ১৯৬৫ খ্রি: বার্মা অয়েল কোম্পানি কর্তৃক এতদঞ্চলের বার্মা শেলের (রয়েল ডাচ্ গ্রুপের কোম্পানি) ব্যবস্থা ও স্থাপনাদি ক্রয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বার্মা অয়েল কোম্পানির ৪৯% অংশীদারীত্বে বার্মা ইষ্টার্ণ লিমিটেড নামে নতুন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন।
- ১৯৭৭ খ্রি: বার্মা ইষ্টার্ণ লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত।
- ১৯৮৫ খ্রি: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বার্মা অয়েল কোম্পানির এদেশে অবস্থিত সমূদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির (বার্মা ইষ্টার্ণের শেয়ারসহ) মালিকানা ক্রয়।
- ১৯৮৮ খ্রি: "পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড" নামে কোম্পানির নতুন নামকরণ।

পরিচালনা পর্ষদঃ

বর্তমানে নয়জন পরিচালকমন্ডলীর সমন্বয়ে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। নয়জনের মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক, একজন বিপিসি বাদে বাকি শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য থেকে নির্বাচিত শেয়ারহোল্ডার পরিচালক এবং বাকি ৬ জন বিপিসি কর্তৃক মনোনীত পরিচালক। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি পদাধিকার বলে পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্ষদ অনুমোদিত নীতি, ম্যানুয়েল এবং সীমার মধ্যে কোম্পানির কার্যাবলি পরিচালিত হয়ে থাকে। পর্ষদ সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনানুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের একটি অডিট কমিটি ও একটি নমিনেশন অ্যান্ড রিমিউন্যারেশন কমিটি (এনআরসি) রয়েছে।

কোম্পানির বর্তমান শেয়ার স্ট্রাকচার:

	শেয়ার সংখ্যা	হার (%)
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৪৯৪৫৫৬৬৬	৫০.৩৫
ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	৩২৭১৭৫১৩	৩৩.৩০
বিদেশী বিনিয়োগকারী	৮৭৯২৪০	০.৯০
ব্যক্তিগত (বাংলাদেশী)	১৫১৮০৩৩১	১৫.৪৫
মোট	**৯৮২৩২৭৫০**	**১০০**

* কোম্পানির শেয়ার ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জে তালিকাভূক্ত।

কোম্পানি কর্তৃক বিপণনযোগ্য পেট্রোলিয়াম পণ্যঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম
১	অকটেন
২	জেট এ-১
৩	পেট্রোল
৪	কেরোসিন
৫	ডিজেল
৬	ফার্নেস অয়েল
৭	জেবিও
৮	এমটিটি
৯	এসবিপি
১০	লুব অয়েল (অটোমোটিভ অয়েল, ইন্ডাসট্রিয়াল অয়েল, মেরিন অয়েল, ট্রান্সফরমার অয়েল)
১১	এলপিজি
১২	এলএমএস
১৩	বিটুমিন

পিওসিএল এর স্থায়ী জনবল কাঠামো (৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত):

লোকবলের বর্ণনা	সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বর্তমান লোকবল
কর্মকর্তা	২৯৫	২৩২
শ্রমিক-কর্মচারী	৯১৬	৭৩০
মোট	**১২১১**	**৯৬২**

পিওসিএল এর কার্যাবলীঃ

ব্যবসায়িক কার্যাবলীঃ

১. সরকার নির্ধারিত মূল্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে দেশব্যাপি নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন;

২. বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন;

৩. কোম্পানি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এয়ার লাইনসসমুহে সরকার নির্ধারিত মূল্যে উড়োজাহাজের জ্বালানি তে (জেট এ-১) সরবরাহকরণের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করছে;

৪. পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পাশাপাশি কৃষি-রসায়নজাত বিভিন্ন পণ্য,যথা বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশক ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফার্টিলাইজার বিপণন;

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীঃ

১। সরকার ও বিপিসি'র নির্দেশনার আলোকে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

২। ইআরএল, আমদানি এবং অন্যান্য স্থানীয় উৎস হতে জ্বালানি তেল গ্রহণ ও মজুদকরণ;

৩। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৪। জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা, বিপণন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৫। ডিপো/প্রধান স্থাপনায় বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;

৬। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ব্যয় সাশ্রয়ী প্রকল্প গ্রহণ করা;

৭। জ্বালানি তেল হ্যান্ডলিং নিরাপদ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অপারেশনাল ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং দক্ষ পরিচালনগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৮। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীকরণ;

কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রমঃ

১। বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ দেশের জ্বালানি তেলের সার্বিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

২। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোতে ২০১২ হতে ২০২০ সালের মধ্যে জ্বালানি তেল ধারণক্ষমতা ১.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে;

৩। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ডিপো এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পরিবহন বহরে ট্যাংকার সংখ্যা ৬৭ টি-তে উন্নীত করা হয়েছে;

৪। জ্বালানি তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে জ্বালানি তেল পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধান স্থাপনায় ম্যানুয়েল সিস্টেমের পরিবর্তে আধুনিক "রাডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম" স্থাপন করা হয়েছে;

৫। প্রধান স্থাপনাসহ ১৭টি ডিপোকে শুধুমাত্র একাউন্টিং সিস্টেম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ৬টি ডিপোকে ইনভয়েস ও একাউন্টিং সিস্টেম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ডিপো সমূহকেও পর্যায়ক্রমিকভাবে ইনভয়েস/একাউন্টিং সিস্টেম অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

পেট্রোলিয়াম পণ্য এর উৎসঃ

১। ইআরএল/স্থানীয় ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য।

২। আমদানিকৃত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য।

৩। চট্টগ্রামে অবস্থিত এলপি গ্যাস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত বোতলজাত গ্যাস।

৪। সিলেটে অবস্থিত কৈলাশটিলা প্যান্ট হতে প্রাপ্ত বোতলজাত গ্যাস।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা/ডিপোর জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা (৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত):

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	মজুদ ক্ষমতা (মে: টন):
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম	১৪১৫৭৩
মংলা অয়েল ইন্সটেলশন, বাগেরহাট	৩৫০০০
গোদনাইল ডিপো, নারায়নগঞ্জ	৩০৯৩৪
দৌলতপুর ডিপো, খুলনা	২৪২৮২
বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ	২২০৪৯
চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুর	৪২৮০
আশুগঞ্জ ডিপো, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৭৪১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিপো,	২৯১৭
ভৈরববাজার ডিপো	৬৪১
সিলেট ডিপো	২৯২৯
শ্রীমঙ্গল ডিপো	১১৮১
পার্বতীপুর ডিপো	৫২৭৫
রংপুর ডিপো	৯১৫
নাটোর ডিপো	৯৫১
বরিশাল ডিপো, বরিশাল	৬৬৮
ঝালকাঠি ডিপো	২৮৯১
কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো	৮৪৮১
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	১০৭১
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	৯৯৬
সর্বমোট	**২৮৯৭৭৫**

কোম্পানির বিপণন নেটওয়ার্কঃ

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা	এজেন্ট/এজেন্সী/ ডিস্ট্রিবিউটারের সংখ্যা	প্যাকড পয়েন্ট ডিলারের সংখ্যা	এলপি গ্যাস ডিলারের সংখ্যা	মেরিন ডিলারের সংখ্যা	এ্যাগ্রোকেমি-ক্যালস্ ডিলার
চট্টগ্রাম	১১১	২০৫	৬৩	৩৩২	৩৪	৩০০
সিলেট	৫৫	৫৫	৫১	৪৯	০	
ঢাকা	১৫৩	১২৫	১৫	৯	১০	
ময়মন সিংহ	২৭	২২	৫	০	০	
বরিশাল	২০	৪৭	২৫	৩২	৫	
খুলনা	৯৭	১৬৩	১৯	১২৪	২	
রাজশাহী	১১১	১৪০	২২	১৫৩	০	
রংপুর	১২৩	৯৭	১৭	৩৩	০	
সর্বমোট	**৬৯৮**	**৮৫৪**	**২১৭**	**৭৩২**	**৫১**	**৩০০**

২০২০-২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোভিড- ১৯ মহামারী সত্ত্বেও কোম্পানি দেশের সকল ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোম্পানি সর্বদা সচেষ্ট থাকে। দেশের বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহের চাহিদা মোতাবেক ডিজেল/ফার্ণেস অয়েল নিরচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মানসম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা হয়। এছাড়া দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষি রাসায়নিক (Agrochemicals) পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখে। বর্তমানে কোম্পানি ৩৬ টি বালাইনাশক পণ্য ও সার বিপণন করছে যা ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এ কোম্পানি ৬৯৭ টি ফিলিং স্টেশন, ৮৫৪ টি এজেন্ট/এজেন্সী/ডিস্ট্রিবিউটর, ২১৭ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৫১ টি মেরিন ডিলার, ৩৩ টি লুব ডিলার, ৭৩২ টি এলপিজি ডিলার ও ৩০০ জন এগ্রো-কেমিক্যালস্ পরিবেশক এর সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ বিপণন নেওয়ার্কের মাধ্যমে ৩৩ টি ডিপো (প্রধান স্থাপনাসহ জ্বালানি তেল ডিপো ১৭ টি, এভিয়েশন ডিপো ৩ টি ও এ্যাগ্রোকেমিক্যালস্ ডিপো ১৩টি) হতে সমগ্র দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কোম্পানি গত অর্থ বছরে অর্থাৎ ২০২০-২১ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর কারনে কাঙ্ক্ষিত বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও কোম্পানি আলোচ্য অর্থ বছরে সর্বমোট ২১৩৯০০৯ মে.টন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করতে সমর্থ হয় (২০২০-২১ অর্থ বছরের পণ্য ভিত্তিক বিক্রয় পরিসংখ্যানঃ সংযুক্তিঃ ১) যা গত বছরের তুলনায় ১৭৪৪৩৭ মে.টন বেশী (গত বছরে অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মোট বিক্রয় ছিল ১৯৬৪৫৭২ মে.টন)।

২। জনবল কাঠামোঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল (৩০ জুন ২০২১ তারিখে)
কর্মকর্তা	২৯৫	২৩২
শ্রমিক-কর্মচারী	৯১৬	৭৩০
মোট	১২১১	৯৬২

৩) ২০২০-২১ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

৩১ শে মার্চ ২০২১ ও ৩০ শে জুন ২০২০ তারিখে

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	হাজার টাকায়	
	৩১ শে মার্চ ২০২১	৩০ শে জুন ২০২০
সম্পত্তি সমূহ		
স্থায়ী সম্পত্তি সমূহ		
স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	১,৮৬৬,১০৩	১,৭৮৪,০৪৩
নির্মাণাধীন মূলধন		
বিনিয়োগ- অবচয় তহবিল (এফডিআর)	৫২২,৪৩৩	-
	১,৬৫,০৬৯	৫৩৬,৯৩৩
	১,৩৭৯,৮৮৫	-
বিনিয়োগ- দীর্ঘ মেয়াদী (এফডিআর)	১,৫৮০,০০০	-
	৫,৬২২,৬০৫	**৩,৭০০,৮৬১**
চলতি সম্পত্তিসমূহ		
মজুদমাল	১৪,০৫৫,২৬৭	১৮,৯৯৮,২৩১
বিবিধ দেনাদার	১৭,৩৭৮,০১৫	১৮,৩১১,০৮২
অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা	১৩,৪৬৯,৮২০	১২,৩৯০,৯২০
অগ্রিম, জমা ও আগাম প্রদান	২৫২,৪০০	১৪৬,৯৫৭
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৩৯,৪৪৭,৬৬৩	৩৯,৪২৯,১৬২
মোট চলতি সম্পত্তিসমূহ	**৮৪,৬০৩,১৬৫**	**৮৯,২৭৬,৩৫২**
মোট সম্পত্তিসমূহ	**৯০,২২৫,৭৭০**	**৯২,৯৭৭,২১৩**
মালিকানাসত্ত্ব ও দায়সমূহ		
শেয়ারহোল্ডারদের সত্ত্ব		
শেয়ার মূলধন		
অবচয় তহবিল সঞ্জিতি (পুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত)	৯৮২,৩২৭	৯৮২,৩২৭
	১০৪,৪৯৮	৩৬,৬২৮
সংরক্ষিত আয়	১৪,৭৬৪,৪৭৬	১৪,৪৬৬,৪১৫
মোট মালিকানাসত্ত্ব	**১৫,৮৫১,৩০১**	**১৫,৪৮৫,৩৭০**
স্থায়ী দায়সমূহ		
বিলম্বিত কর দায়	২২৫,৮৭০	২১২,৯২৮
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	১৮৩,৪৬৩	১৮৩,৪৬৩
	৪০৯,৩৩৩	**৩৯৬,৩৯১**
চলতি দায়সমূহ		
বিবিধ পাওনাদার	৮,১৪৭,৯২৮	১০,৯১৯,৮১৬
সরবরাহ ও খরচ খাতে দায়	৫,৭৯৯,৫২৫	৩,৯৬৫,৮৪৭
অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়	৫৫,১২৫,৮২৪	৫৭,৪৬৮,৪৭৪
অন্যান্য দায়	৪,২৫৮,১৮৩	৪,২৭৯,৮৬৬
লভ্যাংশ খাতে দায়	১৮৪,৭০৩	১৬৭,৮৩৬
আয়কর খাতে দায়	৪৪৮,৯৭৩	২৯৩,৬১৩
মোট চলতি দায়সমূহ	**৭৩,৯৬৫,১৩৬**	**৭৭,০৯৫,৪৫২**
মোট দায়সমূহ	**৭৪,৩৭৪,৪৬৯**	**৭৭,৪৯১,৮৪৩**
মোট মালিকানাসত্ত ও দায় সমূহ	**৯০,২২৫,৭৭০**	**৯২,৯৭৭,২১৩**
শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তির মূল্য (এনএভি) টাকা)	**১৬১.৩৬**	**১৫৭.৬৪**

৪) ২০২০-২১ অর্থবছরের লাভ লোকসান ও অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের বিবরণীঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

লাভ লোকসান ও অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের বিবরনী

৩১ শে মার্চ ২০২১ ও ৩০ শে জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

	হাজার টাকায়	
	৩১ শে মার্চ ২০২১	৩০ শে জুন ২০২০
পেট্রোলিয়াম পণ্যের মোট আয়	**১,৬৪২,২৯৩**	**২,১৫৮,০৫৭**
পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রত্যেক্ষ ব্যয়		
মোড়কীকরণ খরচ	**(২৯,৯৩৮)**	**(১৮,৮১৯)**
হ্যান্ডলিং খরচ	**(৪,১১৭)**	**(৬,৩৮০)**
	(৩৪,০৫৫)	(২৫,১৯৯)
	১,৬০৮,২৩৮	**২,১৩২,৮৫৮**
পরিচালন খাতে নীট লাভ/ক্ষতি	-	৫১,৭৮৭
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের নীট আয়	১,৬০৮,২৩৮	২,১৮৪,৬৪৫
পরিচালন খরচ		
প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বিতরন খরচ	(১,৬১৬,২৪৩)	(২,০৮৩,০৩৯)
অর্থসংস্থান খাতে ব্যয় ও প্রদেয় সুদ	(১৮৬,৫৯৮)	(২২১,০৪০)
	(১,৮০২,৮৪১)	(২,৩০৪,০৭৯)
পেট্রোলিয়াম ব্যবসার ব্যবসায়িক মুনাফা	(১৯৪,৬০৩)	(১১৯,৪৩৪)
অন্যান্য পরিচালন আয়- পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়	২৫৭,০০০	৮৭৪,১২৮
এগ্রো-কেমিক্যালস ব্যবসায় পরিচালন মুনাফা	(১০,১১৩)	(২৮,৭৬১)
	২৪৬,৮৮৭	**৮৪৫,৩৬৭**
মোট পরিচালন মুনাফা	৫২,২৮৪	৭২৫,৯৩৩
অপরিচালন আয়	২,২০২,৮৪৮	৩,১০৩,৬৫৮
শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব এবং কল্যাণ তহবিল পূর্ব নীট মুনাফা	**২,২৫৫,১৩২**	**৩,৮২৯,৫৯১**
শ্রমিকদের (মুনাফায়) অংশীদারিত্ব এবং কল্যাণ তহবিলে দেয় নীট মুনাফার ৫%	(১১২,৭৫৭)	(১৯১,৪৮০)
করপূর্ব নীট মুনাফা	**২,১৪২,৩৭৫**	**৩,৬৩৮,১১১**
আয়কর বাবদ বরাদ্দ		
চলতি কর	(৫৩৫,৫৯৩)	(৮৯২,৯৩৯)
বিলম্বিত কর	(১২,৯৪২)	(১৫,৫৩৫)
	(৫৪৮,৫৩৫)	**(৯০৮,৪৭৪)**
করউত্তর নীট মুনাফা - সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরিত	**১,৫৯৩,৮৪০**	**২,৭২৯,৬৩৭**
অবচয় তহবিলে স্থানান্তর	(৬৭,৮৭০)	(৩৬,৬২৮)
	১,৫২৫,৯৭০	**২,৬৯৩,০০৯**
অন্যান্য সামগ্রিক আয়	-	-
মোট সামগ্রিক আয়	১,৫২৫,৯৭০	২,৬৯৩,০০৯
শেয়ার প্রতি আয় (ই পি এস) (বেসিক) (টাকা)	১৬.২৩	২৭.৭৯

পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২০-২১ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী বর্ণিত অর্থবছরে করোত্তর মুনাফা দাঁড়ায় ১৫৯,৩৮,৪০,০০০ টাকা। এছাড়া আলোচ্য হিসাব বছরে নীট এ্যাসেট ভ্যালু দাঁড়ায় ১৫৮৫,১৩,০১,০০০ টাকা, নীট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৬১.৩৬ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাঁড়ায় ১৬.২৩ টাকা (৩১ মার্চ, ২০২১ ও ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী)। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ১২ মাসের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয়ের পরিসংখ্যানঃ

পণ্যের নাম	২০২০-২১ (মে.টন)
অকটেন	১০৬২৭৮
জেট এ-১	২৩৪৫১৬
পেট্রোল	১৩৭৮৬৭
কেরোসিন	৩৩১৪২
ডিজেল	১৪২০০২১
এলডিও	৩৩১
ফার্নেস অয়েল	১৭৩৪৫৮
জেবিও	৩৯৫৭
এমটিটি	৩৩৫৩
এসবিপি	৫৯১
লুব অয়েল	৪৪৮৬
গ্রীজ	৩৬
এলপিজি	৩৪৩৫
বিটুমিন	১৭৫৩৮
মোট	**২১৩৯০০৯**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

কোম্পানির পরিচিতিঃ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। কোম্পানি বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং বিপি ও ক্যাস্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস সমগ্র দেশে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দুটি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ০১/০১/১৯৭৭ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এ স্থানান্তর করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে নব গঠিত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ জুন ২০২০ তারিখে)। কোম্পানি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ যথাক্রমে ১৪ নভেম্বর ২০০৭ এবং ২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির ৫৮.৬৭% শেয়ার বিপিসি'র মালিকানায় এবং বাকী ৪১.৩৩% শেয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের মালিকানায় রয়েছে।

কার্যাবলীঃ

১.১ সমগ্র দেশব্যাপী চাহিদার নিরীখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, বিটুমিন, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং বিপি ও ক্যাস্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস আমদনি করা, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ;

১.২ সমগ্র দেশে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

১.৩ ফিলিং ষ্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা, পরিমাপ এবং যাচাইকরণ;

১.৪ খরা মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ;

১.৫ সমগ্র দেশব্যাপী ক্রেতা ও গ্রাহকদের দ্বারপ্রান্তে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোম্পনির সুবিন্যাস্ত ডিপো নেটওয়ার্ক, ৮৩১ টি পেট্রোল পাম্প, ১৮০টি প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার, ৪৬টি মেরিন ডিলার, ৯১০ টি এজেন্সি, ১২৪৯ টি এলপিজি ডিলার রয়েছে।

জনবল কাঠামোঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল
কর্মকর্তা	২৩০	১৪৮
কর্মচারী	১৪০	৯৮
শ্রমিক ও সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১৪৬
মোট :	৭৪০	৩৯২

২) ২০২০-২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি সমগ্র দেশের সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল ভোক্তা পর্যায়ে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মান সম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল (BP Brand Ges Castrol Brand) সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানি ৮৩৫টি ফিলিং স্টেশন, ৯০২টি এজেন্সী পয়েন্টস, ১৮০টি প্যাকড্ পয়েন্টস্ ডিলার, ৪৬টি মেরিন ডিলার এবং ১২৪৯টি এলপিজি ডিলারস, ৮৪ জন বিপি ও ক্যাস্ট্রল লুব ডিলার এর সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কোম্পানি ২০২০-২১ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৩,৩১,৬৭৬ মে.টন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে। উল্লেখিত অর্থ বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৩% পেট্রোল, ৩৮% অকটেন, ৩৩% কেরোসিন, ৪০% ডিজেল, ৩৭% ফার্নেস অয়েল এবং ৫৮% লুব অয়েল বিক্রি করে। সর্বোপরি বর্ণিত অর্থ বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৮.৯৩% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২০-২১ অর্থ বছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী করোত্তর মুনাফা দাড়ায় ১৮৮,২৫,৪৫,৩৩৪ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরে নেট এসেট ভ্যালু দাড়াঁয় ১৭৯২,১৭,৩৯,১০৮ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৬৫.৬১ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাড়াঁয় ১৭.৪০ টাকা।

৪. কোম্পানির বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহঃ

২০২০-২১ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ-

১. দৌলতপুর ডিপোর অভ্যন্তরে জ্বালানি তেল নিরাপদে পরিবহণের লক্ষ্যে রেলওয়ে সাইডিং মেরামত

২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে লুব ওয়্যার হাউজ নির্মাণ।

৩. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে লুব শেড সংস্কার।

৪. মোগলাবাজার ডিপোতে আরসিসি পেভমেন্ট, ওয়াক ওয়ে, ড্রেন, ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম বর্ধিতকরণ, বাউন্ডারী ওয়াল এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ।

৫. ভৈরববাজার ডিপোতে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ এবং অফিস ভবন সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল, জেনারেটর রুম, ডিপি শেড, পাম্প রুম , স্টোরেজ ট্যাংক, পাইপ লাইন ও ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন রং করণসহ অন্যান্য কাজ।

৬. গোদনাইল ডিপোতে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেন সহ অন্যান্য কাজ।

৭. মেঘনা মডেল সার্ভিস সেন্টার-১ (নিউ ওয়েজ সার্ভিস স্টেশন, মিরপুর রোড, ঢাকা) এবং মেঘনা মডেল সার্ভিস সেন্টার-২ (নিপুনা সার্ভিস স্টেশন, মতিঝিল, ঢাকা) এর সংস্কারসহ রি-মডেলিং কাজ।

৫. কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহঃ

২০২০-২১ অর্থবৎসরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ-

১. চট্টগ্রাম-এ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ।

২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে দ্বিতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের সংস্কার ও মেরামত কাজ।

৩. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ডলফিন ওয়েল জেটি-৫ (ডিওজে-৫) পূণঃসংস্কার এবং মেরামত।

৪. মহেশ্বরপাশা খুলনাতে কোম্পানির নিজস্ব জমির চর্তুদিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।

৫. চাঁদপুর ডিপোতে ৭০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৬. মোগলাবাজার ডিপোর অভ্যন্তরে জ্বালানি তেল নিরাপদে সরবরাহের লক্ষ্যে রেলওয়ে সাইডিং মেরামত।

৭. গোদনাইল ডিপোতে রেলওয়ের নিকট হতে লীজকৃত ০.৮৫৮৬ একর জায়গা ভরাট করে ট্যাকলরী ইয়ার্ড নির্মাণসহ ড্রেনেজ সিষ্টেম উন্নয়ন।

৮. বরিশাল ডিপোতে আরসিসি পেভমেন্ট, কার্পেটিং এবং ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের মনিটর ও পিলার হাইড্রেন্ট স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ।

৯. বরিশাল ডিপোতে ৭০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৬) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট সমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়ঃ

১। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট

৩। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

৪। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

৫। বিএসটিআই

৬। পরিবেশ অধিদপ্তর

৭। ঢাকা/চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

৮। বাংলাদেশ ট্যাক্স ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট

৯। ঢাকা/চট্টগ্রাম ষ্টক একচেঞ্জ লিমিটেড

১০। শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউট

১১। জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি

১২। ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ

১৩। ইনষ্টিটিউট অব কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ

১৪। ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস বাংলাদেশ।

এছাড়া কর্মকর্তাদের উন্নততর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হয়।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

৭.১ কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে জ্বালানি তেলের স্যাজ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ না হয় সে লক্ষ্যে প্রধান স্থাপনা ও ডিপোর ড্রেনেজ সিস্টেম এ অয়েল ওয়াটার সেপারেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রধান স্থাপনার নর্থ টার্মিনালে মেইন ড্রেইনের পাশে একটি বড় আকারের অয়েল সেপারেটর নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কোনভাবেই লিকেজকৃত তেল নদীতে ছড়িয়ে পড়ে দূষণ সৃষ্টি করতে না পারে।

৭.২ পরিবেশের কোন বিপর্যয়/ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যে কোম্পানি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে গ্রাহককে নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কোম্পানির স্থাপনা/ডিপোসমূহে টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে;

৭.৩ কোম্পানির স্থাপনা/ডিপোতে অগ্নিনির্বাপনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নিনির্বাপন সামগ্রী মজুদ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল মোতায়েন করা হয়েছে;

৭.৪ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির স্থাপনা/ডিপোতে নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়;

৭.৫ কোম্পানির স্থাপনা/ডিপোতে কোন ধরণের দূর্ঘটনা ঘটতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;

৭.৬ তেল সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মচারীকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট পোষাক সরবরাহ করা হয় এবং উক্ত পোষাক পরিধানপূর্বক কাজে মোতায়েন করা হয়।

৮) কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

১. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৮০০০ মে.টন এবং ২০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৪ তলা ফাউন্ডেশন সহ ৩ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ।

৩. ১৩১-১৩৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকাতে ২২.৫ কাঠা জমির উপর বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি।

৪. ফতুল্লা ডিপোতে লুব অয়েল সংরক্ষণের জন্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ওয়্যার হাউজ বর্ধিতকরণ।

৫. বাঘাবাড়ি ডিপোতে লুব ড্রাম এবং এলপিজি যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং মজুদের লক্ষ্যে ওয়্যার হাউজ / ওপেন শেড নির্মাণ।

৬. ঝালকাঠি ডিপোতে অফিস ভবন সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ এবং আরসিসি পেভমেন্ট মেরামত।

৭. দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে বাউন্ডারী ওয়াল এবং আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ।

৮. ইপিওএল ডিপো, ঢাকাতে বাউন্ডারী ওয়াল ও ফায়ার হাইড্রেন্ট রিজারভার নির্মাণ, ডেলিভারী পাইপ লাইন স্থাপন, ট্যাংক ও পাইপ লাইন রংকরণ এবং অফিস বিল্ডিং সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

৯. গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে জেটি মেরামত, ট্যাংক ও পাইপ লাইন রংকরণ এবং ডেলিভারী পয়েন্ট বৃদ্ধিকরণ।

৯) অন্যান্য কার্যক্রম:

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) নীতিমালা এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ
০১.	ইনার হুইল ক্লাব অব কর্নফুলী	৫০,০০০/-
০২.	নোবেল করোনা ভাইরাস চিহ্নিতকরণ কিট	৩০,০০,০০০/-
০৩.	মোঃ মহিনুল ইসলাম, ড্রাইভার, এমপিএল	১,০০,০০০/-
০৪.	কুমারখালি জে এন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	১,০০,০০০/-
০৫.	মোঃ আবু যোবায়ের হোসেন বাবলু, যুগ্মসচিব, জ্বাখসবি	১,০০,০০০/-
০৬.	উলাট জামে মসজিদ, কাদোয়া, পাবনা	১,০০,০০০/-
০৭.	মোঃ আবদুল হাই ভূঁঞা, চাঁদপুর	১,০০,০০০/-
০৮.	ইসলামবাগ দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা	১,০০,০০০/-
০৯.	বড় মিয়াজি পাড়া মসজিদ	৫০,০০০/-
১০	গোসাইবাড়ি কুমুলিস্ন জামে মসজিদ	৫০,০০০/-
১১	উম্মুল ক্বোরা তাহফিজুল কোরআন একাডেমি	২৫,০০০/-
১২	নুর-এ-জাহান তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসা	২৫,০০০/-
১৩	ডেপুটি এডমিনিস্ট্রেটর, চাপাইনবাবগঞ্জ	১,০০,০০০/-
১৪	প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা সহযোগিতা তহবিল	৭০,০০,০০০/-
১৫	বেলঘর উত্তরপাড়া মজুমদার বাড়ী মসজিদ	৫০,০০০/-
	সর্বমোট =	১০,৯৫০,০০০/-

এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন/অনুদান প্রদান করা হয়।

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলীঃ

জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত একমাত্র রাস্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। ১৯৬৮ সালে প্রায় ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইস্টার্ণ রিফাইনারীর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ১৯১৩ (১৯৯৪) সালের কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত। পরিচালকমন্ডলীর চেয়ারম্যান এবং পরিচালকবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

জনবল কাঠামোঃ

৩০/০৬/২০২১ ইং তারিখে অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীর পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৯৬ জন কর্মকর্তা, ৫২২ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

জনবল কাঠামো (২০২০ - ২০২১)

কর্মচারী			কর্মকর্তা		
গ্রেড	অনুমোদিত	বর্তমান	গ্রেড ও পদ	অনুমোদিত	বর্তমান
গ্রেড-১	৬৫২	১৪৬	স্পেশালঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর	১	১
গ্রেড-২		৬৭	স্পেশালঃ এম-১ জেনারেল ম্যানেজার	৬	১
গ্রেড-৩		৯৪	এম-১: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১৭	১৬
গ্রেড-৪		৫৮	এম-২-: এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার	২৯	২৭
গ্রেড-৫		৫২	এম-৩: ম্যানেজার	৪৭	৩৫
গ্রেড-৬		৭৪	এম-৫: এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার	১২৩	১১৬
গ্রেড-৭		৩১	এম-৭: অফিসার		
মোট	৬৫২	৫২২	এম-৮: অফিসার		
			মোট	২২৩	১৯৬

ইআরএল এর ইউনিট ও উৎপাদন ক্ষমতাঃ

চিত্রঃ প্রসেস প্ল্যান্ট

ক) প্রসেস ইউনিট

১। ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট	১৫ লক্ষ মে.টন/বছর
২। ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট	৭০ হাজার মে.টন/বছর
৩। এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান	
ক) ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশন ইউনিট	২ লক্ষ মে.টন/বছর
খ) বিটুমিন বোয়িং ইউনিট	৭০ হাজার মে.টন/বছর
৪। লং রেসিডিউ ভিস-ব্রেকার ইউনিট	৫ লক্ষ ২২হাজার মে.টন/বছর
৫। মাইল্ড হাইড্রোক্রেকিং ইউনিট	৫৭ হাজার মে.টন/বছর
৬। ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেটর	৬০ হাজার মে.টন/বছর

খ) এনসিলারী ইউনিট

১। ড্রাম তৈরী ও বিটুমিন ফিলিং ইউনিট	১ হাজার ১শত ড্রাম/দিন
২। হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট	৭৯০ মে.টন/বছর
৩। এল পি জি, গ্যাসোলিন ও কেরোসিন মেরক্স ইউনিট	

গ) ইউটিলিটি ইউনিট

১। স্টীম জেনারেশন ইউনিট (৪ বয়লার)	৮০ মে.টন/ঘন্টা
২। পাওয়ার জেনারেটর (এসটিজি- ২ ও ডিজেল জেনারেটর- ২)	৭ মেগাওয়াট

চিত্র: স্টোরেজ ট্যাংক

উৎপাদিত পণ্যঃ

প্রারম্ভকালে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারী হিসেবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে নন-ফুয়েল পণ্য যথা- জুট ব্যাচিং অয়েল, মিনারেল টারপেনটাইন (এমটিটি), এসবিপি, বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন শুরু হয়। রিফাইনারীর প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত "ক্রুড অয়েল" বা অপরিশোধিত খনিজ তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারে আমদানিকৃত "ক্রুড অয়েল" বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে পরিবহন করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। মজুদকৃত "ক্রুড অয়েল" পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধনের মাধ্যমে সাতটি ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টে ভাগ করা হয়।

ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টগুলোর বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রনে ১৩ টি ফিনিশ্‌ড প্রোডাক্ট উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত ফিনিশ্‌ড প্রোডাক্টগুলো হলোঃ

(১) এল পি জি (লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)

(২) এস বি পি এস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)

(৩)মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার)

(৪) মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম)

(৫) ন্যাফথা

(৬) মিনারেল টারপেনটাইন

(৭) কেরোসিন

(৮) জেট এ-১ (এভিয়েশন ফুয়েল)

(৯) এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল)

(১০) জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল)

(১১) এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল)

(১২) এফ ও (ফার্নেস অয়েল)

(১৩) বিটুমিন।

চিত্রঃ উৎপাদিত ফিনিশ্‌ড প্রোডাক্ট

উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে এলপিজি, এলপিগ্যাস লিমিটেড এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করা হয়।

মান নিয়ন্ত্রণঃ

ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন একটি গবেষণাগার রয়েছে। গবেষণাগারে টিবিপি, জেফটট, সেনট্রিফিউজ, সিএফআর (কো-অপারেটিভ ফুয়েল রিচার্জ ইঞ্জিন), অটো ডিস্টিলেশন, ডিজিটাল রিফ্যাকটোমিটার, গ্যাস ক্রোমেটোগ্রাফ সহ বিভিন্ন ইনসট্রুমেন্ট এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয়।

চিত্রঃ মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার

অগ্নিনির্বাপণঃ

পেট্রোলিয়াম পণ্য অত্যন্ত দাহ্য বিধায় এ প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দু'টি ফোম টেন্ডার ইউনিট ও একটি আরআইভি সহ মোট ৬টি অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি সদা প্রস্তুত থাকে এবং পুরো ইউনিট এলাকায় ফায়ারওয়াটার নেটওয়ার্ক রয়েছে যা অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিত্র: অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট

২) ২০২০-২১ অর্থ বছরের উৎপাদন কর্মকান্ড (Lmov):

ক) ক্রুড ডিষ্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এ প্রক্রিয়াকরণ ও অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তিঃ আমদানিকৃত ক্রুড, স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদসহ মোট ১৬০৯৮৮৮ মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাওয়া যায় এবং ১৫৪৫২৪০ মেট্রিক টন প্রক্রিয়াজাত করে ১৫১৯০৯২ মেট্রিক টন ফিনিশ্‌ড প্রোডাক্ট পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট ৬২৭১৪ মেট্রিক টন মজুদ আছে। এর মধ্যে ১৯৩৪ মেট্রিক টন স্লাজ নিষ্কাশন করা হয়।

খ) সেকেন্ডারী কনভারশন প্ল্যান্টঃ রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ৪৪৪৩৫০ মে.টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ২১৮ মে.টন ন্যাপথা, ৩৭৬২০ মে.টন ডিজেল ও ৩৯৬৩৩২ মে.টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

গ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্যান্টঃ রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ১১১৭৮০ মেট্রিক টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৫২৭৮৬ মে.টন বিটুমিন, ২৯০৪৮ মে.টন ডিজেল ও ২৭৬২০ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

ঘ) মোট পণ্য উৎপাদন (সকল প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত): ২০২০-২১ অর্থবছরে এলপিজি ১১৫৮৩ মেট্রিক টন, ন্যাফথা ১৪৩৫৬১ মেট্রিক টন, এসবিপিএস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট) ০ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার) ৭৫২৩১ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম) ০ মেট্রিক টন, মিনারেল টারপেনটাইন ৭৭৪ মেট্রিক টন, কেরোসিন ৭২৯৫৬ মেট্রিক টন, এইচএসডি (হাই স্পিড ডিজেল) ৭১৯৯৬১ মেট্রিক টন, জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল) ৮৫৮৭ মেট্রিক টন, এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল) ৫৮০৫ মেট্রিক টন, এফ ও (ফার্নেস অয়েল) ৪১৬১১৫ মেট্রিক টন, বিটুমিন ৫২৭৮৬ মেট্রিক টন উৎপাদন করা হয়েছে।

৩) ২০২০-২১ অর্থ বৎসরের আর্থিক কর্মকান্ডঃ

ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ, প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনসেন্টিভ, আরসিও প্রক্রিয়াকরণ, ক্রুড অয়েল আমদানি ও রপ্তানি হ্যান্ডেলিং কমিশন, বিটুমিন বিক্রয়ে মার্জিন ইত্যাদি খাতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোম্পানির আয় ২১৮১১.০০ লক্ষ (খসড়া) টাকা এবং ব্যয় ১৮৯৩২.০০ লক্ষ টাকা (খসড়া)।

সরকারি কোষাগারে জমাদানঃ

বিগত ২০২০-২১ অর্থবৎসরে আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও আবগারি শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর, ঋণের উপর সুদ পরিশোধ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানি সর্বমোট ১৮২০.০৫ লক্ষ টাকা (অনিরিক্ষিত) সরকারি কোষাগারে পরিশোধের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

৪) সাম্প্রতিককালে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ -

১. নতুন প্রসেস বয়লার স্থাপন

২. পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন

৩. ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন (ট্যাংক-জি এবং ট্যাংক-এইচ)

৪. ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-১)

৫. সি ডি ইউ এর ফার্নেস পরিবর্তন

৬. আরও প্ল্যান্ট স্থাপন

৭. অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম স্থাপন

৮. ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-২)

৯. এম এস স্টোরেজ ট্যাংক (ট- ৫১)

১০. ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ট্যাংক (ট- ৫২, ট- ৫৩, ট- ৫৪)

১১. এনজিসি ইউনিটের ফার্নেস প্রতিস্থাপন

১২. সিসিটিভি নেটওয়ার্ক স্থাপন

১৩. এবিপি কলাম ১০সি০১ (এবিপি ইউনিট), রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর- ১২০৪ (রিফরমিং ইউনিট) প্রতিস্থাপন

১৪. রিনোভেশন এন্ড রিপেয়ারিং ওয়ার্কস এট ডলফিন অয়েল জেটি নাম্বার সেভেন এট চট্টগ্রাম

১৫. এনহেন্সমেন্ট অব আয়রন রিমুভাল ক্যাপাসিটি অব একজিস্টিং ওয়াটার প্রিট্রিটমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার বেসিন এট ইআরএল

১৬. ইআরএল ইউনিট-২ এর জন্য সরকার থেকে লীজ নেয়া এনজিএস সিমেন্ট ফ্যাক্টরী সংলগ্ন ৭.৫ একর জমির উপর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ

১৭. নতুন কুলিং টাওয়ার (৪০০০ ঘ.মি./ঘন্টা) স্থাপন

১৮. নতুন ন্যাফথা লাইন স্থাপন

১৯. হোয়াইট অয়েল লাইন প্রতিস্থাপন

৫) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

ক) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম):

চিত্রঃ এসপিএম

চিত্রঃ প্রকল্পের রুট ম্যাপ

বাংলাদেশ সরকার দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" (২০১৮ সনের সর্বশেষ সংশোধনীসহ) এর আওতায় আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল এবং Finished products সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে "ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্টমুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬মে ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে এ-টু-এ ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিমে (বঙ্গোপসাগরে) গভীর সমুদ্রে একটি 'এসপিএম' তথা ভাসমান জেটি এবং উক্ত জেটি হতে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় নির্মিতব্য পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম হয়ে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) পর্যন্ত ১১০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ২(দুই)টি পাইপলাইন সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হবে। জাহাজ থেকে তেল সরাসরি পাম্প করা হবে যা এসপিএম হয়ে ৩৬" ব্যাসের ২টি পৃথক পাইপ লাইনের মাধ্যমে মহেশখালী এলাকায় নির্মিতব্য স্টোরেজ ট্যাংকে জমা হবে। পরবর্তীতে উক্ত স্টোরেজ ট্যাংক হতে পাম্পিং করে ১৮" ব্যাসের অপর ২টি পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এ সরবরাহ করা হবে। বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পটির মাধ্যমে একটি ১,২০,০০০ DWT অয়েল ট্যাংকার ৪৮ ঘন্টায় এবং বৎসরে মোট ৯.০ মিলিয়ন মে.টন তেল আনলোডিং করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় ৩ টি ক্রুড অয়েল ট্যাংক, ৩টি ফিনিশড্ প্রডাক্ট ট্যাংক, স্কাডা সিস্টেমস্, প্রধান পাম্প, বুস্টার পাম্প, জেনারেটর, মিটারিং স্টেশন, পিগিং স্টেশন, অফিস ও আবাসিক ভবন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো নির্মাণসহ একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংকফার্ম (পিএসটিএফ) অর্থাৎ জ্বালানি তেলমজুত/ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ILF Consulting Engineers, Germany কে পরামর্শক এবং ঈযরহধ Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. (CPPEC) কে ইপিসি ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে শুরু করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার প্রকল্পের অফশোর পাইপলাইনের সম্পূর্ণ ১৩৫ কি.মি এবং ১৭টি এইচডিডিসহ অনশোরে ৫৮ কি.মি পাইপলাইন স্থাপন করেছে। এ হিসেবে প্রকল্পের ২২০ কি.মি পাইপ লাইনের মধ্যে মোট ১৯৩ কি.মি স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য কুতুবদিয়া চ্যানেল ও মাতারবাড়ী এপ্রোচ চ্যানেল অংশে Deep post trenching পদ্ধতিতে এ প্রকল্পের ৪টি পাইপলাইন নির্ধারিত গভীরতায় স্থাপনের কাজ বিগত ৩১/০৫/২০২১ ইং তারিখে শেষ হয়েছে। প্রকল্পের পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) এলাকার ভূমি উন্নয়নের কাজ প্রায় ৯৩% শেষ হয়েছে। প্রকল্পের পিএসটিএফ এলাকায় প্রস্তাবিত ৬টি ট্যাংকের মেকানিক্যাল কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ যথারীতি চলমান রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৬৩.১৩%। ভূমি উন্নয়নের বাকি কাজ ও অনশোরে অবশিষ্ট পাইপলাইন স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ আগামী শুষ্ক মৌসুমে সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুন ২০২২।

খ) ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনঃ

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এর বাৎসরিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের বর্তমান জ্বালানি তেলের চাহিদার মাত্র ২০ ভাগ ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ পূরণ করে এবং বাকি ৮০ ভাগ জ্বালানি তেল আমদানি করার প্রয়োজন হয়। পরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ফিনিশড প্রডাক্ট) উপর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে উত্তরোত্তর শিল্প উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও তুলনামূলক কম খরচে জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি ও সর্বোপরি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" নামে বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ক্রুড অয়েল রিফাইনারী স্থাপন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান আইন ২০১০-এর আওতায় ১২/০৬/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্পটি ইউরো-৫ মানের জ্বালানি তেল উৎপন্ন করবে। এছাড়াও বর্তমান রিফাইনারীতে উৎপাদিত কেরোসিন ও ডিজেল আন্তর্জাতিক মানের না হওয়ায় তা নতুন রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের অর্থাৎ ইউরো-৫ মানে উন্নীত করা হবে।

"ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (PMC) প্রদান করার জন্য ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (EIL) কে নিয়োগ দেয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক (PMC) প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। চুক্তির সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ১০-০৮-২০২০ তারিখে EIL এর সাথে PMC Contract Amendment স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৮/০১/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের "ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন" (FEED) কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসাবে ফ্রান্সের টেকনিপ (TECHNIP) কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তারা চুক্তি অনুযায়ী কাজটি সম্পাদন করেছে। বর্তমানে প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করে বিপিসি'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক 'প্রকল্পটির শতভাগ অর্থায়ন বিপিসি কর্তৃক বহন করা হবে'-বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ডিপিপি পুণঃর্গঠন করা হয়েছে যা অতি সত্ত্বর মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। প্রকল্পটির ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কন্সট্রাকশন (ইপিসি) পর্যায়ের কাজের বিষয়ে ফ্রান্সের টেকনিপ (TECHNIP) কোম্পানির সাথে আলাপ-আলোচনা চলছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে ৬৪.১২৭ একর জমি দীর্ঘমেয়াদী লীজ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড এর ৪৫ একর জমি, ১নং খাস খতিয়ানভূক্ত ৭.৫ একর জমি এবং ১১ একর জমি এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর ১১.৬৭২ একর জমি রয়েছে।

১. ট্যাংক ফার্মে ফ্লো মিটার স্থাপন
২. ইআরএল ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ
৩. এ্যারো কনডেনসার বর্ধিতকরণ
৪. সিসিটিভি সিস্টেম বর্ধিতকরণ
৫. ইআরএল এর ইউনিট-২ এর জিইএম কোম্পানির লীজ নেয়া জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
৬. ৩৭টি ট্যাংকে অটোগেজিং স্থাপন

৬) মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

শুরু থেকেই ইআরএল এ নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষার্থীদের পেট্রোলিয়াম অয়েল রিফাইনিং ও প্রসেসিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যথা-শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আই আর আই), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য পেশামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের বাহিরেও কর্মকর্তাদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নের ছকে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডসমূহ তুলে ধরা হলোঃ

মানবসম্পদ উন্নয়ন (২০২০-২১)

প্রশিক্ষণের ধরণ	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৯০	৬৪৫
দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ	-	
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	
মোট :	৯০	৬৪৫

এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষানবিশ স্কীম', 'প্রবেশনারী ইঞ্জিনিয়ার স্কীম' ও 'ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস স্কীম' এর মাধ্যমে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও ইআরএল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর, যা কর্মরত কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও কারখানার সন্নিকটস্থ এলাকাবাসীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। প্যান্টের ইউনিটগুলো এমনভাবে অপারেট করা হয় যাতে পরিবেশ দুষণের শিকার না হয়। সকল ধরনের অস্বাস্থ্যকর সালফাইডযুক্ত গ্যাস সুউচ্চ কলামের মাধ্যমে উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। সীসামুক্ত বায়ু বজায় রাখার স্বার্থেই ১৯৯৯ সাল হতে TEL/TML ব্যবহার বন্ধ করে অকটেন তৈরিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজ এর ব্যাপারে ইআরএল পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উন্নত ধরনের ডিজাইনে অয়েলি ওয়াটার ও বৃষ্টির পানি সেপারেশনের সিস্টেমসহ উন্নত প্রযুক্তির এপিআই সেপারেটর সিস্টেম চালু আছে যাতে উক্ত মিশ্রণ পরিবেশের কোন ক্ষতি করতে না পারে। এ ছাড়াও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক রিফাইনারী ও এর চারিদিকের পরিবেশ সার্বিক সুন্দর, দুষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৮) ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনাঃ

আমদানিকৃত জ্বালানি তেল মাদার ট্যাংকার থেকে দ্রুত, নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী, সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে খালাসের জন্য কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালীর নিকটে বঙ্গোপসাগরে 'ইনস্টলেশন অব সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন' স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা বাৎসরিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ লক্ষ মেট্রিট টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'ইআরএল ইউনিট-২' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল গৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আছে।

১. অনলাইন করোশন মনিটরিং স্থাপন
২. অর্গানাইজেশন রি স্ট্রাকচারিং

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড ১৯৬৮ সালের ৭মে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে অদ্যাবধি জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফিনিশড প্রোডাক্ট সরবরাহ করে একদিকে যেমন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের যথাযথ গুণগত মান বজায় রেখে সুদীর্ঘ ৫৪ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় হল ইআরএল ২০২১ সনে কোভিড মহামারীর কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও (নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে) তার উৎপাদন সক্ষমতার শতভাগ অর্জন করেছে। অর্থাৎ ২০২১ সনে সর্বোচ্চ উৎপাদন তথা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ফিনিশ্ড প্রোডাক্ট উৎপাদন করেছে। ইস্টার্ণ রিফাইনারীর এই পথ পরিক্রমায় সুচিন্তিত পরিচালনা, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা/শ্রমিক-কর্মচারীদের সততা-দক্ষতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি দেশ-জাতির যে কোন আপদকালীন পরিস্থিতিতে (শতভাগ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে) জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় পারদর্শী এই প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ সময় ধরে সফলতার সাক্ষর রেখে আসছে।

এলপি গ্যাস লিমিটেড

(১) কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

ক) কোম্পানির পরিচিতি:

ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজাতপূর্বক গার্হস্থ রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে

পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি'র একটি সাবসিডিয়ারী হিসেবে ৩মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও ডিস্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা।

খ) কার্যাবলী:

এলপি গ্যাস লিমিটেডের চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত দুইটি এলপিজি বটলিং প্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিসিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এক শিফটে এলপি গ্যাস লিমিটেড এর চট্টগ্রামস্থ প্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১০,০০০ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮,৫০০ মেট্রিক টন। এলপি গ্যাস লিমিটেডের শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

গ) জনবল কাঠামো:

কোম্পানিতে অনুমোদিত এবং বর্তমানে জনবলের সংখ্যা নিম্নের সারণী-১ উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-১

	অনুমোদিত জনবল		কর্মরত জনবল	
	চট্টগ্রাম প্যান্ট	কৈলাশটিলা প্যান্ট	চট্টগ্রাম প্যান্ট	কৈলাশটিলা প্যান্ট
কর্মকর্তা	২১	১০	১২	০২
কর্মচারী	৬৫	৫৭	৫৬*	১৫*
মোট	৮৬	৬৭	৬৮	১৭

*উল্লেখ্য চট্টগ্রাম প্যান্টে ০৮ জন এবং কৈলাশটিলা প্যান্টে ০১ জন কর্মচারী চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ীভাবে ৮৯ দিনের ভিত্তিতে নিয়োজিত আছেন।

(২) ২০২০-২১ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেডের বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস ইআরএল ও আরপিজিসিএল হতে প্রাপ্ত এলপিজি'র উপর নির্ভরশীল। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলো। দেশে এলপি গ্যাসের বর্ধিত চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিপিসি'র অর্থায়নে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও বিরতণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিপিসি'র অর্থায়নে টাঙ্গাইলস্থ এলেঙ্গায় বার্ষিক ২০ (বিশ) লক্ষ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্যান্ট স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

২০২০-২১ অর্থ বছরে উৎপাদনের পরিমাণ

সারণী-২

বছর	চট্টগ্রাম প্যান্ট	কৈলাশটিলা প্যান্ট	মোট
	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	
২০২০-২১	১২,৪০৬	১,০৫৫	১৩,৪৬১

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কোম্পানির ২০২১-২১ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোম্পানির আর্থিক কর্মকান্ডের সম্ভাব্য পরিসংখ্যান

সারণী-৩
(লক্ষ টাকা)

বছর	সম্ভাব্য করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				লভ্যাংশ প্রদান
	চট্টগ্রাম প্যান্ট	কৈলাশটিলা প্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০২০-২১	১০০.০০	(৩০০.০০)	২৫০.০০	৫০.০০	০২০-২১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পন্ন না হওয়ায় লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি।

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প নিম্নরুপ:

বিপিসি'র সার্কুলেশনের পুরাতন ও অকেজো সিলিন্ডার প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) এলপিজি সিলিন্ডার ক্রয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

বিপিসি'র অর্থায়নে অত্র কোম্পানির অধীনে গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরুপ:

ক) চট্টগ্রামে বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর এলপিজি বটলিং ও ষ্টোরেজ প্যান্ট বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজাস্থ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ১০.০০ (দশ) একর খাস জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) টাঙ্গাইলস্থ এলেঙ্গায় বার্ষিক ২০ (বিশ) লক্ষ) এলপিজি সিলিন্ডার উৎপাদন ক্ষমতার সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে ঋবধংরনরষরঃু ঝঃঁফু করার জন্য প্রাপ্ত জঋচ মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিআইএম, পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত ও পরিচালিত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অত্র কোম্পানি হতে জনবল প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া করোনা মহামারী পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে।

(৭) পরিবেশ সংরক্ষণ:

দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্যান্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির সকল প্রকার অপারেশনসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ দেশের বনাঞ্চল ধ্বংসরোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোম্পানিটি বর্তমানে দেশে গৃহস্থালি রান্নার কাজে ব্যবহৃত গাছ ও লতা-গুল্মের বিকল্প হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে উৎপাদিত বার্ষিক প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন এলপিজি বোতলজাত করে সারাদেশে ভোক্তাসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

(৮) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতা থাকায় গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সুলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কক্সবাজারের মহেশখালি এলাকায় বার্ষিক ১০.০০(দশ) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে এ লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় ৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া বহুতল ভবনসহ বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য বোতলজাত ও বাল্ক এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে সারাদেশে এলপিজি সরবরাহ ও বাজারজাত নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কোম্পানির পরিকল্পনা রয়েছে।

(৯) অন্যান্য কার্যক্রম:

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে কোম্পানির খালি জায়গায় বৃক্ষরোপন করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ, সিএসআর-এর আওতায় বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানের এমপয়ীদের ও দুস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

১। কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো:

কোম্পানি পরিচিতি:

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো স্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০:৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে 'স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত। এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা ''বি'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা ''এ'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এ্যাসোসিয়েশনের ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত সম সংখ্যক (দুই জন করিয়া মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং "বি" ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোম্পানির কার্যক্রম:

ক) লুব বেইস অয়েল এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি।

খ) লুব বেইস অয়েল বেন্ডিং এবং বিভিন্ন গ্রেডের ও মানের লুব্রিকেটিং পন্য সামগ্রী উৎপাদন।

গ) বেইস অয়েল ষ্টক বা কাঁচামাল, আবশ্যকীয় এ্যাডিটিভস, প্রস্তুতকৃত লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যাক্ট বিটুমিন সহ লুব্রিকেটিং পণ্যাদি আমদানি, উৎপাদন ও বিপণন।

ঘ) মিশ্রণসূত্রে লুব্রিকেন্টস পণ্যাদি উৎপাদন।

ঙ) পেট্রোলিয়াম (পরিশোধিত) পণ্য গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফেসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থাপন।

চ) Aviation Fuel (II JET-A1) বিপণন।

ছ) বিপণন কোম্পানিসমূহের চাহিদা মোতাবেক লুব বেইস অয়েল সরবরাহ ও বেন্ডিং কার্যসম্পাদন ।

জ) এ প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানি হিসেবে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিটুমিন, এল পি গ্যাস, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ও কক্সবাজার বিমানবন্দরে Aviation Fuel (II JET-AI) এয়ারক্রাফট রিফুয়েলিং এর মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঝ) লুব অয়েল বেন্ডিং এর পাশাপাশি নিজস্ব লুবজোন ব্রান্ডে লুব অয়েল বেন্ডিং করে সমগ্র বাংলাদেশে লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা।

ঞ) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ।

ট) বিপণন কোম্পানি হিসেবে দায়িত্ব পালন বা যে কোন ফার্মে বা কোম্পানির সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট সম্পাদন।

কোম্পানির জনবল কাঠামো:

বর্তমানে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা, শ্রমিক ও কর্মচারিগণ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেনঃ-

মোট কর্মকর্তার সংখ্যা = ৬২ জন

মোট শ্রমিক/কর্মচারীর সংখ্যা = ৭৩ জন

২। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

এসএওসিএল বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ৪৯৮৮.৪৮ মেঃ টন লুব্রিকেটিং বেইজ অয়েল আমদানি করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ৭৬৯২.১৪ মেঃ টন লুব অয়েল উৎপাদন (বেন্ডিং) করেছে। উৎপাদন (বেন্ডিং) এর পাশাপাশি ৩৭১০.১৪ মেঃ টন লুবজোন ব্র্যান্ডের লুব্রিকেটিং অয়েল বাজারজাত করেছে। এছাড়া ০.০১১ লক্ষ মেঃ টন এল পি গ্যাস, ০.০৪৯ লক্ষ মেঃ টন বিটুমিন, ০.৩৩৪ লক্ষ মেঃ টন ডিজেল, ০.২৭৪ লক্ষ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল এবং ০.০৩৪ লক্ষ মেঃ টন এভিয়েশন ফুয়েল (JET-A1) বাজারজাত করেছে।

৩। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রোভিশনাল

জাতীয় কোষাগারে জমা প্রদান:		(কোটি টাকা)
১। আয়কর	=	১১.৪৮
২। শুল্কখাতে	=	১৫.২৮
৩। ভ্যাট	=	৭৪.১৭
সর্বমোট	=	**১০০.৯৩**
কর পূর্ব মুনাফা	=	১৫.৯৯
কর পূর্ব মুনাফার উপর প্রদেয় কর	=	৫.২০
নীট মুনাফা	=	১০.৭৯

৪। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

সংস্থা সমূহের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ক	খ	গ
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৩১	৯৭
মোট=	৩১	৯৭

৫। পরিবেশ সংরক্ষণ:

পেট্রোলিয়াম পণ্যের নির্গমনের কারণে নদীর পানি দূষিত হয়ে পরিবেশের বিপর্যয় এড়াতে মজুদকৃত মালামাল অনুসারে সমগ্র ট্যাংক ফার্ম এলাকায় ডাইক ওয়াল বিদ্যমান রয়েছে এবং আপদকালীন সময়ে উপচে পড়া/লিকেজ হওয়া মজুদকৃত তেল সংগ্রহের জন্য ২ চেম্বার বিশিষ্ট ২ টি ঝঁসড় বিদ্যমান রয়েছে। নদীতে তেল ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে স্থাপনার ভেতর ড্রেনের শেষ প্রান্তে গেইট ভাল্ব সংযোজিত আছে। ঙরষ ঝঢ়রষষধমব রোধ কল্পে ঙরষ চৎড়ঃবপঃরড়হ ইড়ড়স, ঝশরসসবৎ ইত্যাদি রাসায়নিকের ব্যবহার ভবিষ্যতে যুক্ত করা হবে।

৬। ভবিষৎ কর্ম পরিকল্পনা:

ক) ট্যাংক পুনঃসংস্কার:

১৯৬৫ সালের নির্মিত পুরাতন ০২ টি ট্যাংক ভেঙ্গে তদস্থলে ০২ টি ট্যাংক পুনঃনির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ট্যাংকে লুব বেইজ অয়েল ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১০০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পাবে।

খ) ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ:

কোম্পানীর নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণ, নতুন ট্যাংক নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ায় Fire system protection rules অনুযায়ী Fire water capacity বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই ১,০০,০০০ লিটার ক্যাপাসিটির ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) গ্রীজ প্যান্ট স্থাপন:

বাজারে ক্রমবর্ধমান গ্রীজের চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন একটি আধুনিক মাল্টি গ্রীজ প্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে আনুমানিক ১০০০ মেঃ টন। চলমান মহামারী কোভিড-১৯ রোগের প্রকোপ কমে আসলে কমিশনিং কার্যক্রম সমাপ্ত করে উৎপাদন পর্যায় যেতে পারবে বলে আশাবাদী।

ঘ) জেটি পাইপ লাইনের পুনঃ সংস্কার ও প্রতিস্থাপন:

দীর্ঘদিনের পুরাতন জেটি এলাকার সম্পূর্ণ পাইপ লাইন (ডিজেল, লুব, ফার্নেস অয়েল) লোনা আবহাওয়া থাকায় এবং মরিচা ধরায় ম্যাটেরিয়াল ক্ষয়জনিত কারণে প্রতিস্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়ায় আনুমানিক ৭০০ মিটার নতুন এম এস পাইপ প্রতিস্থাপন করা হবে। বর্তমানে স্থাপিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে জেটি থেকে তৈল খালাস করে ট্যাংকে মজুদ রাখা হচ্ছে।

ঙ) কনডেনসেট মজুদ ও সরবরাহ:

বিপিসি'র মাধ্যমে ডিজেল সমৃদ্ধ কনডেনসেট আমদানী পূর্বক বেসরকারী ঘঙঘ ঈজট প্যান্টসমূহ'কে সরবরাহের উদ্যোগ বাস্তবায়নে এ কোম্পানির ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল মজুদে ব্যবহৃত ৩টি ট্যাংক কনডেনসেট মজুদ কাজে ব্যবহৃত হবে। এতে করে প্রায় ১৪,৫০০ টন কনডেনসেট মজুদের সংস্থান হবে। এ লক্ষ্যে কনডেনসেট মজুদ উপযোগী করে ট্যাংক সমূহ রূপান্তর, কনডেনসেট গ্রহণ ও সরবরাহের জন্য প্রায় ২২০০ মিটার নতুন পাইপ লাইন ও আনুষঙ্গিক ফিটিংস স্থাপন, ৮টি পয়েন্ট দিয়ে ট্যাংক লরীতে কনডেনসেট ডেলিভারীর জন্য ডেলিভারী শেড সম্প্রসারণ এবং কনডেনসেট মজুদ কাজে ব্যবহৃত ৩টি ট্যাংকে উাধঢ়ড়ৎধঃরড়হ খড়ংং কমানোর নিমিত্তে ৩টি ফ্লোটিং রুফ স্থাপন করা হবে।

চ) আধুনিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপন:

ডিজেল সমৃদ্ধ কনডেনসেট মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে মজুদ কাজে ব্যবহৃত ট্যাংক সমূহে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে স্ট্যান্ডার্ড কোড অনুসরণ পূর্বক আধুনিক মানের কার্যকর অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

১. পরিচিতি ও কার্যাবলী:

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অণুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগার সমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়লা, পিট, কাঁচবালি, সাদামাটি, কঠিন শিলা, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা ও পিট বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবংকঠিন শিলা, কাঁচবালি, নুড়িপাথর ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি জিএসবি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট ইউনিয়নে ভূপৃষ্ঠের স্বল্প গভীরতায় লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ চৌম্বক শিলা খনি আবিষ্কার করেছে।

জনবল কাঠামো:

ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেট) ২০২০-২০২১ (জুন ২০২১ পর্যন্ত):

সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	কূন্য পদ
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	৬৫১	৩৯৭	২৫৪

খ) কর্মরত পদের বিন্যাস:

যুগ্ম সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ যেমন ডিসি এসপি	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪য় শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	১১৫	০৭	১৮০	৯৫	৩৯৭

গ) কূন্য পদের বিন্যাস:

যুগ্ম সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ যেমন ডিসি এসপি	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪য় শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৫৯	২২	১২৮	৪৫	২৫৪

২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০৯৭ বর্গ কিমি ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন করেছে। প্রায় ৩২৭ বর্গকিমি অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় মানচিত্রায়ন এবং ৩০ লাইন কি.মি. সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন করেছে। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট ইউনিয়নে ভূপৃষ্ঠের ৪২৬-৫৪৮ মিটার গভীরে প্রায় ৫০ মিটার পুরুত্বের লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ চৌম্বক শিলার প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আনুমানিক ৫.০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের সম্ভাব্য মজুদ প্রায় ১,২৫০ মি. টন পাওয়া গেছে।

'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী' উদযাপন উপলক্ষ্যে জিএসবি ১০ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। মুজিববর্ষ ২০২০-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে জিএসবি'র সদর দপ্তর এবং বগুড়া ক্যাম্প অফিসের জন্য ব্যানার ও ফেস্টুন তৈরি করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন উক্তি, বিখ্যাত মনীষীদের উক্তি এবং জনসচেতনতামূলক স্লোগান এ সকল ফেস্টুনে তুলে ধরা হয়েছে। অধিদপ্তরে মুজিব কর্ণার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক বিষয়ে একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। জিএসবি'র ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া পেজে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জিএসবি কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশ বিদেশের স্বনামধন্য ভূতত্ত্ববিদগণের লেখনি সম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। জিএসবি'র বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন, জিএসবি'র বিভিন্ন অর্জন, আবিষ্কার ও কর্মকান্ডের উপর পোস্টার ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

সমন্বিত প্যালিনোলজি ও প্যালিওন্টোলজিক্যাল ডাটাবেজ এ্যাপ আকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ্যাপটি বর্তমানে গুগল পে স্টোরে "ইউ চধষধবড়হঃড়ষড়মু" নামে বিদ্যমান আছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগের অংশ হিসেবে 'জিএসবি বাড ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জিএসবি'র লাইব্রেরির প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য প্রদান সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা হয়েছে।সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-ফাইলিং এবং ই-সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর ই-নথি লাইভ সার্ভারে প্রবেশের পর হতে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে ই-নথি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথ ২৫ সনঢ়ং হতে ৫০ সনঢ়ং এ উন্নিত করে ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

আয়ের প্রতিবেদন: অংক সমূহ লক্ষ টাকায়

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা	জুন, ২০২১ মাসে সংগ্রহের পরিমাণ	জুন, ২০২১ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূ সংগ্রহ	শতকরা হার	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	১৫.৬০	০.০২	৮.০০	৫১.২৮%	

ব্যয়ের প্রতিবেদন:অংক সমূহ লক্ষ টাকায়

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ			জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়			বরাদ্দের শতকরা হারে ব্যয়		
	অনুউন্নয়ন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট	মোট বাজেট বরাদ্দ	অনুউন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুউন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	৩৫১৫.২১	প্রকল্প: GeoUP AC: ৪০০.০০	৩৯১৫.২১	৩২৮৫.১০	৫৫৭.৩০	৩৮৪২.৪০	৯৩.৪৫%	১৩৯.৩৩	৯৮.১৪

৪. বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোন প্রকল্প সমাপ্ত হয়নি।

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

বরিশাল, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় "জিও ইনফরমেশন ফর আরবান পানিং এন্ড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি)" শীর্ষক একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প চলমান আছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকল্পের জন্য এডিপি বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫৫৭.৩০ লক্ষ টাকা । জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৩৯.৩৩%। এবছরের খুলনা থেকে প্রাপ্ত মাটি নমুনার পরীক্ষা ও চঝ ষড়মমরহম এর ডাটা প্রসেসিং এবং ওঝউএ ডিজিটাল ডাটাবেজে নতুন ডাটা আপডেটকরণ চলমান আছে। বিজিআর জার্মানী কর্তৃক পরিচালিত ০৩টি অনলাইন কারিগরি প্রশিক্ষণ চলমান আছে। উক্ত (জিওইউপিএসি) প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি প্রকল্প এলাকায় এ পর্যন্ত মোট ৩৬৮ টি বোর হোল সম্পন্ন করা হয়েছে। সমগ্র প্রকল্প এলাকায় চঝ খড়মমরহম এবং গঅঝড জরিপের বহিরঙ্গন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩০৫ টি বোরহোলের প্রাপ্ত মাটির নমুনা পরীক্ষা গবেষণাগারে সম্পন্ন হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য ওঝউএ ডাটাবেজে আপডেট সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে খুলনায় বিভিন্ন স্টেকহেল্ডারদের সাথে ঝঃধশবষড়ষফবৎং গববঃরহম ড়হ "ঘববফং ড়ভ এবড়-ওহভড়ৎসধঃরড়হ রহ টৎনধহ চষধহহরহম ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা ৫০টি এবং মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৭৯৫ জন। মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক ২৭টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬৯০ জন কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৭. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

* ১:৫০,০০০ স্কেলে ২০,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন, ১:৫০,০০০ স্কেলে ২,৫০০ বর্গ কি.মি. এলাকার ভূপদার্থিক মানচিত্রায়ন, ২০০ বর্গ কি.মি. এলাকার রাসায়নিক মৌলের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়।

* খননের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ (কয়লা, চুনাপাথর, সাদামাটি, বিভিন্ন প্রকার আকরিক, কঠিন শিলা ইত্যাদি) অনুসন্ধানের পাশাপাশি ভূপৃষ্ঠস্থ খনিজ সম্পদ (কাঁচবালি, সাদামাটি, পিট, খনিজ বালি ইত্যাদি) অনুসন্ধান কাজ অব্যাহত রাখা।

* অধিদপ্তরে কর্মরত মানব সম্পদকে আরও দক্ষ, আধুনিক গবেষণাকাজে যুগোপযুগী করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

* ভূবিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজন করা।

* ঢাকার মিরপুরস্থ নিজস্ব জায়গায় 'এডভান্স জিওসাইন্টিফিক রিসার্চ সেন্টার' স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

* অধিদপ্তরের মানচিত্র ও ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনসমূহ হালনাগাদভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
কার্যক্রম

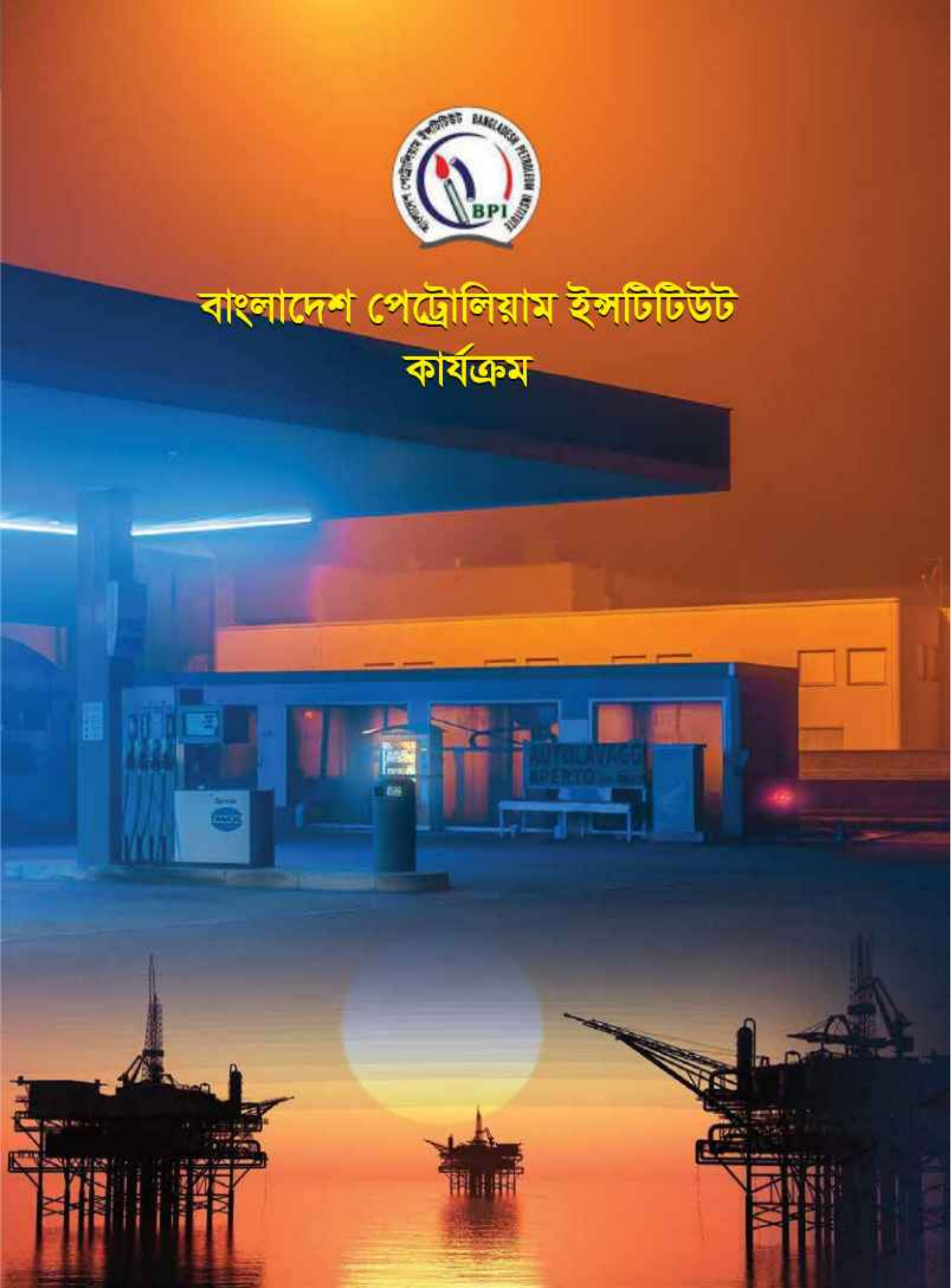

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

১. বিপিআই পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

১.১ পরিচিতি

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট' নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৬ সময় ব্যাপী দুই পর্যায়ে ইউএনডিপি, নোরাড ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন-২০০৪' দ্বারা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১.২ কার্যাবলী

তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও পেশাজীবীদের কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গৃষ্টি, উচ্চতর গবেষণা, পেট্রোলিয়াম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় উপাত্তের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা ডাটা ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর উদ্দেশ্য ছিল। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের মূল ভবনটি কিছুটা সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে অধিকতর মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

১.৩ জনবলকাঠামো

বিপিআই-এর বিদ্যামান জনবল চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো:

ক্র:নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১।	মহাপরিচালক	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
২।	পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
৩।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিএসও)	০২	০০	০২	০১ জন সংযুক্তিতে নিয়োজিত
৪।	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৩	০১	০২	
৫।	উপ-পরিচালক	০২	০০	০২	
৬।	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসও)	০৮	০৭	০১	
৭।	সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	০০	
	২য়- ৯ম গ্রেড মোট	২১	১৪	০৭	
৮।	হিসাব রক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার	০১	০১	--	
৯।	টেকনিশিয়ান (ল্যাব/কম্পিউটার)	০২	০২	--	
১০।	পিএ	০৩	০১	০২	
১১।	নকশাকার	০১	০১	--	
১২।	সহকারী (স্টোর/হিসাব/প্রশিক্ষণ/লাইব্রেরি)	০৪	০৩	০১	
১৩।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩	০২	০১	
১৪।	গাড়িচালক	০৪	০২	০২	
	১৩-১৬তম গ্রেড মোট	১৮	১২	০৬	
১৫।	ম্যাপ কপিয়ার/এমোনিয়া প্রিন্টার/পিপিসি অপারেটর	০২	০২	--	
১৬।	ল্যাব এটেনডেন্ট	০১	০১	--	

১৭।	অফিস সহায়ক (উচ্চ স্কেল)	০১	০১	--	
১৮।	অফিস সহায়ক	০৬	০৬	--	
১৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩	০৩	--	
২০।	ঝাড়ুদার	০১	০১	--	
২১।	মালী	০১	০১	--	
	১৭-২০তম গ্রেড মোট	১৫	১৫	--	
	সর্বমোট: (১ম+৩য়+৪র্থ)	**৫৪**	**৪১**	**১৩**	

২. সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

২.১ প্রশিক্ষণ

২০২০-২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডারে করোনা অতিমারীর কারণে ১৬ (ষোল) টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৩ (তিন) টি কর্মশালা আয়োজনের সংস্থান রাখা হয়। করোনা অতিমারীর সকল প্রতিকূলতা পরাভূত করে ২০২০-২১ অর্থবছরের অনুমোদিত কোর্স ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে ১৬ (ষোল)টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৩ (তিন) টি কর্মশালা সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ১৬ (ষোল) টি প্রশিক্ষণে ৬১৬ (ছয়শত ষোল) জন ও ৩টি কর্মশালায় ৯৩ (তিরানব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অন্যদিকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৮ (আট) টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে মোট ১২২ (একশত বাইশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৪ (চার)টি অনুরোধকৃত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে মোট ৯৬ (ছিয়ানব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত সময়ে সর্বমোট (৬১৬+৯৩+১২২+৯৬) = ৯২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের হার ১০০+%।

বিপিআই এর ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় বাংলাদেশের স্বনামধন্য ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে জনাব ম. হুমায়ুন কবীর, সাবেক রাষ্ট্রদূত/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অধ্যাপক বিশ্বজিত ঘোষ, উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জনাব শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পরিসংখ্যান বিভাগ, জনাব মোঃ মোস্তাগাওসুল হক, প্রিন্সিপাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, সিপিটিইউ, আইএমইডি, জনাব শীষ হায়দান চৌধুরী, পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ, আইএমইডি প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

২.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (The Annual Performance Agreement)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর সঙ্গে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর বার্ষিক ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বিপিআই এর কার্যসম্পাদনের মান অত্যন্ত ভাল।

২.৩ ইনোভেশন

২০২০-২১ অর্থবছরে বিপিআই-এ ইনোভেশন সংক্রান্ত ২ দিনের ১টি ও ১ দিনের ১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক ২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে বিপিআই-এর ৮ জন কর্মকর্তাসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ১২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আয়োজনে সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি ইনোভেশন শীর্ষক ২ দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপিআই এর ২ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও বিপিআই এর ইনোভেশন সংক্রান্ত ১ টি ১ দিনের অভ্যন্তরীণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে বিপিআই এর ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। বিপিআই এর ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় 'কোভিড-১৯

অতিমারীকালীন বিপিআই-এর ডাইনিং রুমে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাবার পরিবেশন'-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হয়।

চিত্র- : কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন ইনোভেশন কার্যক্রমের শোকেসিং এর অংশ হিসেবে বিপিআই-এর ডাইনিং রুমে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাবার পরিবেশন।

চিত্র- : কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন ইনোভেশন কার্যক্রমের শোকেসিং এর অংশ হিসেবে বিপিআই-এর ডাইনিং রুমে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাবার পরিবেশন।

২.৪ শুদ্ধাচার

বিপিআই, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়ন কাঠামো প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের জনাব মোঃ সাহিদুজ্জামান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ১৩ গ্রেডভুক্ত কর্মচারী জনাব মো: মেহেদি হাসান, পিএ, মহাপরিচালকের দপ্তর-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২.৫ ই-নথি

প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিপিআই ই-নথির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। ধ২র (Access to Information) কর্তৃক দপ্তর/সংস্থা (ছোট ক্যাটাগরি)-এর কার্যক্রম ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মধ্যে বিপিআই-এর অবস্থান ছিল সন্তোষজনক।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডঃ

বিপিআই এর আর্থিক হিসাব ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি হিসাব শাখা রয়েছে। যাবতীয় আয়-ব্যয়, লেনদেনসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ শাখা পালন করে থাকে।

বিপিআই একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হলেও সরকারি হিসাব পদ্ধতিই এখানে চালু রয়েছে। বিপিআই এর নিম্নলিখিত উৎস হতে তহবিল প্রাপ্ত হয় :

(ক) সরকারি অনুদান
(খ) পেট্রোবাংলার অনুদান
(গ) বিপিসির অনুদান
(ঘ) নিজস্ব আয়

২০২০-২১ অর্থবছরের আয়

ক্রমিক নং	উৎস	পরিমাণ
১।	সরকারি অনুদান	২,৩৫,৩২,০০০.০০
২।	পেট্রোবাংলা	৮০,০০,০০০.০০
৩।	বিপিসি	১৫,০০,০০০.০০
৪।	প্রশিক্ষণ ফি ও অন্যান্য	৬১,৮৬,৪৬৭.৯৫
৫।	নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগ থেকে অর্জিত সুদ	৮২,৫১,৫০৭.০০
	মোট	**৪,৭৪,৬৯,৯৭৪.৯৫**

বিপিআই পরিচালনার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬,৭২,৮০,০০০ (ছয় কোটি বাহাত্তর লক্ষ আশি হাজার) টাকার বাজেট (মূল বাজেটে) গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ছিলো। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৪,৫২,৩৪,০২৬/৮৯ (চার কোটি বায়ান্ন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছাব্বিশ টাকা উননব্বই পয়সা) টাকা অনুমোদিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে সর্বমোট ব্যয় হয় ৪,২৮,৯৩,৯১৬/৫৮ (চার কোটি আটাশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত ষোল টাকা আটান্ন পয়সা) টাকা।

উল্লেখ্য, বিপিআই এর ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের সাধারণ মঞ্জুরী অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত ২,৩৫,৩২,০০০ (দুই কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা হতে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ মাস পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয় ২,১১,৯১,৮৮৯/৬৯ (দুই কোটি এগার লক্ষে একানব্বই হাজার আটশত উননব্বই টাকা উনসত্তর পয়সা) টাকা এবং অবশিষ্ট অব্যয়িত ২৩,৪০,১১০/৩১ (তেইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার একশত দশ টাকা একত্রিশ পয়সা) টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পন / ফেরত প্রদান করা হয়।

৪. মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

২০২০-২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডারে করোনা অতিমারীর কারণে ১৬ (ষোল) টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৩ (তিন) টি কর্মশালা আয়োজনের সংস্থান রাখা হয়। করোনা অতিমারীর সকল প্রতিকূলতা পরাভূত করে ২০২০-২১ অর্থবছরের অনুমোদিত কোর্স ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে ১৬ (ষোল)টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৩ (তিন) টি কর্মশালা সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ১৬ (ষোল) টি প্রশিক্ষণে ৬১৬ (ছয়শত ষোল) জন ও ৩টি কর্মশালায় ৯৩ (তিরানব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অন্যদিকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৮ (আট) টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে মোট ১২২ (একশত বাইশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৪ (চার)টি অনুরোধকৃত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে মোট ৯৬ (ছিয়ানব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত সময়ে সর্বমোট (৬১৬+৯৩+১২২+৯৬) = ৯২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের হার ১০০+%।

৫. পরিবেশ সংরক্ষণঃ

বিপিআই এর পারিপার্শিক এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিপিআই ভবনের আঙ্গিনায় নানা জাতীয় ফুল ও ফলজ এবং ঔষধি বৃক্ষ সমৃদ্ধ একটি বাগান রয়েছে। বিপিআই এর মূল ভবনের ছাদে একটি সুদৃশ্য ফুল ও ফলের বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ছাদ বাগানের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্র : বিপিআই প্রাঙ্গণে সুদৃশ্য বাগান।

চিত্র- : বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির একাংশ।

৮. বিপিআই এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বিপিআইকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান জনবল কাঠামোর উৎকর্ষ সাধন ও যুগপোযোগী যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতকরণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি ত্বরান্বিতকরণ হবে। বিপিআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ:

- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন ভবন নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার (Training Related Equipments Software) ও আসবাবপত্র সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ এবং বর্তমান জনবল কাঠামোকে পুনর্গঠন করা।
- বিপিআইকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে এর জনবল কাঠামো সংস্কার ও অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনের জন্য বিপিআই এবং Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর মধ্যে চুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ ।
- প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ এবং বিপিআই কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১৬ অনুযায়ী বিপিআই-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর কমকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য 'বিপিআই (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা ২০২১'এর খসড়া চূড়ান্ত করে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা।
- বিপিআই-কোসেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের বিখ্যাত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনা।
- দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ।

৯. উপসংহার

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিপিআই অপ্রতুল জনবল, ভৌত সুবিধাদি, প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ও আসবাবপত্রের যে সংকট রয়েছে তা সুরাহা করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল উদ্যোগের ফলে আশা করা যায়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। জ্বালানি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে এ ইন্সটিটিউট তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কার্যক্রম

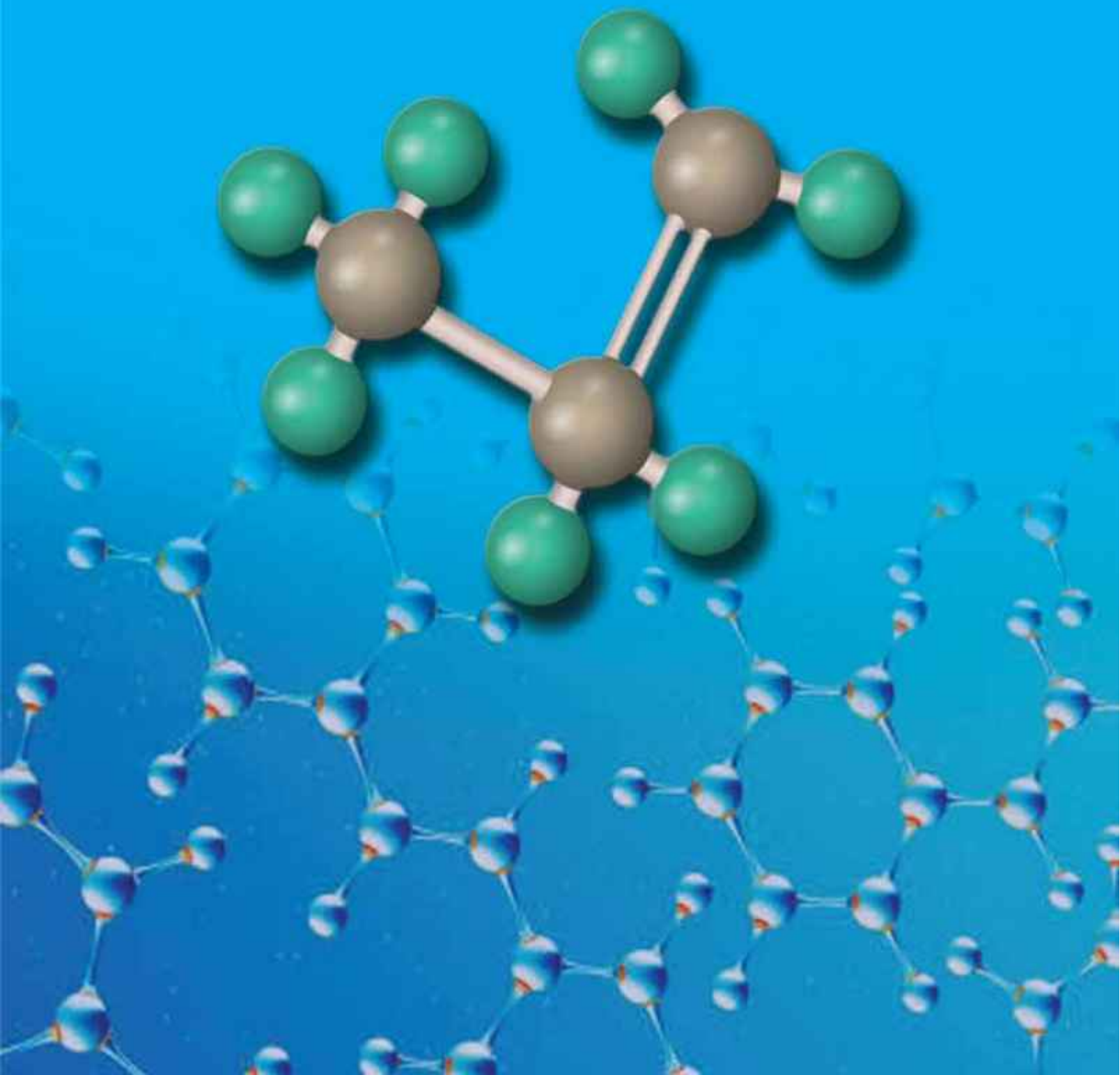

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

১। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত ২টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের Technical অৎস/কারিগরী ইউনিট হিসেবে গৃজনের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরী সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। প্রথম প্রর্যায়ের কর্মকান্ড সফল সমাপ্তির পর নরওয়ে সরকারের আগ্রহ এবং আর্থিক অনুদানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের এ আর্থিক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সরকার বিগত মে ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। এ ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটে জনবল নিয়োগের বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয় এবং গত ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তারপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDGÕs Action Plan, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশিস্লষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেছে।

সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলীঃ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

- Gas and Coal Reserve and Production শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- Gas Production, Distribution and Consumption শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- তেল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানি সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারী খাতের সহিত যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;

- মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সাংগঠনিক কাঠামো

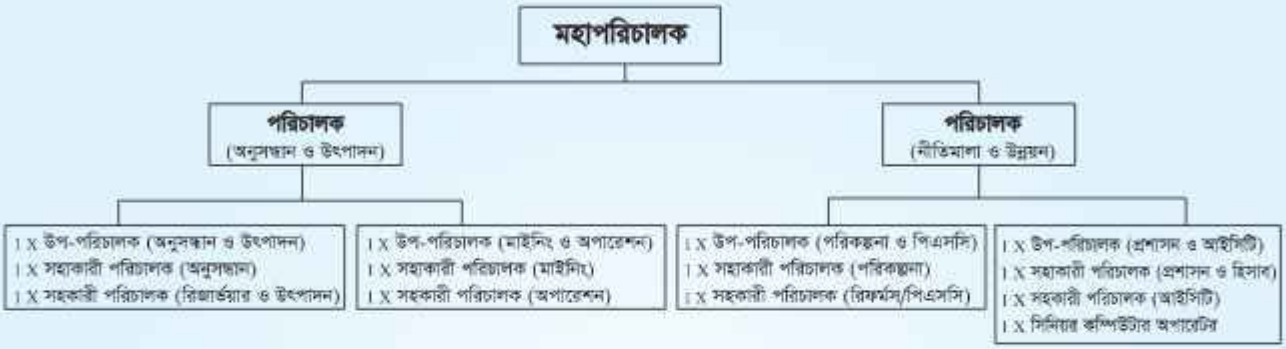

জনবল কাঠামোঃ

সংস্থা	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
হাইড্রো কার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	০৯ জন	৩৫ জন	০৮ জন	০১ জন	০৩ জন	০৯ জন	২১ জন

২। ২০২০- ২১ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছর হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জন্য সাফল্যমন্ডিত বছর। এই অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সকল লক্ষ্য সফলভাবে অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত প্রতিবেদনসমূহ

- গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২০- জুন ২০২১)
- গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০২০)
- Energy Scenario of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন (২০১৯-২০২০)
- বাংলাদেশে শিল্পখাতে ইকুইপমেন্ট ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও ব্যবহার নিরূপণ ও বিশ্লেষণ ।

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়ামঃ

- Hydrogen: The Future Fuel
- SCADA System in Gas Sector
- Fourth Industrial Revolution in Oil and Gas Sector
- Gas Leakage Detection & Digital Mapping
- Role of Private Entities in the Energy Sector of Bangladesh
- Prospects of Biofuels in Bangladesh
- Improvement of Energy Efficiency & Conservation in the Energy Sector of Bangladesh

- Digital Transformation Strategy in Energy & Power Sector
- SDG 7: Progress so far
- জ্বালানি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজি এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে

- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র সম্পর্কিত ফ্লায়ার প্রকাশ
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ
- পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) প্রকাশ
- বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন প্রকাশ
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ড্যাশবোর্ড তৈরি।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে "Energy Scenario
- of Bangladesh: Prospects, Challenges & Way Forward" শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজনে সহযোগীতা প্রদান ও ফ্লায়ার প্রকাশ।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ভার্চুয়ালি স্বাক্ষর এবং যথাযথভাবে কর্মসম্পাদন।
- শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ যথাযথ বাস্তবায়ন।
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাপ্তরিক, আর্থিক ও কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন।

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

- উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহন
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ড্যাশবোর্ড তৈরি।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলনের ই-বুক তৈরি।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীসমূহের টেলিফোন নির্দেশিকার মোবাইল অ্যাপস তৈরি।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলনের মোবাইল অ্যাপস তৈরি।
- উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন।

COVID-19 মোকাবেলায় কার্যক্রম গ্রহণ

- সরকারি বিধি-নিষেধ প্রতিপালন
- No Mask, No Entry কঠোরভাবে বাস্তবায়ন
- কুইক রেসপন্স টিম গঠন
- কর্মকর্তা/কর্মচারিদের একদিনের বেতন রাস্ট্রীয় কোষাগারে জমাদান
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে অন্তর্বর্তীকালীন ড্যাশবোর্ডে এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের চলমান কার্যক্রম

- "এনার্জি রিসোর্স ম্যাপিং অব বাংলাদেশ ও এনার্জি ইকোনোমিক্স" সংক্রান্ত স্টাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- "জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন" এর মোবাইল অ্যাপস তৈরি।
- "জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য টেলিফোন নির্দেশিকা" এর মোবাইল অ্যাপস তৈরি। ডিজিটাল লাইব্রেরী তৈরির লক্ষ্যে ওয়েবসাইট তৈরি।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন এর ই-বুক

Energy and Mineral Resources Division

অনলাইন
"Prospects of Bio
ngladesh"

Chairman,BPC
Md Jahangir Alam

Chief Inspector...
MD. KGDCL

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন

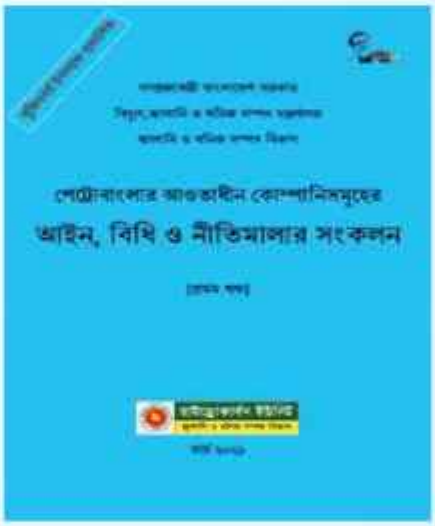
পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের
আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের
আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন

বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের
আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন

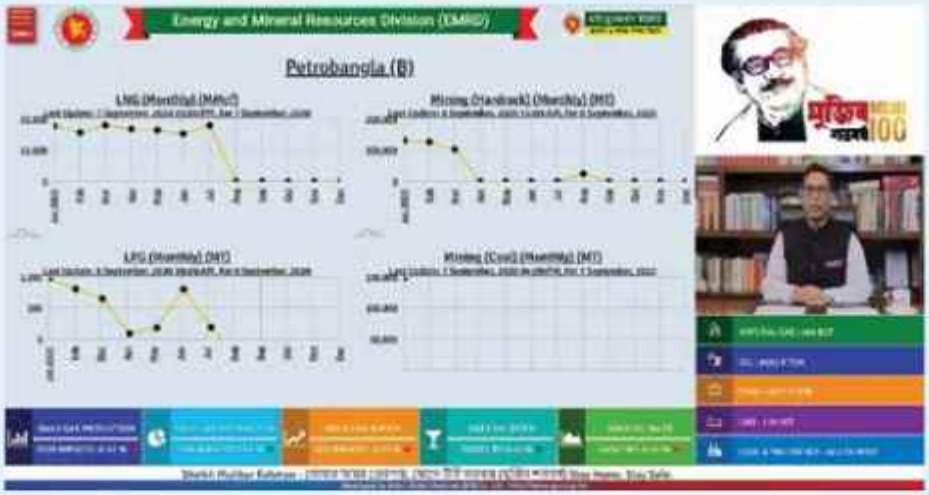
Energy and Mineral Resources Division (EMRD)
Petrobangla (B)

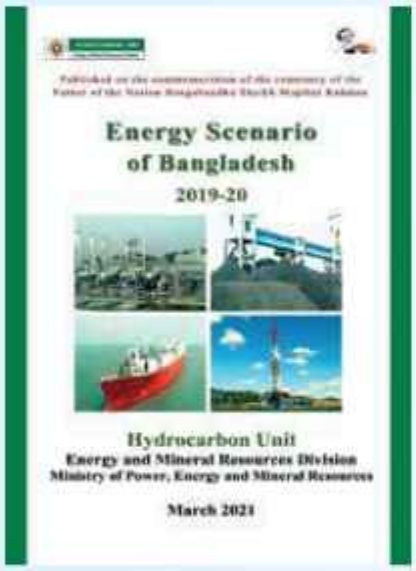
Energy Scenario
of Bangladesh
2019-20
Hydrocarbon Unit
Energy and Mineral Resources Division
Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
March 2021

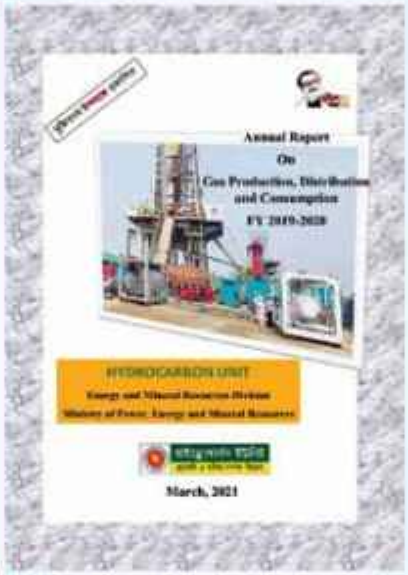
Annual Report
On
Gas Production, Distribution
and Consumption
FY 2019-2020
HYDROCARBON UNIT
March, 2021

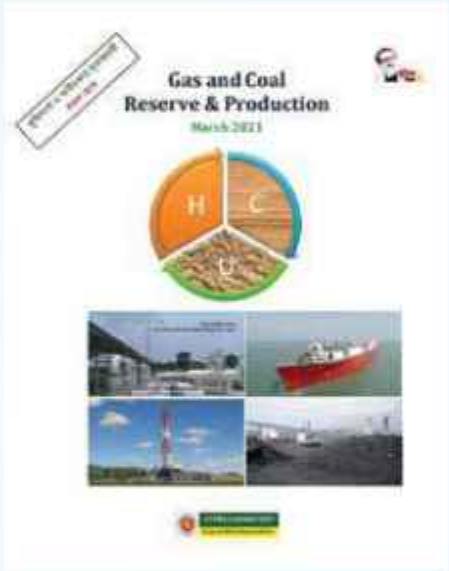
Gas and Coal
Reserve & Production
March 2021

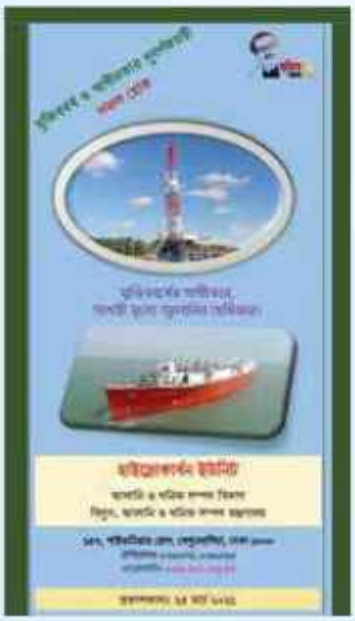

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (জিওবি)	সংশোধিত মোট বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যয় (জিওবি)	উদ্বৃত্ত (জিওবি)
২০২০-২১	২৭৮.০০	২১৮.৭০	১৯৬৩.৪১	২২.২৯

৪) বাস্তবায়িত উলেখযোগ্য প্রকল্প (২০০২-২০০৮)

ক্রমিক নং	প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য	আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়)			জনকল্যাণে ভূমিকা	আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান	মন্তব্য
			প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি				
				ব্যয়	%			
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:								
১।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-১) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের আইনগত ও বিধিগত ভিত্তি তৈরি করা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি নির্ধারণ।	১৩১৩.৫৯	১২৩২.০০	৯৪% (বাস্তব ১০০%)	হাইডোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা সৃজিত হয়েছে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখছে।	
২।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসই করণের মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ ও সহায়তাকরণ।	৩৬৯৭.৮০	৩৫৭১.৫০	৯৭% (বাস্তব ১০০%)	(বাস্তব ১০০% তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের প্রস্তুতকৃত কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের জ্বালানি সেক্টরের পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।	কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।	

৫.বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resource Management শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের এঃঅচচ প্রনয়ণ করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে । প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে পরিকল্পনা কমিশন কতৃক মধ্যম অগ্রাধিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বিধায় কোভিড পরিস্থিতে বর্তমানে মধ্যম অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পে জিওবি অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সীমিত । এ প্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিওবি অর্থের পরিবর্তে বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান করতে বলেছে। বর্তমানে প্রকল্পটি অর্থ বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াধীন ।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি এবং চতুর্থ শ্রেণির (আউট সোর্সসিং এর মাধ্যমে) ০৯টি পদ গৃজন করা হয়েছে । রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি পদের মধ্যে ২ টি পদে প্রেষনে এবং ১০টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৪টি পদের মধ্যে ৭ টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন মামলা দাখিল করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ৭ টি পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ, দেশীয় প্রশিক্ষণঃ

- দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময় = ৬৮৪ ঘন্টা
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মোট সময় =৬৩৩ ঘন্টা
  - ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময় = ১৩১৭ ঘন্টা।
  - ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জনবলের প্রশিক্ষণের সময় (১৩১৭/১২)=১০৯.৭৫ জনঘন্টা।

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য জ্বালানি নিশ্চয়তা বিধানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা/স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত থাকবে ।

৮. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক "Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resources Management" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রুপকল্প ২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ অর্জনের জন্য একটি দক্ষ জনশক্তি গৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরী সহায়ক শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠা করা;
- নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন করা;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;
- কর্মকর্তাদের জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণের ব্যবস্থা করা;
- জ্বালানি ও খনিজ সেক্টরে যুগোপোযুগি বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্টাডি ও গবেষণাধর্মী কর্মসম্পাদন;

৯. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুত পূর্বক প্রেরণ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)
এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

১. পরিচিতি:

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ মূলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, বিরোধীয় বিষয়ে সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ। স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করে আসছে।

১.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ২০০৩ এর ধারা ২২ মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) ভোক্তাকে সঠিক মান এবং পরিমাণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঙ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(চ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(ছ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(জ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঝ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঞ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ট) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করা;

(ঠ) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

(ড) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

১.২ কমিশনের জনবল কাঠামো:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুমোদিত বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮১টি পদ রয়েছে। চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। বর্তমানে কমিশনে ১ জন সচিব, ৪ জন পরিচালক (২ জন সংযুক্তিতে), ৮ জন উপপরিচালক (১ জন সংযুক্তিতে), ১ জন চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, ১২ জন সহকারী পরিচালক (১ জন সংযুক্তিতে), ১৭ জন অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/ব্যক্তিগত সহকারী/হিসাব সহকারী, ১৪ জন গাড়িচালক (৫ জন চুক্তিভিত্তিক, ১জন দৈনিক মজুরীভিত্তিক), ১৯ জন অফিস সহায়ক (৩ জন দৈনিক মজুরীভিত্তিক), ২ জন গার্ড এবং ২ জন ক্লিনার (দৈনিক মজুরীভিত্তিক) কর্মরত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের কার্যপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় কমিশনকে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগিকরার লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৭৬টি পদ সৃষ্টি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

২.২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

২.১ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ধারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আইন অনুযায়ী কমিশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স/সার্টিফিকেট প্রদানসহ লাইসেন্সিদের সেবার মান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ৪৭টি, সংশোধিত ২১টি ও নবায়ন ৫৬০টিসহ মোট ৬২৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২.২ গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও মজুদকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। আইন অনুযায়ী গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কমিশন হতে বিভিন্ন শ্রেণি ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশন হতে গ্যাস বিপণন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ২২৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২.৩ পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য কমিশন হতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ/প্রক্রিয়াকরণ প্যান্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশনের পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশন হতে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ৬৬টি, সংশোধিত ৫৬টি ও নবায়ন ১৮৯টিসহ মোট ৩১১টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২.৪ বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কমিশনের নিকট নিষ্পত্তির জন্য যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশিরভাগই অবৈধ সংযোগ, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, মিটার টেম্পারিং, ন্যূনতম বিল আরোপ, বিল বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ইভিসি মিটারে বিল না করা, Excess Fuel Ges Liquidity Damage আরোপ ইত্যাদি সংক্রান্ত। ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৩৮টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জমা হয়। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ২২ টিবিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ৬ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ১২ টি এবং গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ৪ টি। ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনেপ্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩২ ও ১৮৩ টি। তন্মধ্যে প্রতিবেদনাধীন সময়ে প্রাপ্ত আবেদনও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮ ও ২২ টি।

২.৫ মূল্যহার নির্ধারণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, বিদ্যুতের সঞ্চালন (হুইলিং চার্জ) এবং ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়াও কমিশন গ্যাস সঞ্চালন মূল্যহার (চার্জ), গ্যাস বিতরণ মূল্যহার (চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। ভোক্তা, লাইসেন্সী ও স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে কমিশন মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, সর্বোপরি এ সেক্টরের আর্থিক শৃংঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন বিদ্যুৎ/গ্যাসে/পেট্রোলিয়ামের ট্যারিফ সমন্বয় করে।

কমিশন কর্তৃক২০২০-২১ অর্থবছরে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন, ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকায় গণশুনানি আয়োজন করা হয়েছে। ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে কমিশন কর্তৃক ভার্চুয়ালী ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ ঘোষণা করা হয়েছে। ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে কমিশন কর্তৃক এপ্রিল ২০২১ মাসের সৌদি সিপির ভিত্তিতে মে, ২০২১ মাসের জন্য ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি'র মূল্যহার সমন্বয় আদেশ ঘোষণা করা হয়েছে। ৩১ মে ২০২১ তারিখ কমিশন কর্তৃক মে, ২০২১ মাসের সৌদি সিপি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে জুন, ২০২১ মাসের জন্য এবং জুন, ২০২১ তারিখ কমিশন কর্তৃক জুন, ২০২১ মাসের সৌদি সিপির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জুলাই, ২০২১ মাসের জন্য ভোক্তা পর্যায়ে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র মূল্যহার সমন্বয় সংক্রান্ত কমিশনের আদেশ ঘোষণা করা হয়েছে।

২.৬ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা হয়-যা ০১ আগষ্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। এই তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হ"ছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিলে মুনাফাসহ মোট ১৬,৭৭৫.৮৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বাপেক্স গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইত:মধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৫টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যার মধ্যে ৩০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

২.৭ বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন:

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত তহবিলে জমার হার বাল্ক পর্যায়ে প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করে। উক্ত তহবিলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মুনাফাসহ ১,৩৭২.৭৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ ফান্ডে মুনাফাসহ সর্বমোট ১১,৬২৪.২৬ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

২.৮ জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন:

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ এই তহবিলে সংগৃহীত অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা/সুদ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিলে মুনাফাসহ মোট ১২,৯১৭.৪৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করা হ"ছে। এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে জবাড়ষারহম ফান্ড হিসেবে এ তহবিল হতে ৯,২২৭.৪৪ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। জ্বালানি সরবরাহের নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৯ গ্রীড কোড প্রণয়ন:

গ্রীড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হ'ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, ব্ল্যাকআউটের সময় সিস্টেম রিকভারি,ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যেকোন ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রীডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড' রেগুলেশনস আকারে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রাক-প্রকাশনা করা হয়। বর্তমানে তা প্রকাশনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

২.১০ অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন:

সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সীসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০১ জারি করেছে এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণের গাইডলাইন্স; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রভিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিষ্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালিসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শীট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফট্ওয়্যার সেবা ক্রয়ের নিমিত্ত ২৩ মে ২০২১ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ন্যায় কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২.১১ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম:

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে ই-লাইসেন্সিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। কমিশনের সেবা গ্রহীতাগণ সকল প্রকার লাইসেন্স অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে সহজে পাচ্ছেন। এর ফলে সেবা গ্রহীতাগণ কমিশন কার্যালয়ে না এসে ঝামেলা ও হয়রানিমুক্ত সেবা গ্রহণ করছেন।কমিশনের অধিকাংশ নথি বর্তমানে ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। ই-নথি কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২.১২ কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে এনার্জি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রীন বিল্ডিং (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার পট নং-এফ৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেকটস (আইএবি) এর সহযোগিতায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

৩.আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭-২১ এর বিধান এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুরেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ অনুযায়ী

কমিশনের আর্থিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের আয়ের প্রধান উৎস লাইসেন্স ফি, আবেদন ফি, ফরম ও শিডিউল বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, সিস্টেম অপারেশন ফি, আরবিট্রেশন ফি, ব্যাংক সুদ ইত্যাদি। ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের অনিরীক্ষিত সর্বমোট আয়ের পরিমাণ ৩৬.৮৬ (ছত্রিশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ) টাকা এবং অনিরীক্ষিত ব্যয়ের পরিমাণ ২৫.০২ (পঁচিশ কোটি দুই লক্ষ) টাকা। ব্যয়িত টাকার মধ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন 'কর্মচারী' অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প প্রবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত তহবিলে স্থানান্তরকৃত ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে।

৪. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প: (গবেষণা কার্যক্রম)

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এই খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(ক) Studz of Lubricating Petroleum Operation in Bangladesh with Special Emphasis on Different Grades and Their Relative Contribution to Energy Efficiency and Impact on Machine and Environment

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবহারের ধরণ এবং উৎপাদনশীলতা ও পরিবেশের ওপর তার প্রভাব বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়। গবেষণাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্প্রতি কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে।

(খ) Petroleum Product (including LPG) Safety from the Perspective of Licensing

বাংলাদেশে এলপিজিসহ অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের লাইসেন্সিং কার্যক্রমে এ সকল পদার্থের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ গবেষণা কার্যটি পরিচালনা করে। গবেষণাটির একটি খসড়া প্রতিবেদন সম্প্রতি কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে।

(গ) Economic Impacts of Energy Price on Industrialization in Bangladesh

বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে জ্বালানি মূল্যের প্রভাব বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণা কার্যটি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য ইতোমধ্যে Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়েছে এবং আগ্রহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে উত্তও পাওয়া গিয়েছে।

(ঘ) A comparative Studz on Grid versus Captive Power for Export Oriented Industry in Bangladesh-Past-Present and Future

গ্রিড বিদ্যুতের সাথে ক্যাপটিভ বিদ্যুতের নির্ভরযোগ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং গ্রিড ভিত্তিক রপ্তানিমুখী শিল্পের সাথে ক্যাপটিভ ভিত্তিক রপ্তানিমুখী শিল্পের ব্যয় বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাকার্যটি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য ইতোমধ্যে Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়েছে এবং আগ্রহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে EOI পাওয়া গিয়েছে।

৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন:

কমিশনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগি ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়নি।

৬. পরিবেশ সংরক্ষণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এরধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী কমিশন এনার্জি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এসব লাইসেন্স ইস্যু করার পূর্বেবাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC) গ্রহণ করা হয়। কমিশন চূড়ান্ত লাইসেন্স অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ও জেনারেটরের অবস্থানগত বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে।

৭। মুজিব কর্ণার স্থাপন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে "মুজিব কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে স্থাপিত "মুজিব কর্ণার" ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। মুজিব কর্ণারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা আত্মজীবনীমূলক বই, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ও বর্ণাঢ্য জীবনীর উপর লেখা পুস্তকসহ মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই/ডকুমেন্টসমূহ সংরক্ষণ করা হ"ছে। এছাড়াও বিদেশী কোম্পানি 'শেল' থেকে গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের ঐতিহাসিক দলিলের কপি কমিশনের মুজিব কর্ণারের সংগ্রহে রাখা হয়েছে।

৮. কমিশনেরভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে:

১) সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কোডসএবং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

২) লাইসেন্সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

৩) জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করা;

৪) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা;

৫) এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার করা;

৬) কমিশনের সালিশ মীমাংসা কার্যক্রম গতিশীল ও অব্যাহত রাখা;

৭) আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ও এলপিজি'র ট্যারিফ নির্ধারণ অব্যাহত রাখা;

৮) Performance Management System চালুকরা;

৯) এনার্জি অডিটের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা;

১০) জ্বালানি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির (Prepaid meter, EVC meter ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১১) আগারগাঁওস্থ শেরে-ই-বাংলানগরে কমিশনের নিজস্ব অফিসভবন নির্মাণ করা;

১২) কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তন করা;

১৩) কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা;

১৪) কমিশনের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং এনার্জি খাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঞড়ড়ষং এবং Equipments এর Standardization নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

১৫) রেগুলেটরী কাজে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করা;

১৬) কমিশনের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা;

১৭) ই-লাইসেন্সীং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;

১৮) কমিশনের কার্যক্রমে সৃজনশীলতার প্রয়োগ বৃদ্ধি করা;

১৯) কমিশনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. অন্যান্য কার্যক্রম:

কমিশন করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে ও কমিশনের কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত কমিশনে ৫০টি কমিশন সভা, ২৫টি বিশেষ কমিশন সভা, ১০ টি সমন্বয় সভা,১টি উন্মুক্ত সভা এবং ১টি গণ শুনানি সম্পন্ন করেছে। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ঝঅঋওজ এর চেয়ারম্যান হিসেবে ২৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর ১৯তম Executive Committee Meeting এবং ২৬তম Steering Committee MeetingG Webinar এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। ১০ মার্চ ২০২১ তারিখ ২০তম এবং ১৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখ ২১তম Executive Committee Meeting এবং ২৭তম Steering Committee MeetingG Webinar এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। National Association of Regulatory Utillity Commissioners (NARUC) এর সাথে অর্থবছর ২০২১ (অক্টো: ২০২০-সেপ্টে: ২০২১) এর জন্য প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনা ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা জনিত কারণে সশরীরে বিদেশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা না হলেও ৩টি পৃথক ডবনরহধৎ এর মাধ্যমে মোট ১০ (দশ) দিনে ৯৩ জন কর্মকর্তা ৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর কার্যক্রম

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

১.০ পরিচিতি:

১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন এ ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

১.১ প্রধান কার্যাবলি:

(ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(খ) লাইসেন্স/ইজারা আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর।

(ঘ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত।

(চ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরামর্শ প্রদান।

(জ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

১.২ জনবল কাঠামো:

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৩৮ জন। তন্মধ্যে ২৩ জন কর্মরত রয়েছে। শূন্য পদগুলো নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

(১) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০.৪০ (পঞ্চাশ কোটি চল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকা। বিশ্ব মহামারী কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাসজনিত রোগ)-এর বিস্তার সত্ত্বেও বিএমডি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটিসহ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং সিলিকাবালু কোয়ারির ইজারাবাবদ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৭৬.৯৩ (ছিয়াত্তর কোটি তিরানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে;

(২) বিশ্ব মহামারী কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাসজনিত রোগ)-এর বিস্তারের কারণে বিএমডির ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের অর্জন বাধাগ্রস্ত হলেও অর্থবছর শেষে বিএমডির ২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জন তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক;

(৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২০২১ এ অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রার ৯৫% এর অধিক অর্জন করা সম্ভব হয়েছে;

(৪) মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; এবং

(৫) বিএমডির জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পূরণের নিমিত্ত ৩য় শ্রেণির ০৫ (পাঁচ) জন কর্মচারীর নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট পদগুলো পূরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৩.০ আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)-এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে রাজস্ব (রয়্যালটি, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডির রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডির মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ৩৪৫.৯৮ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডির মোট ব্যয় ছিল মাত্র ৮.৪৬ কোটি টাকা। বিএমডির জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ :

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	রাজস্ব আদায়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৬-১৭	৩৫.৪১	০.৭১
২০১৭-১৮	৯৮.৮৭	১.৭৫
২০১৮-১৯	৪৬.০৩	১.৮০
২০১৯-২০	৭১.৭১	২.১০
২০২০-২১	৭৬.৯৩	২.১০
মোট	৩২৮.৯৪	৮.৪৬

৪.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে বাৎসরিক ৬০ জনঘন্টা ব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আওতায় (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১) মোট ২২টি প্রশক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবা পৌঁছানোর নিমিত্ত বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত প্রচলিত সেবাসূহকে ২০২২ সালের মধ্যে ই-সেবায় রূপান্তর।

(খ) শাখা অফিস স্থাপন : খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন/আহরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে নিজস্ব শাখা অফিস স্থাপন;

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন : জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপ লাইন, সিলিন্ডার, এবং গ্যাসাধার সংক্রান্ত গৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গৃঙ্গিত বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দপ্তর।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ইহার আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ দেশের বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশালে আছে। বিস্ফোরক পরিদর্শক প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান।

উদ্দেশ্য:

বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই বিস্ফোরক পরিদপ্তরের উদ্দেশ্য।

কার্যাবলী :

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহের প্রয়োগের দায়িত্ব এ দপ্তরের উপর অর্পন করা হয়েছে :

(১)	বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪	
(২)	বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	
(৩)	গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১	১ এর আওতায় প্রণীত
(৪)	গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫	
(৫)	এলপি গ্যাস বিধিমালা, ২০০৪	
(৬)	সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫	
(৭)	এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮	
(৮)	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	
(৯)	পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮	
(১০)	কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	৮ এর আওতায় প্রণীত
(১১)	প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১	

অধিকন্তু, এ দপ্তর ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান এবং ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান করে।

কাজের বর্ণনা:

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পান অনুমোদন, বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগীতা যাচাই করণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করিয়া সনদ প্রদান।

(৭) এ দপ্তর প্রশাসিত বিধিমালার আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোন বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)

(২) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদানও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের অংশ।

অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতি:

বিস্ফোরক: প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, কূপ খনন ওয়ার্কওভার কাজ, সিসমিক সার্ভে কার্যের জন্য ব্যবহার্য 'বিস্ফোরক' নিরাপদে আমদানি, মজুদ ও পরিবহন কার্যে দেশীয় কোম্পাণী ও আন্তর্জাতিক কোম্পাণীসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূর্বের মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স নবায়নসহ বিস্ফোরক আমদানির জন্য ৬টি ও পরিবহনের জন্য ৯টি লাইসেন্স/পারমিট অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

১০০ পিস শ্যাপড চার্জড, ৫৩,২৪০ পিস ডেটোনেটর; ৩২২.২০ কি.মি. ডেটোনেটিং কর্ড; ৬০ পিস বুস্টার; ৮ পিন টিউবিং কাটার; ১২ পিস সেটিং টুলস্ এক্সপোসিভস, ২৬০ মেট্রিক টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট; ২২৫.৫০ ৩৫০ মেট্রিক টন ইমালশন এক্সপোসিভ; ৩,২০৫ জেজি এক্সপোসিভস, ১,৩৯৯ কেজি চার্জ পাওয়ারজেট ৪৫০৫ এইচএমএক্স আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্স: বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহন ও মজুদের জন্য ১৪৯৯টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্র্যাপিং এর পূর্বে ৮,৫৪৩ পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

এলপিজি: প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের অধীন ৬,১৩,৩২৩টি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির অনুমতি এবং এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের জন্য ৪৮৩টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপ লাইন: সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ৬৪টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ৯২টি গ্যাস পাইপ লাইনের নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তিকরণ: সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রুত আইন ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৩১৭টি ক্ষেত্রে আলামত (বোমা) পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১০ সাল থেকে পেট্রোলিয়াম আইটেমসমূহের বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি বৃদ্ধি এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন আইটেমের ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ বছর ২০০৯-২০১০ হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত রাজস্ব আয় ও ব্যয়-এর হিসাব প্রদত্ত হলো:

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-

২০১৫-২০১৬	৬,১৫,১২,০০০/-	১,৮২,০০,০০০/-
২০১৬-২০১৭	৬,৮৮,৭৬,০০০/-	২,০৫,৩৯,৮০০/-
২০১৭-২০১৮	৮,০১,৮৯,০০০/-	৫,৮৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৭,৮৬,২৩,০০০/-	২,৪৭,০৪,০০০/-
২০১৯-২০২০	৭,৫০,৩০,০০০/-	২,৮০,৫১,০০০/-
২০২০-২০২১	৬,৯৯,৮৩,০০০/-	২,৮৬,৯৩,০০০/-

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার বিষয়	মেয়াদ	ঘন্টা	মোট ঘন্টা	জনঘন্টা
১	৭ জন কর্মকর্তা	এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ ০৩.০০-৫.০০ পর্যন্ত	২ ঘন্টা	১৪ ঘন্টা	১৪÷৭=২.০০০
২	২ জন কর্মকর্তা	এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ [জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ]	৯ ফেব্রুয়ারি/২০২১ ৯.০০-৫.০০ পর্যন্ত	৮ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২৪÷৭=৩.৪২৮
৩	৩ জন কর্মকর্তা	এপিএ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস) সফ্টওয়্যার বিষয়ক	২৯ মার্চ/২০২১ ০৩.০০-৫.০০ পর্যন্ত	৮ ঘন্টা	১৬ ঘন্টা	১৬÷৭=২.২৮৫
৪	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ	৫ মে, ২০২১ ৯.৩০টা- হতে ২.৩০ টা পর্যন্ত	৪	৪	৪÷৭=০.৫৭১
৫	জনাব মনিরা ইয়াসমিন বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ	৫ মে, ২০২১ ৯.৩০টা- হতে ২.৩০ টা পর্যন্ত	৪	৪	৪÷৭=০.৫৭১
৬	জনাব সানজিদা আক্তার সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ	৫ মে, ২০২১ ৯.৩০টা- হতে ২.৩০ টা পর্যন্ত	৪	৪	৪÷৭=০.৫৭১

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত এপিএ সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ৯.৪২৬ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার বিষয়	মেয়াদ	ঘন্টা	মোট ঘন্টা	জনঘন্টা
১	মনিরা ইয়াসমিন বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। [জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, কক্ষ নম্বর ১২১, ভবন-৬]	১২ নভেম্বর ২০২০৯:০০-০৫:০০ পর্যন্ত ১ দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
২	এস এম সাখাওয়াত হোসেন সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। [জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, কক্ষ নম্বর ১২১, ভবন-৬]	১২ নভেম্বর ২০২০৯:০০-০৫:০০ পর্যন্ত ১ দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
		সেবা সহজিকরণ কর্মশালায় মনোনয়ন [বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন, ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা	১০-১২ ডিসেম্বর, ২০২০=৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২৪÷২৪=১.০০
৩	জনাব মুহাম্মদ আবুল হাশেম সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	সেবা সহজিকরণ কর্মশালায় মনোনয়ন [বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন, ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা]	১০-১২ ডিসেম্বর, ২০২০=৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২৪÷২৪=১.০০
৪	সানজিদা আক্তার সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	অনুষ্ঠিতব্য "জাতীয় তথ্য বাতায়ন বিষয়ক" প্রশিক্ষণ [বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, আইসিটি শাখা, ঢাকা।	২১ অক্টোবর, ২০২০=১ দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
		২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। [জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, কক্ষ নম্বর ১২১, ভবন-৬]	১২ নভেম্বর ২০২০ ৯:০০-০৫:০০ পর্যন্ত ১ দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩

		সেবা সহজিকরণ কর্মশালায় মনোনয়ন [বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন, ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা]	১০-১২ ডিসেম্বর, ২০২০=৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২৪÷২৪=১.০০
৫	জনাব মুহাম্মদ মেহেদী ইসলাম খান সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	Occupational Safety, Health and Environmental Manageme Ges Capacity Enhancement to Facilitate Service (সেবা সহজিকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ [বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট]	১৩-১৫ ডিসেম্বর, ২০২০=৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২৪÷২৪=১.০০
৬	জনাব মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	Occupational Safety, Health and Environmental Manageme Ges Capacity Enhancement to Facilitate Service (সেবা সহজিকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ [বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট]	১৩-১৫ ডিসেম্বর, ২০২০=৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২৪÷২৪=১.০০
৭	জনাব মুহাম্মদ আবুল হাশেম সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	ইনোভেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণ [পেট্রোবাংলা]	১৫ মার্চ, ২০২১ ৯.০০-৫.০০ পর্যন্ত	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
৮	সানজিদা আক্তার সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	iBAS++Budget Preparation [১ম ১২ তলা কমিশনার ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা]	জানুয়ারি/২০২১ ০২.০০-৫.০০ পর্যন্ত	৩ ঘন্টা	৩ ঘন্টা	৩÷২৪=০.১২৫
		ইনোভেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণ [পেট্রোবাংলা]	১৫ মার্চ, ২০২১ ৯.০০-৫.০০ পর্যন্ত	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
৯	জনাব মোঃ আরিফ আহমেদ অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	iBAS++ Budget Preparation [১ম ১২ তলা কমিশনার ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা]	জানুয়ারি/২০২১ ০২.০০-৫.০০ পর্যন্ত	৩ ঘন্টা	৩ ঘন্টা	৩÷২৪=০.১২৫
১০	২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ ০৩.০০-৫.০০ পর্যন্ত	২ ঘন্টা	৪৪ ঘন্টা	৪৪÷২৪=১.৮৩৩

১১	২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী	এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ ০৩.০০-৫.০০ পর্যন্ত	২ ঘন্টা	৪০ ঘন্টা	৪০÷২৪=১.৬৬৬
১২	৭ জন কর্মকর্তা	এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ ০৩.০০-৫.০০ পর্যন্ত	২ ঘন্টা	১৪ ঘন্টা	১৪÷২৪=০.৫৮৩
১৩	৩ জন কর্মকর্তা	এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ [জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ]	৯ ফেব্রুয়ারি/২০২১ ৯.০০-৫.০০ পর্যন্ত	৮ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২৪÷২৪=১.০০০
১৪	২ জন কর্মকর্তা	এপিএ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস) সফ্টওয়্যার বিষয়ক	২৯ মার্চ/২০২১ ০৩.০০-৫.০০ পর্যন্ত	৮ ঘন্টা	১৬ ঘন্টা	১৬÷২৪=০.৬৬৬
১৫	জনাব এস এম সাখাওয়াত হোসেন সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী কর্মশালা	২৯ এপ্রিল ২০২১=১দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
১৬	জনাব সানজিদা আক্তার সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী কর্মশালা	২৯ এপ্রিল ২০২১=১দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
১৭	জনাব মোঃ আরিফ আহমেদ অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	Data Analysis using Microsoft Excel & Google Sheets প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮ এপ্রিল-২ মে, ২০২১= ১৫ দিন	১২০ ঘন্টা	১২০ ঘন্টা	১২০÷২৪= ৫.০০
১৮	ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপপ্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩০ মে ২০২১ =১দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
১৯	জনাব মনিরা ইয়াসমিন বিস্ফোরক পরিদর্শক	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩০ মে ২০২১ =১দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
২০	জনাব এস.এম. সাখাওয়াত হোসেন সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	উদ্ভাবনী কর্মশালায় অংশগ্রহণ	২৪ মে ২০২১ =১ দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩

২১	জনাব মুহাম্মদ আবুল হাশেম সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩০ মে ২০২১ =১দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
২২	জনাব সানজিদা আক্তার সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩০ মে ২০২১ =১দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
		ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩০ মে ২০২১ =১দিন	৮ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	৮÷২৪=০.৩৩৩
২৩	কর্মকর্তা/কর্মচারী=১৮ জন	উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৪-২৫ মে, ২০২১=২ দিন	১৬x১৮	২৮৮	২৮৮÷২৪= ১২.০০
২৪	কর্মকর্তা/কর্মচারী=১৮ জন	ওয়েব পোর্টাল ও ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯ মে, ২০২১ = ১ দিন	৮x১৮	১৪৪	১৪৪÷২৪= ৬.০০
২৫	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ	৫ মে, ২০২১ ৯.৩০টা- হতে ২.৩০ টা পর্যন্ত	৪	৪	৪÷২৪=১.৬৬৬
২৬	জনাব মনিরা ইয়াসমিন বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ	৫ মে, ২০২১ ৯.৩০টা- হতে ২.৩০ টা পর্যন্ত	৪	৪	৪÷২৪=১.৬৬৬
২৭	জনাব সানজিদা আক্তার সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ	৫ মে, ২০২১ ৯.৩০টা- হতে ২.৩০ টা পর্যন্ত	৪	৪	৪÷২৪=১.৬৬৬
২৮	জনাব সানজিদা আক্তার সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ [বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট]	০১ জুন, ২০২১ হতে ০৩ জুন, ২০২১ পর্যন্ত =৩ দিন	২৪	২৪	২৪÷২৪=১.০০০
২৯	জনাব ফেরদৌসী বেগম কারিগরী সহকারী	সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ [বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট]	০১ জুন, ২০২১ হতে ০৩ জুন, ২০২১ পর্যন্ত =৩ দিন	২৪	২৪	২৪÷২৪=১.০০০

৩০	কর্মকর্তা/কর্মচারী=১৮ জন	নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০ জুন, ২০২১ ১০.০০ টা হতে ০১.০০ টা পর্যন্ত	৩x১৮	৫৪ ঘন্টা	৫৪÷২৪=২.২৫০

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪৭.৯০৮ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(৮) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

১। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৬৯ হতে ১০৪ তে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন সৃষ্ট পদগুলো নিয়োগ বিধিমালাতে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়োগ বিধিমালা জারি ও দ্রুত জনবল নিয়োগ করার মাধ্যমে বিপজ্জনক পদার্থ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং তৈল ও গ্যাস সেক্টরসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্যের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় দপ্তরে রি-স্ট্রাকচারিং ও আধুনিকায়নের জন্য ১১১৫ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।

৩। ল্যাবরেটরীতে নতুন সরঞ্জাম স্থাপন করত: আধুনিকায়নকরণ।

৪। সকল সেবা অনলাইনে সম্পন্নকরণ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.emrd.gov.bd